রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

আশুসম্বিদ্দায়িনী।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানি।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা চিৎপুর রোড ২৮৫ নম্বর

শোভাবাজার বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

মূল্য ।০

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

উপহার।

মহিমাসাগর করুণাকর শ্রীযুক্ত বাবু তারামোহন মল্লিক
প্রতিপালক মহাশয় সমীপেষু।

হে গুণগ্রাহী বদান্যবর! আমার পরিশ্রম রূপসরোবর হইতে বহুল সংস্কৃত প্রপূরিত সমৃণাল কাব্যরূপ সরোজপুষ্পটী আপনার কমলকরে সমর্পণ করিয়া মৃণালস্থকণ্টকে আপনার ক্লেশানুভব হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কায় অতীব সশঙ্কিতচিত্তে সময়াতি-বাহীত করিতেছিলাম। সেইজন্য পুনর্ব্বার মৃণালস্থকণ্টকচ্যুত করিয়া (অর্থাৎ দুরূহ সংস্কৃত শব্দ পরিত্যাগ করিয়া) কমল-পুষ্পটী আপনার কমলকরে সমর্পণ করিলাম। মহাশয়! শরণাগত আশ্রিতজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করণানন্তর আদ্যন্ত পাঠরূপ পরিমল আঘ্রাণে পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিলে পরম সুখীহইতে পারিব ইতি।

নি, আ, শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি বঙ্গদেশবাসিগুণজ্ঞ সদ্বিবেচক পাঠকমহোদয়গণ সমীপে প্রার্থনা এই যে লোকহিতার্থে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক কতিপয় উপদেশমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কল্পিত গল্পচ্ছলে এই আশুসদ্বিদ্দায়িনী পুস্তিকাখানী প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুস্তিকামধ্যে বহুল দুরূহ-সংস্কৃতশব্দ প্রপূরিত বিন্যস্ত পদসকল সন্নিবেশিত থাকায় উহা সাধারণের* সমীপে বিশেষরূপে আদরণীয়া না হওয়ার জন্য সুতরাং আশাভঙ্গরূপ মনস্তাপে সময়াতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। অধুনা প্রিয়তমবন্ধু শ্রীযুত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে সাধারণের পাঠের সুবিধা করণ-জন্যবহুপ্রয়াসে উক্ত পুস্তিকান্তর্গত দুরূহসংস্কৃতশব্দসমূহের পরিবর্ত্তন এবং রামগীতানুবাদভিন্ন অন্যান্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রাদির পর্য্যালোচনার পরিবর্জ্জন করিলাম। এক্ষণে ইহা সদাশয় গুণগ্রাহী অপক্ষপাতী পাঠকবর্গের আনন্দ সংবর্দ্ধন বিষয়ে সক্ষম হইলে পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন হয় ইতি।

সন ১২৮০। অগ্রহায়ণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনের।

ও নারায়ণ।

মাহিমাম্‌।

দীনবন্ধো! তোমার অপার মহিমা বেদাগমে শুনি, পতিতপাবন! অনাথের নাথ! অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা। সংহিকর্ত্তা, নিয়ম্য, আর নিয়ন্তা, ত্রিগুণপাশবদ্ধ দেহাভিমানি মনের জীবস্বরূপ ভ্রমনাশক, বিশ্বব্যাপক, বিশ্বময়, বিশ্বাশ্রয়; নাথ! তোমার অপার মহিমা বর্ণন করিতে জগদক্ষম। অহমতি পামরমতি প্রভো! যেমন আপনারা মেঘাবৃতলোচন হইয়া, জন্তুগণ সহস্র রশ্মির নিষ্প্রভত্ব স্বীকার করে, সেই রূপ ভ্রমরূপ মেঘে স্বয়মাচ্ছন্ন মনঃ স্বয়ম্প্রভ ও জগৎ প্রকাশক স্বরূপ তোমাকে জানিতে না পারিয়া তোমার অব্যক্তভাব স্বীকার করিয়া থাকে; এবং ঐ ভ্রম বশতঃ এই জড় দেহে আত্মাভিমান করিয়া আমি জাত, মৃত, ক্ষীণ ও বিবর্দ্ধিত ইত্যাদি বিবিধরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব দয়াময়! একবার কৃপা কটাক্ষে লক্ষ্য করতঃ মনঃ পক্ষীর অধোগমনশীল প্রবৃত্তি পক্ষচ্ছেদ করিয়া, উন্নয়নশীল নিবৃত্তি পক্ষ প্রদান করুন, তাহা হইলেই সংসার বৃক্ষ সমুৎপন্ন বাসনা ফলের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তত্ত্বমসি সমীরণ সহায়ে, সুষুম্না-

বর্ত্ম দিয়া ক্রমশঃ পরম ব্যোমাভিমুখে উড্ডীন হইয়া অব্যয় অশ্বত্থ শাখীর উর্দ্ধ মুলদেশ স্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক ; এবং মনঃ পক্ষী, সেই অজন্মা, অখণ্ড, ছন্দঃপর্ণ পরিপুরিত প্রণবরূপ পরম তরুর মূলদেশে কুলায় স্থান লব্ধ হইলে, পরমানন্দ ফলের রসাস্বাদন পূর্ব্বক, আর কদাপি মায়ামেঘ সমুত্থিত বিকার ঝটিকাতে অধঃপতিত হইয়া ত্রিগুণ শৃঙ্খ-লের বশবর্ত্তী হইবেক না।

আশুসম্বিদ্দায়িনী

পৃথিব্যাদি স্বর্গলোক পর্য্যন্ত এই ত্রিলোকী মধ্যে, অতি পবিত্র নিশ্রেয়সকর, কৈলাস নামক এক পর্ব্বত আছে; যে স্থানে কন্দর্পদর্পহারী মহাদেব, শরীরার্দ্ধভাগিনী গিরিবর হিমবর দুহিতার সহিত শুভ্র চন্দ্রাতপমণ্ডিত দিনমণি মণ্ডল জ্যোতিঃ সদৃশ মণিময় বেদিকামধ্যে, কালত্রয়কে জয় করিয়া নিত্যরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। যে পর্ব্বতের তিমিরময়ী গুহাকে কিম্ পুরুষাঙ্গনাগণ, ভ্রম বশতঃ শর্ব্বরী বোধে, দিবাভাগেই সেই রম্য বিজন স্থানে নিঃশঙ্কচিত্তে, স্বীয় স্বীয় প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া অনঙ্গ কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। যাহার প্রতি শৃঙ্গে, গন্ধর্ব্ব অপ্সরঃ প্রভৃতি বিবিধজাতি দেবযোনি সকল, মুরজ, ডিণ্ডিম, পণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল, লইয়া নানারাগ তালাদির সহিত ঐক্য করিয়া মনোহর সঙ্গীত করিয়া থাকে এবং যে শৈল শিখরে, অধঃ প্রপতনশীলা ত্রিপথগা আকাশগঙ্গা, কুলকুল শব্দে শব্দায়মান হওতঃ ব্রহ্ম লোক হইতে আসিয়া, ধূর্জ্জটীর বিস্তীর্ণ জটা কলাপে কিয়ৎকাল বিরাম পূর্ব্বক অবশেষে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন। যে স্থানে শিখণ্ডীকুল ধ্বনদ

ঘন ঘনাগমে, আনন্দে উদ্বেল হইয়া, মনোহর পুচ্ছসমূহ বিস্তার করিতে থাকে। যাহার শিখরদেশে অহরহঃ কেশরিকুলের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, করভ অনুগামি করেণু কদম্ব, অতিমাত্র বেগে দিগন্তরে ধাবমান হয়। এবং এতাদৃশ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় কৈলাস ধামের প্রায় প্রতি বৃহন্দে, চতুরাননের মানস সরোবরের ন্যায় কুঞ্জভৃঙ্গ সরোজরাজি সুশোভিত সরসী সকল শোভা পাইতেছে। যে সরোবরস্থ পঙ্কজিনী সমুদ্ভূত শৈত্যগন্ধ আঘ্রাত হইয়া, শৈতকচরিষ্ণু সারস কদম্ব, কল ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডলকে ব্যাপণ করিতে থাকে। এবং যাহার তট সমীপস্থ নবনীরদাবলির ন্যায় শ্যামলবর্ণ পল্লব বিমণ্ডিত নৈয়গ্রোধ প্রভৃতি বিবিধ জাতি বৃক্ষমূলে, মহাতপা ঋষিকুল, ব্রহ্মানন্দে বাষ্পাকুল হইয়া অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে, যোগবলে সমেত প্রাণাপাণকে, জযুগ্ম মধ্যে, উন্নয়ন করিয়া অহর্নিশ ধ্যান পরায়ণ আছেন। আহা! বোধ হয় সেই মনোরম পবিত্রকর শৈলবিপিনে পুষ্পধন্বা, অনলরেতা ঈশানের নেত্রজন্মা বহ্নিতে, পুনরায় দগ্ধ ভয়ে অন্তর্হিত ভাবে ধনুষ্পাণি হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এতাদৃশ সুশোভিত কৈলাস গিরি মধ্যে, সেই রজতগিরিনিভ কৃত্তিবাস, ভুবন মনজ্ঞ শীতাংশুকে, অবতংস করিয়া, পরশু, মৃগ, এবং বরাভীত পাণি হইয়া প্রজ্জ্বলিত পাবকবৎনেত্রত্রয়, প্রত্যাননে ধারণ করতঃ অর্দ্ধাঙ্গহরা প্রালেয়াচল কুমারী জগদম্বিকার সহিত নিত্যরূপে

নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। একদা পার্ব্বতী, এক অদ্ভুতকার্য্য অবলোকন করিয়া আহা! কিমাশ্চর্য্য! কিমাশ্চর্য্য মতপরং! এই রূপ পুনঃ পুনঃ আশ্চর্য্য সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, স্বীয় নাথকে প্রণয় সম্বোধনে কহিলেন। হে সর্ব্বান্তর্যামিন ভগবন। সহসা এক অত্যাশ্চর্য্য সংঘটনা সন্দর্শন করত ইহার তদন্ত বিদিত হইবার নিমিত্ত, বারংবার শ্রবণোন্মুখচিত্ত, উৎকলিকাকুল হইয়া আমাকে অনুরোধ করিতেছে। অতএব যদি অধীনীর প্রতি সানুকুল হইয়া ইহার মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে চরিতার্থতা লাভ করি।

ভগবান্ ব্যোমকেশ, ঈশানীর সহসা সচকিত ভাব সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি কল্যাণি! ইতোমধ্যে, কি অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট করিয়া এবম্ভূত আশ্চর্য্যান্বিত হইলে? আমার নিকট তাহা স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত কর। জগজ্জননী, কৈলাসনাথের বাক্যাবসানে করপুটে কহিলেন; ত্রিলোকনাথ! যে রূপ বিলোকন করিয়া লোমহর্ষিত ও সচকিত ভাবাপন্না হইলাম, তাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া অধীনীর মনের সংশয় নিরসন করুন্। এই মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে, পাঁচটী অনুপম রূপশালিনী সুরসম্ভোগ্যা বরাননা নবীনা কামিনী, এবং দুই জন কৌমার ব্রহ্মচারীর অবয়ব ভূরিতেজাঃ পুরুষ, তাহারা স্ত্রী পুমান্ সমষ্টি সপ্ত জন, প্রথমতঃ মর্ত্ত্যলোক হইতে ক্রমশঃ জ্যোতিশ্চ

পদার্থের ন্যায় আকাশ পথে উদ্দাত হইল। অনন্তর, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন হইয়া, দুইজন যুবতী, স্বর্গ পথে, আর অপর তাপস যুবাদ্বয় এবং প্রকৃতিত্রয়, সামবেদ বেত্তা মহর্ষি জৈমিনির আশ্রমাভিমুখে প্রয়াণ করিল। অতএব হে প্রভো! আশুতোষ! ইহার আদ্যোপান্ত বিবরণ, অধীনীর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর বর্ণন করুন্। জগদ্গুরু ভগবান্ ভর্গঃ, পীযূষ-ময় বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া প্রহাস্য পঞ্চবক্ত্রে স্বীয় ভাবিনীর প্রতি তির্য্যক্ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন। প্রিয়ে পর্ব্বত রাজতনয়ে! যদি শ্রবণেপ্সা জন্মিয়া থাকে, তবে মদীয় বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব বিষয়ে চিত্তকে অভিনিবেশ কর।

বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে বিরাড্ ভূমি নামিকা এক মহান্ জনপদ আছে, যেখানে পূর্ব্বানাম্নী স্রোত স্বতী, বেগবতী হইয়া অহরহ; আধিত্যকা হইতে প্রপ তন পূর্ব্বক ঝরঝর শব্দে ক্রমে অধঃপতনশীলা হই-তেছেন। সেই প্রসিদ্ধ জনপদমধ্যে সর্ব্বসিদ্ধ সংজ্ঞকা এক বিখ্যাত মনোরমা নগরী আছে। যাহাতে পুরা কালে, সোমবংশীয় বিষ্ণুযাজ্ঞী নামা এক সম্রাট্, অভি-নব সিংহাসন সংস্থাপিত করিয়া বহুকাল স্বীয় ভুজবলে সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন। সেই মহাতেজা প্রজাপতি, পার্থিব লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক মহেন্দ্রলোক গমন করিলে পর, তদীয় বংশাবলী সকলেই প্রায় সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে সেই সিংহাসনে অধ্যারূঢ়

হইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনাতন, সেই আজন্মবিশুদ্ধ বংশে, গুণার্ণব নামা অমিত গুণশালী এক বংশধর অবতীর্ণ হইয়া তিনি যুবাকালে পিতৃ হীনতাপ্রযুক্ত, সচিবগণের অনুরোধানুক্রমে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু চিত্তে সুখী হইতে পারিলেন না; কারণ বৃদ্ধ নরপতির সংসারলীলা সম্বরণের অনতি চিরকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে, অরাতি মণ্ডল, এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহাতে প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার রাজ্য মধ্যে উপদ্রব হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি তাঁহার চিত্তকে, এই নিমিত্ত সন্তোষ রাখিতে পারিতেন না। অতএব অশেষ সুখময়ী হইয়াও সেই ভয়ঙ্কর অর্য্যাক্রান্ত রাজধানী, তাঁহার সম্বন্ধে তৎকালীন অনির্ব্বচনীয় চিন্তাময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, নির্জ্জন হইলেই প্রায় তাঁহার নেত্রযুগল হইতে বাষ্পবিনির্গত হইতে থাকিত।

কিন্তু দৈবানুগৃহীত রাজবংশোদ্ভব সুকুমার মূর্ত্তি কুমারের রাজনীতি প্রভৃতি, শস্ত্র শাস্ত্র সকল বিষয়েই অল্পকাল মধ্যে, নিপুণতা জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও প্রিয় সম্ভাষণ, দুষ্ট দমন, শিষ্টপালন এবং কর্ম্মদক্ষতা, যুবরাজ প্রায় এক প্রকার এই সকল গুণের আকর স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ মাহাত্ম্য ও কার্য্যদক্ষ সন্দর্শনে, রাজ্যস্থ প্রজাসমূহ, অল্পদিবস মধ্যে প্রায় সকলেই বশবর্ত্তী হইয়া আসিল। অতএব তিনি প্রজাদিগের রাজানুরাগতা

প্রকাশ দেখিয়া পুনরপি আনন্দ সহকারে কথিত সুনিয়মাবলীতে সময় যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এক দিবস রাজকুমার, প্রগাঢ় তমময়ী তমস্বিনীতে অন্তঃপুর মধ্যে, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিলে দৈব প্রেরিত পূর্ব্ব সংঘটন রূপ কোন বিবরণ, তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হওয়াতে, সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে নিদ্রাদেবীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবার উপক্রম করিতেছেন; ইত্যবকাশে সেই, নিভৃত নিশিথ সময়ে অতি দুর হইতে, পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর, এই রূপ কাতরোক্তি ধ্বনি শ্রুত হইয়া অতি কৃপালু স্বভাব সেই নৃপতনয়, অমনি তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ স্বভবন হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে রাজধানী পরিত্যাগ পুর্ব্বক আগত শব্দানুসারে, রাজধানীর অদুরবর্ত্তি বনমধ্যে সত্বর প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় শব্দ শ্রবণ মানসে, কিয়ৎকাল একটা দীর্ঘ মহীরুহ মুলে, দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিবা মাত্র, পুনরপি ঐ ধ্বনি পুর্ব্ববৎ আসিয়া শ্রুতিগোচর হইল; কিন্তু যখন সেই করুণাপুরিত স্বর শ্রবণ করিয়া রাজনন্দনের স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইল, যে ইহা একটা বিপন্না অবলা জাতির কণ্ঠধ্বনি, তাহার কোন সংশয় নাই। তখন তিনি আপনার রাজ্য মধ্যে স্ত্রীহত্যা ভয়ে, ক্ষত্রিয়কুলোচিত হৃদয়ে সাহস নিধান করিয়া মহানশ্বরত্ন

প্রকাশ পুর্ব্বক অতীব গভীরনাদে কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আসিয়াছি। আমি এই রাজ্যের প্রশাস্তা অদ্য তুমি দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা মনুষ্য, যে জাতির স্ত্রী হও, যদি মায়াবিনী না হইয়া সত্য শঙ্কট সাগরে পতিত হইয়া থাক, তবে অবশ্যই রক্ষা করিব; নচেৎ রাজন্যকুলের শূরত্বে এবং ধর্ম্মের প্রতি কলঙ্ক হইবে। কারণ, ক্ষত্রিয় সন্তানদিগের এতাদৃশ শালপ্রাংশুর ন্যায় মহান্ বাহুযুগল বিশালবক্ষ এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় শায়ক পরিপূরিত তুণীর ও কার্ম্মুক ধারণ করা কেবল ভয়ার্ত্তরকে ভয় হইতে রক্ষা ও দুর্জ্জনগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত। অতএব তুমি যে হও আমি তোমার রক্ষার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম সন্দেহ নাই। ভূপতি গুণার্ণব, এইরূপ আশ্বাস বাক্যদানে, নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিলেন, কিন্তু দুরে থাকিয়া দেখিলেন, যেন একটা তেজোরাশিতে অরণ্যভুমি, আলোকময়ী হইয়ারহিয়াছে; কিন্তু হুতাশনও দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। কেবল সেই জ্যোতীরাশি হইতে, পুর্ব্ববৎ পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর এইরূপ শব্দ মাত্র বহিঃসৃত হইতেছে। এইরূপ কাতরোক্তি যত ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; মহারাজ, তত আমি আসিয়াছি এবং রক্ষা করিতেছি, ইত্যাকার পুনঃ২ আশ্বাসসূচক বাক্য প্রদান করতঃ সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, নবযৌবন সম্পন্না, চারুচন্দ্রনিভাননা, হরিণপ্রেক্ষণা এক ললনা, রাহুগ্রস্ত শশীরন্যায় ধরাশায়িনী হইয়া রহিয়াছে। এবং মৃতকল্প শরীরে, প্রায়

অবরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া অজ্ঞানতঃ কহিতেছে, প্রাণ যায় প্রাণ যায়! আর প্রহার করিও না। রে নিষ্ঠুর! তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনার্থ কণ্ঠভূষণ অর্পণ করিলাম; এই গ্রহণ কর। এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করতঃ পার্শ্বদেশস্থিত মহীপালনন্দনের পদযুগলে, সেই মণিময় মালা নিহিত করিয়া দুর্ব্বিসহ প্রহার যাতনা ভয়ে, ভীত হইয়া পুনশ্চ উপহত চেতনা হইল।

যুবরাজ, এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রথমতঃ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিলেন। পরে অনতিকাল বিলম্বে, এই অঘটন ঘটনার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হওনার্থে সতৃষ্ণমনাঃ হইয়া, যুবতীর চৈতন্যোদয়ের নিমিত্ত প্রাণপণে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গতায়ুর্যামিনী মধ্যে, তাঁহার পরিশ্রমের কোন ফল দর্শিল না। এদিকে অনপেক্ষণীয়া শর্ব্বরী শেষ হইয়া আসিল। আমোদিনী কুমুদিনী মলিন হইয়া গেল ও বিরহিণী নলিনী, আগতপতি দিনমণি সন্দর্শনে কৌতুকিনী হইয়া বিকসিত মুখে হাস্য করিতে লাগিল। এবং ক্ষুধাকুল বিহগকুল প্রভাত দর্শন করতঃ আহ্লাদিত হইয়া, স্বীয়২ রবে চরে চরে বিচরণ করিতে লাগিল; জন্তু নিচয় বিষম চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যান্বিতা যুবতী, আপন অভিলষিত পতি নরপতিকে প্রাপ্ত হইয়াও মৃত্যুপতি সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরের দুষ্পূরণীয় প্রেমাশা পরিপূরণ ও প্রহার যন্ত্রণা ভয়ে, ভীতা ও কাতরতাপ্রযুক্ত মূর্চ্ছার হস্ত হইতে

মুক্ত হইতে পারিল না। মহারাজ, প্রথমতঃ তাদৃশী দুরবস্থাপন্না যুবতীকে অরণ্য মধ্যে একাকিনী রাখিয়া, রাজধানীতে গমনানুচিত, দ্বিতীয়তঃ রাজকুলের আভিজাত্য রক্ষা ও পরকীয়া স্পর্শ করাও অবিধেয় বোধে সংশয়াবিষ্ট চিত্ত হইলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ের সংশয় ছেত্রী, নিহিত মণিমালাতে দোষ বিহীন বিবেচনায়, অবশেষে সেই বিপদাকর অরণ্য হইতে স্থানচ্যুতকরণ বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া, ভূপতি, স্বয়ং সেই পীনস্তনী চার্ব্বঙ্গী কামিনীকে, আপনার উত্তরীয় বসন আবরণ পূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করতঃ কিয়দ্দূরে লইয়া, একটী স্নিগ্ধচ্ছায়া তমাল তরুতলে রক্ষা করিলেন। এবং তথায় দেখিলেন, অপরিচিত দুইটী যুবা, গণ্ডদেশে করার্পিত করিয়া, সেই পাদপমূলে অতি বিষণ্ণবদনে অবস্থিতি করিতেছে। অপিচ তাহারা উভয়েই তৎকালীন এত গভীর চিন্তানীরে নিমগ্ন ছিল, যে, অভিমুখাবর্ত্তী যুবরাজ তাহারদের নয়ন পথে পতিত হইলেন বটে, কিন্তু চৈতন্যপথে উদয় হইতে পারিলেন না॥ নৃপকুমার উপবিষ্ট যুবাদ্বয়কে কৃত্রিম পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দ হীন শরীর অবলোকন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। পরে যামিনী জাগরণ ও একটী মৃতকল্পা স্ত্রীকে ভারবাহের ন্যায়, স্বয়ং বহনক্লম নিবারণার্থে আ! ইত্যাকার বিরামসূচক ধ্বনি করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর, যুবতীর অবগুণ্ঠন বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দীর্ঘকাল সেই বিকসিত বদনারবিন্দের প্রতি, নিমেষ শূন্য নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং চার্ব্বঙ্গীর অভিরাম বদনের ভাব দর্শন করতঃ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন। অহো বিশ্বস্টট্! তোমায় ধন্য। যেহেতু, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি, আমার আর কখনই ঈদৃশী স্থির সৌদামিনী সদৃশ্য কামিনী দৃষ্টি-পথে পতিত হয় নাই। অতএব বোধ হয়, বিশ্ব-নির্ম্মাতা, ভুবনের রূপনিচয় হইতে কিঞ্চিৎ২ করিয়া সঞ্চয় পুর্ব্বক সেই সকলকে সংযোগ করত এই নিরূপমা নিতম্বিনীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আহা! এই সুলোচনার সুলোচন দর্শনাবধিই বুঝি সুলোচনাগণ অভিমানিনী হইয়া নিবিড় নিবিড়মধ্যে গমন করিয়াছে। অনুভব হয়, কমলাসন, করি-অরির কটী গর্ব্ব খর্ব্বকারিণী স্বরূপা এই সুমধ্যমা পীবরস্তনীকে সৃজন করণাবধি, এ পর্য্যন্ত রূপ সংগ্রহের বিষয়ে, তাঁহার মনে এক প্রকার ঔদাস্য জন্মিয়া রহিয়াছে। নচেৎ অবশ্যই কোন স্থানে ইহার উপমা দৃষ্টিগোচর হইত তাহার সংশয় নাই। সে যাহা হউক, একাধারে এত রূপাতিশয্য দৃষ্টি গোচর হওন অসম্ভব! মরি! মরি! যত দেখি ততই যে, মনের তৃপ্তি না হইয়া ক্রমে অভিনব ভাবের উদয় হইতেছে। যুবরাজ গুণার্ণব, এবম্প্রকার বিবিধ প্রকার বাক্য দ্বারা, সেই মনো-হরার প্রশংসা করিতে২ চিত্তে অন্য ভাবের উদয় হওয়ায়, শেষে সাতিশয় যত্ন সহকারে তাহাকে সচেতন করিবার

নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং আপনার উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা সুচারু পঙ্কজাকীর্ণ সরসীকূল হইতে, সুশীতল পদ্মগন্ধ সমন্বিত সলিল আনয়ন পূর্ব্বক ললনার নলিনমুখে সেচন ও কমলদল হইতে নবীন কমলদল আনিয়া তাহাতে সংস্তর করিয়া দিলেন। কিন্তু রাজতনয় যখন দেখিলেন, যে, তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল, তখন তিনি, অতিশয় শোকে বিলপমান হইয়া সেই মৃতকল্পা যুবতীর চিবুকে কর প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। অয়ি নয়নোৎফুল্লকারিণি! একবার নয়নোন্মীলন করিয়া কথা কও? আমি তোমার রক্তোৎপল সদৃশী শরীরের সুষমা সন্দর্শনে, মনঃপ্রাণে অত্যন্ত কাতরতা প্রযুক্ত আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না; বোধ হয়, আমার প্রাণ, তোমার মূর্চ্ছাভঙ্গ বিষয়ে অক্ষম জন্য অবমানিত বোধে, আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর গমনের উদ্যম করিতেছে। অতএব একবার প্রসন্না হও। নচেৎ তোমায় এপ্রকার মূর্চ্ছাক্রান্তা নয়নগোচর করিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। যাই জীবনে এপাপ জীবন সমর্পণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ হই। একে সেই হৃদয়পর্য্যঙ্কশায়িনী বরারোহা কামিনীর বিরহাগ্নিতে সর্ব্বদা হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; তাহে আবার দগ্ধ মদনের দুর্ব্বিসহ শরদহন, এ সময়ে শরীরকে যে, সমিদ্ধাগ্নির ন্যায় দাহন করিতে লাগিল। হায়! এ আবার কি হইল! অকস্মাৎ এক অঘটনার সংঘটনা হইয়া ক্রমে যে, ঘৃতাহুতির ন্যায়; অধিকতর যন্ত্রণা সম্পাদন

করিতে লাগিল"। রে যন্ত্রণাগ্নে! তুমি কি বসবাস করিবার আর স্থান প্রাপ্ত না হইয়া আমার এই দেহেই আবাস স্থান স্থির করিয়াছ? নচেৎ স্বপ্নোপম সুখের ন্যায় ক্ষণিক দর্শনে যাবজ্জীবনের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়া, এতাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে কেন? হে প্রতিকূল বিধাতঃ! তোমার কামনা সিদ্ধ হইল? তুমি ইদানীং মাদৃশ বিরহ কাতরগণের প্রাণ গ্রহণ নিমিত্ত এত যত্নশীল হইয়াছ? অহো! ক্রোড়স্থিত বালকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিলে, তাহাতে কদাপি কাহার পৌরুষ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

মহীপাল, অবিরত এইমত, বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিলাপ করিতেছেন; ইত্যবসরে কামিনী, চেতন প্রাপ্তা হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র নয়নোন্মীলন করিয়া পুনরায় মুদ্রিত করায় বোধ হইল যেন কোন গাঢ় চিন্তায় নিযুক্ত হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে অতি মৃদুলস্বরে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি কে? এ অনাথা হতভাগিনীকে যত্নসহকারে ক্রোড়ে লইয়া মুখাবলোকন করতঃ স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। বোধ হয়, ভগবান করুণানিধান বিশ্বস্রষ্টা, আপন দয়া ও মহিমা প্রকাশ করিয়া বিপদাক্রান্তা পাপীয়সীর প্রাণদান করণার্থ, তদংশ অবতার স্বরূপ করুণ হৃদয় মহোদয়কে বনমধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজকুমার, সতৃষ্ণ চাতক হৃদয়ে, কামিনী জলদাবলি হইতে বাক্য-বারি বৃষ্টি হওয়ায়, পরম পরিতৃপ্ত হইয়া ভুবনজনমম্মোহিনী বালাকে মুক্ত রোগিণী বিবেচ-

নায়, জগদীশ্বরের অপার মহিমার প্রতি ভূয়োভূয় ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এবং কহিলেন, মৃগেক্ষণে! তোমার চৈতন্যোদয় হওয়ায় পরমানন্দ লাভ বোধ করিলাম। অতএব তোমার বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তের শঙ্কা নিরাশ করণজন্য এক্ষণে আত্ম পরিচয় প্রদানে স্বীকার আছি, অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর অবধারণ কর। সরল স্বভাবা বালা, আগ্রহাতিশয় প্রকাশে কহিলেন। হে মহানুভব! প্রগল্‌ভতা প্রকাশাশঙ্কায়, তদ্বিষয়ে বুভুৎসুচিত্ত হইয়াও জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত ছিলাম। যদি, স্বয়ং সদাশয়তা প্রকাশ পুর্ব্বক এরূপ সানুকুল হইলেন; তবে শ্রবণলোলুপচিত্তকে আত্ম পরিচয় প্রদানে পুলকিত করিবেন তাহার অপেক্ষা কি? আত্ম পরিচয় প্রদানোদ্যত রাজনন্দন, মধুরভাষিণী কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; অয়ি চার্ব্বঙ্গি! তবে শ্রবণ কর।

পরম পবিত্রকারিণী ত্রিলোক তারিণী ভাগীরথীর ন্যায় প্রবল বেগবতী পূর্ব্বানাম্নী তটিনীতটে জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বসিদ্ধ নগরে, পবিত্রকর নামা, অতি বিনীত, পরব্রহ্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। এই দুর্ভাগ্য, তাঁহার এক মাত্র সন্তান। পিতা আমার গুণার্ণব আখ্যা রক্ষা করিয়া নামানুযায়ি বিদ্যা শিক্ষার্থ, দৈব প্রেরিত দেবাকার তিন জন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ আচার্য্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দদায়িকা নাম্নী উদ্যানস্থ অট্টালিকায়, বিদ্যালয় নিরূপণ করতঃ তাঁহাদিগের হস্তে আমায় সমর্পণ করিলেন। আমি, সুশিক্ষকত্রয়ের আদেশমতে কায়িক,

মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রম সহকারে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অহোরাত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়া যথাসাধ্য কৃতকার্য্য হইলাম। এবং ঈশ্বর উপাসনা বিষয়ে, বাল্যসংস্কার বশতঃ এক প্রকার দৃঢ়ভক্তি থাকা বিধায়, প্রতিদিন দীননাথের গুণানুকীর্ত্তন বিষয়ক এক একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া শিক্ষকদিগকে সংশোধনার্থ অর্পণ করিতাম। এক দিবস, অতি প্রত্যুষে, জগৎপিতা জগদীশ্বরের অপার মহিমার এক আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা শিক্ষক সমীপে পাঠ করিতেছি; ঈদৃশ সময়ে, দেখিলাম, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অন্যান্য যানারোহী প্রভৃতি অসংখ্যক পদাতিক সৈন্য সকল সমভিব্যাহারে পিতার প্রধান অমাত্য হরিহর, রাজ আজ্ঞানুসারে আমাকে লইতে আসিয়াছেন। এবং তিনি নৃপনিদেশ, শিক্ষকগণ সন্নিধানে আবেদন করিয়া সম্মানোচিত করপুটে আমার অভীপ্সিত অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া অভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন। আমিও বহু দিবসাবধি, পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ অদর্শনে কাতর ছিলাম, যদৃচ্ছায়, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক শুভ সময় নিরূপণ করিয়া শিক্ষকত্রয় সমভিব্যাহারে, পিতৃপ্রেরিত ঐরাবৎ কল্প করিবরারোহণ করিয়া সুচির-কাল দর্শন বিরহিত পিতা মাতার পাদপদ্ম যুগল এবং অন্যান্য স্বজনগণ সন্দর্শন লালসায় অতি সত্বর বহুতর বাহিনী সমভিব্যাহারে বিদ্যালয় হইতে যাত্রা করিলাম। গমন করিতে করিতে দুর্গ সন্নিধানে উপনীত হইয়া,

পিতার প্রভূত বৈভব অবলোকন করিয়া প্রচুরানন্দে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম, পুরীর চতুঃপার্শ্ব পরিবেষ্টিতা, দুর্গ নিম্নস্থ পরিখা স্রোতস্বতী, বেগবতী হইয়া, যেন অরাতিকুলকে উন্মূলন করণ মানসে গভীর নীরতরঙ্গ সমূহদ্বারা পুনঃ পুনরুদ্যম করিতেছে। দুর্গস্থিত বিবিধ জাতি সেনাগণ, অর্থাৎ শূলী, মুষলী, নারাচী, পারশ্বধিক, ভৈন্দিপালিক, ঐন্দ্রজালিক, তবকী, ধানুকী ইত্যাদি সমর নৈপুণ্যশালী শূরগণ, কেহ বা রঙ্গধূলী মর্দ্দন করতঃ বাহ্বাস্ফোট, কেহ বা কোষ হইতে খরতর তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া লম্ফ প্রদান করিতেছে। যেন, সম্মুখ সংগ্রাম উপস্থিতের ন্যায় সকলে, মহান্ কোলাহল ধ্বনি করতঃ মুহুর্মুহুঃ মেদিনীকে কম্পমানা করিতেছে। আর সেই সুশাণিত শস্ত্র সকল, প্রাবৃট্কালীয় ঘনঘটার ঘোরতর নিনাদ সহযোগিনী শত শত সৌদামিনী প্রভাসদৃশ চাকচক্যতা রূপে প্রকাশ পাইতেছে। কোন দিকে, মদস্রাবী মাতঙ্গমণ্ডল, লৌহদণ্ডাকার শুণ্ডোত্তলন পূর্ব্বক বৃংহিত ধ্বনি করিতেছে। কোথাও বা কুরঙ্গ অবক্ষম তুরঙ্গ সকল, হেষারবে বারম্বার আরোহীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যেন সমর যাত্রায় সঙ্কেত করিতেছে। এমন কি, সেই তুমুল শব্দনিচয় উপচিত হইয়া, বোধ হয়, যেন দিগ্মণ্ডলকে ব্যাপান করতঃ শত্রু সমূহের হৃদ্বিদারণ করিয়া ফেলিল। তদনন্তর, এইরূপ চতুরঙ্গিণী সৈন্যাদি দর্শন করিয়া ক্রমে দুর্গ অতিক্রমণ পূর্ব্বক রাজহংসাঙ্গদ্যুতি রাজপ্রাসাদের কৃতনির্ম্মাণ শিল্পনৈপুণ্য এবং

সিংহদ্বারস্থ দুর্দ্ধর্ষ অর্গল নিযুক্ত কবাট সকল দৃষ্টে, দৃষ্টির কিয়ৎকালার্থ নিমেষ শূন্য হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন সিংহাসনস্থ নরনাথের পীযূষপরিপূরিত স্নিগ্ধ সুচারু চন্দ্রাননে, প্রখর প্রভাকর করস্পর্শ অসহিষ্ণু হইয়া, সূর্য্যসারথি স্বয়ং সৌররথ পরিত্যাগ পুরঃসর অবনী মণ্ডলে অবরোহণ করতঃ স্বীয় কলেবর বিস্তার পূর্ব্বক কবাটরূপে নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহাহউক, আমি প্রবিষ্ট হইয়া যখন ক্রমে সিংহাসন সমীপে গমনোদ্যম করিলাম, তখন সেই রাজসমজ্যা মধ্যে দেখিলাম; পিতা যেন অমরগণ মধ্যে দ্বিতীয় বাসব হইয়া, চতুঃপার্শ্বে সচিবচয় পরিবেষ্টিত সিংহাসনে অধ্যাসীন রহিয়াছেন। দেখিয়া, আমি তাঁহার অপত্য হইলেও, তৎকালীন এমনি এক প্রকার মনে সন্ত্রাস জন্মিল, যে, ভূপতির আহ্বান কালের পূর্ব্বে, এক পাদও বিক্ষেপ করিতে পারিলাম না। অতএব হে বরাননে! যখন, আমাকে, পিতৃ বৈভব অবলোকন করিয়াও ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইতে হইল, তখন অপরিচিত বিদেশীয় বা স্বদেশীয় ভীরু প্রকৃতি প্রজাগণের, যে, লোমহর্ষণ, বেপথু এবং গাত্রে স্বেদজল নির্গত হইবে তাহার সংশয় কি? কারণ সেই সভাস্থ সভ্যগণ, যেরূপ ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও চাতুর্য্য সহকারে অবস্থান করতঃ নানাপ্রকার শাস্ত্র প্রামাণিক এবং যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছেন, দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে ও তন্মধ্যে সভ্য

হইতে কদাপি সাহস করা সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজভটগণ, করে তীক্ষ্ণ তরবারি ধারণপূর্ব্বক সভার এক এক ভাগে, আদিত্য কুমারের দ্বারপালের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এবং স্তাবকগণ, বহু প্রকার স্তুতি বচন প্ররচন করিয়া স্তব করিতেছে। উত্তর কোশলাধিপতি রাজচূড়ামণি রাজা দশরথের বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, বহুল কোবিদগণ, জ্ঞানশাস্ত্র ও রাজনীতি বিষয়ক ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত বাক্য সকলের প্রসঙ্গ করতঃ বসুধানাথের অশেষ পরিতোষ জন্মাইতেছেন। আমি এই সমস্ত অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া, ধরা বিলুণ্ঠিত হইয়া পিতাকে অভিবাদন ও প্রধান২ অমাত্য গণকে যথা ন্যায়তঃ সম্মান সূচক সম্ভাষণ করিয়া, উপবেশনার্থ পিতার অনুজ্ঞা প্রতীক্ষায়, কৃতাঞ্জলি হইয়া কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিলাম। পিতা, অপত্য স্নেহে, আমায় সাদরে ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন। এবং বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক শিক্ষকগণকে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিলেন। এবং আমায়, অন্তঃপুরমধ্যে যাইতে অনুমতি করিলেন। আমি, পিতার আজ্ঞানুক্রমে, মাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। মদেকপুত্র জননী, দীর্ঘকালের পর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে২, আপনার ক্রোড়ে আরোপণ করিলেন। আমি, মাতৃ ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিতেছি,

ঈদৃশ সময়ে, আমার এক জন অনুচর আসিয়া কহিল, রাজকুমার আর কালব্যাজ করিবেন না, ত্বরায় আগমন করুন। আপনার শিক্ষকগণ বিদায় গ্রহণ নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ে দণ্ডায়মান আছেন। আমি, সহসা এই অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ, পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের যথা রীতি সম্মান রক্ষা করিয়া উদ্যানে প্রাসাদোপরিস্থ বিদ্যালয়ে গমন করিলাম। শিক্ষকগণ, আমায় সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! অদ্য আমাদিগের পরিশ্রম সকল সফল হই-য়াছে। আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করি-তেছি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া, এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলের সমস্ত ভূপতিকে স্ববশে রাখিয়া, বহু রত্ন প্রসবত্রী ধরিত্রীর পতি হইয়া নিরুদ্বেগে সাম্রাজ্য সম্ভোগ কর। আর আমরা তোমায় পারিতোষিক স্বরূপ এই তিনটী অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। সযতনে অঙ্গুলিতে রক্ষা করিবে। ইহা ধারণ করিলে, জলে, অনলে ও উর্দ্ধ হইতে পতনে, কিম্বা অস্ত্রাঘাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে, অর্থাৎ কোন প্রকারে কিছু-তেই শরীর বিনষ্ট হইতে পারিবে না। এই বলিয়া, অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন, এবং অপত্য সদৃশ স্নেহভাজন শিষ্যের ভাবি বিচ্ছেদ ঘটনা মনে করিয়া আচার্য্যগণ, অতিমাত্র কাতরতা পূর্ব্বক বাষ্পবারি মোচন করিতেং বহুবিধ জ্ঞানোপদেশ দিয়া পরিশেষে বিষণ্ণ বদনে বিদায় গ্রহণ করিলেন॥

শিক্ষকবর্গ বিদায় হইলে, আমি একাকী সেই দিবা-কে অতি কাতরে অতিবাহিত করিলাম। রজনীতে, গ্রীষ্মপ্রযুক্ত গৃহে শয়ন করিয়া সুস্থির থাকিতে ক্লেশ বোধ হওয়ায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে,সে স্থান হইতে বড়ভিমূর্দ্ধিতে * আসিয়া, উদ্যানের রমণীয় শোভা নিরীক্ষণে কিঞ্চি-ন্মাত্র উৎকণ্ঠা দূরীকৃত হইল, পুনশ্চ প্রাসাদ হইতে অব-রূঢ় হইয়া সেই উদ্যান মধ্যে আসিলাম। অনন্তর মাধবী-লতা মণ্ডপে শয্যা সজ্জাপূর্ব্বক শয়ন করিয়া, চন্দ্রিক-য়ান্বিতা রজনীর চারু চন্দ্রিকা প্রভাবে মনোহর কুসুম সমূহে দর্শন ও পূর্ব্বানদী হইতে উদ্যানাগত শৈত্য সৌরভ্য সমাযুক্ত অনিল সেবনে,অচেতনে নিদ্রিত হইলাম। কিয়ৎ কালান্তে, নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, তবাকৃতি যৌবনাঙ্কুরো-দিতা এক বালিকা, শয্যোপরি আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া হৃদয়ে হস্তার্পণ পূর্ব্বক অবলাকুল,যে নিতান্ত সরলা তদ্বিষয়ক বক্ষ্যমান বাক্যসমূহে ব্যক্ত করিতেছে।

আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরি,
কভু নাহি হেরি, জনমিয়াবধি।
বিধি সযতনে, গঠি তোমাধনে,
নারী বিনাশনে, পাঠায়েছে নিধি॥
হেরিয়া নয়নে, কামিনী কেমনে,
রহিবে জীবনে, ভাবি তাই মনে।
হইবে বিক্রীত, জনমের মত,
নহে অন্যমত, বুঝি অনুমানে॥

* বারাণ্ডায়।

তোমাধনে ধনী, হয়েছে যে ধনী,
সেই সে মানিনী,মেদিনী মাঝারে।
করি তাই মিনতি, হে বাঞ্ছিত পতি,
কর অনুমতি, বরি তোমারে॥

সর্ব্ব সাক্ষী করি সাক্ষী এ প্রাণ অর্পণ।
করিব হে নহে কভু প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন॥
হেরিয়া কৃপানয়নে কর কৃপাদান।
কও কথা যাক্ ব্যথা যুড়াউক প্রাণ॥
হেনবেলা কেন ছলা অবলার প্রতি।
ধরকণ্ঠ হার মোর প্রেমে হও ব্রতি॥

আমি, এবমুক্ত অমৃতাভিষিক্ত বচনে পুলকিতাঙ্গ হইয়া, অজেয় অনঙ্গের কুসুম বাণাঘাতে অধৈর্য্য হওতঃ সেই নিষ্কলঙ্ক কুমুদবন্ধুবদনা অঙ্গনাকে পরম সাদরে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক, ভাবি ভাবনা না ভাবিয়াই শিক্ষকগণ দত্ত অঙ্গুরী ত্রয়ের মধ্যে জলাতিক্রমণকারক অঙ্গুরীয়কটী বিনিময় পুরঃসর তাঁহার সহিত পরিণয় করিলাম। এবং প্রাণসমা নিরুপমা প্রিয়সীর মুখ চুম্বন করতঃ সযতনে তাহার যুগল করপল্লব ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলাম।

সদয় হইয়া বিধি, দৈবে যদি তোমা নিধি,
মিলাইয়া দিল মম সনে।

দেখ প্রিয়ে রেখো মনে, যদিন্ বাঁচি জীবনে,
ভুলনা হে প্রেমাধীন জনে ॥
যদবধি দেহে প্রাণ থাকিবে আমার।
আজ্ঞাধীন চিরদিন রহিব তোমার ॥

অহো! একবার দৃষ্টমাত্রে যে, পরস্পর এবম্বিধ সুদৃঢ়রূপ প্রণয়পাশে বদ্ধ হওয়া ইহা প্রায় দুর্ঘট সে যাহাহউক প্রিয়ে! পর্ব্বতরাজতনয়ে! তদনন্তর, এবম্প্রকার আহ্লাদে গদ্‌গদ স্বরে নৃপতনয়, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন বিনদে! এই ঘোরারজনী সময়, দেখ, ঈদৃশ সময়ে, পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই নিরব, পৃথিবী ঝিল্লিরবা হইয়াছেন, তুমি একাকিনী নবীনা কামিনী কোথা হইতে সমাগতা হইলে এবং কোথায় নিবাস ও কোন কুলকে উজ্জ্বল করিয়াই বা ধরাধামে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ? তাহার সবিশেষ সংবাদ বর্ণন করিয়া আমার উদ্বিগ্ন চিত্তকে সুস্থির কর, আমার এবম্ভূত বাক্যাবসানে, প্রিয়সী, আপন পরিচয় প্রদানে উদ্যতা হইয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিতেছেন; এমতকালে তদাকৃতি এক বর্ষীয়সী, আরক্ত নয়নে গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ভৎসন করিতে করিতে প্রবল বাত্যার ন্যায়, প্রেমতরণী তরুণীর কেশাকর্ষণ করিয়া, আমাকে বিচ্ছেদ সমুদ্রে নিমজ্জন পূর্ব্বক ক্রমে তাহাকে আকাশমার্গে লইয়া গেল। প্রিয়ার শূন্যাগত রোদনধ্বনি কিঞ্চিৎকাল শুনিতে পাইলাম। পরে, যেন আকাশে বিলীন হইয়া গেল। আহা! সেই অনুপমা প্রাণসমা বালাকে বহু সৌভাগ্যে প্রাপ্ত হইয়া

তাহার বাক্যামৃত পান লালসায়, নির্ম্মল মুখচন্দ্রে নয়ন চকোরকে পানার্থে নিহিত করিয়া অপার আনন্দার্ণবে ভাসমান ছিলাম। এমন সময়ে, যে, অকস্মাৎ সেই কোপনা, ঈর্ষা পরবশ মেঘবাহনেরন্যায় আসিয়া বিনা মেঘে বজ্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমার হৃদয় বিদারণ করিয়া ভূতলস্থ প্রিয়সী শশীকে গগণপথে লইয়া যাইবে; ইহা স্বপ্নের অগোচর। বোধ হয়, উহাকে লইয়াই সর্ব্বত্র বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে; কারণ ক্ষীরোদধি মন্থনে, যখন পীযূষাকর রজনীকান্ত গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন; সে সময়েও এইরূপ বৈষম্য ঘটিয়া উঠিয়াছিল; অর্থাৎ ঐ শশীর সুধালালসায় অসুরামরে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে কেবল ভগবান্ বাসু-দেবের কৃপা বলে, অদিতিনন্দনগণ দিতিসন্তানগণে বঞ্চনা করতঃ অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে সেরূপ বিষ্ণুর অনুকম্পা হওয়া অতি অসম্ভব; অর্থাৎ তাহার সহিত পুনর্ব্বার সম্মিলন ও দর্শন হওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, হতাশ হইয়া ধরা শয্যায় মৃত-বৎ সংজ্ঞাবিহীন কতক্ষণ পতিত রহিলাম এবং তত্তৎ-কালে আমার যে, আর আর কি অবস্থা সংঘটন হইয়া-ছিল, তাহার সবিশেষ আমি কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞাত নহি। এইমত নরনাথ, আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে করিতে পূর্ব্ব পাণিগ্রহীতা প্রিয়সী সম্বন্ধীয় প্রণয়ভাব স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইলেন; মূর্চ্ছাও অমনি স্বীয়াভি-সন্ধি সাধনার্থ সময় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার

চেতন হরণ করিল। যেমন পতিত হইবেন, রমণী অমনি উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় ক্রোড়ে ধরাপতিকে ধারণ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে আপনাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! ধৈর্য্যাবলম্বন কর; তোমার আশাবৃক্ষ ফলোন্মুখী হইয়াছে। এই দেখ, তোমার ন্যায় প্রাণনাথও দারুণ বিরহ বেদনায় কাল যাপন করিতেছেন। এত দিনের পর বুঝি, প্রতিকুল বিধাতা অনুকুল হইয়া তোমার মনোরথ সফল করিলেন, তুমি যাঁহার নিমিত্ত এক শত নগরে ও কত অরণ্যে এবং কত শৈলময় স্থানে ভ্রমণ করিয়া মহান্ বিপজ্জালে বদ্ধ হইয়াও তথাপি এক দিবসের নিমিত্তে চিত্তে ক্ষোভিত হও নাই, বরং যাঁহার পুনর্ম্মিলনাশায়, এতাদৃশ পরিক্লিষ্ট প্রাণকেও প্রস্থান করিতে বারম্বার প্রতিষেধ করিয়াছ, এবং অবশেষে, কাল সম নিশাচরের হস্তে পতিত হইয়া, পিতৃপতি কর্ত্তৃক পঞ্চম পাতকীর দণ্ডের ন্যায় অসহ্য প্রহার যন্ত্রণা এবং দশাস্য কর্ত্তৃক মৈথিলীর ন্যায়, ভূরি ভূরি অশ্রাব্য উক্তি সকল সহ্য করিয়াও তথাপি প্রাণ ধারণ করিয়াছ সেই জীবন সর্ব্বস্ব দয়িতকে এক্ষণে আপন অঙ্কে প্রাপ্ত হইয়াছ; আর চিন্তা কি? এবং তিনিও তোমা ব্যতীত ততোধিক যন্ত্রণায় কাল যাপন করিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে ঈক্ষণ করিয়াও কি এখন পর্য্যন্ত তোমার ভ্রান্ত দূরীকরণ হইল না। আহা! এমন সুযোগ্য মনোহর কমলাকর না হইলে, মাদৃশী রাজহংসীগণের আশ্রয় যোগ্য স্থান হইবে কেন?

যুবতী ইত্যাদি প্রবোধ জনক বাক্যদ্বারা মনকে প্রবোধ প্রদান করিতেছেন; ইত্যবসরে, রাজকুমার, চেতন প্রাপ্ত হইয়া বিরহশোকে বিহ্বলতা প্রযুক্ত, সহসা যুবতীর উৎ-সঙ্গ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আত্ম নিন্দা পূর্ব্বক বিমল কমলবদনা বালা সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন। হে উপমা রহিতে! এ হতভাগ্য পামরের স্পর্শে তুমিও পাপ পৃষ্টা হইবে, অতএব আমায় আর স্পর্শ করিও না। যখন, তাদৃশী অবস্থাপন্ন যুবতীকে বিষর্জ্জন করিয়া একাল পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিতেছি; তখন বোধ হয়, মম সদৃশ নৃশংস পুরুষ ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই, যমও এ নরা-ধমকে ঘৃণিতবোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অবনীশকুমার এই বলিয়া পুনর্ব্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, রে পাষাণ হৃদয়! তুমি এতাবৎ কাল বিদীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত অক্ষতাবস্থায় অবস্থান করিতেছ? রে নির্দ্দয়প্রাণ! তুমি তাদৃশ রমণীরত্ন বিহীনে, এখনও কি সুখ আশয়ে দেহে অবস্থান বরিতে স্পৃহা করিতেছ? তুমি জান, আমি প্রিয়তমা অপেক্ষা তোমায় অধিকতর প্রিয়তম জ্ঞান করি না। বিশেষতঃ চিরদিন, সেই মনোরমা বামার শোক দহনে দগ্ধ শরীরে অবস্থান করণাপেক্ষা, বরং তোমার অন্যত্র প্রস্থান করা শ্রেয়স্কর। নচেৎ, আমি স্বয়ং অনলে, গরলে, উদ্বন্ধনে বা জীবনে এই যন্ত্রণাকর শরীর সমর্পণ করিয়া এ দারুণ বিরহ জ্বালা নির্ব্বাণ করিব। এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম

করিলেন। সুন্দরী অমনি ভাবি বিপদাশঙ্কায়, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করতঃ চঞ্চল চরণে সত্বর গমনোদ্যত রাজকুমারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া কহিতে লাগিলেন। হে মহিমাকর! স্বীয় মহীয়সী প্রকাশ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন্। একটা অপরিচিত সামান্যা কন্যার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা, ইহা মহানুভব ব্যক্তিদিগের বিধেয় নহে, অতি নীচ প্রকৃতি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য পশুবৎ অজ্ঞেরাই, এতাদৃশ নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, বরং জীবন ধারণে পুনর্ব্বার মিলনাশা থাকে, আর আত্মহা হইলে কেবল পরিণামে রৌরব নামক নরক লাভ হইয়া থাকে মাত্র। অতএব, এরূপ তুচ্ছ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করুন্। কেননা, অশিতী সহস্রযোনি ভ্রমণ করণান্তর অবশেষে বহুল সুকৃতি ফলে এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নরবরকুলে জন্ম লাভ করা, যে কত পুণ্যার্জ্জনে হইয়া থাকে, তাহা অবলা হইয়া কি বর্ণনা করিব। অতএব হে মহানুভব! আপনি একটা অনায়াসলভ্যা প্রকৃতির নিমিত্ত এতাদৃশ দুর্লভ রাজদেহকে বিসর্জ্জন করিতে স্পৃহা করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! জীবন বিসর্জ্জন দূরে থাকুক, পণ্ডিতগণের কদাপি উহা মুখে উচ্চারণ কর্ত্তব্য নহে, অতএব ছি! ছি! আপনি আর এরূপ অসৎ প্রবৃত্তিকে কদাপি চিত্তে স্থান দান করিবেন না। ভাল, হে মহোদয়! আপনি কি এ জগন্মণ্ডল মধ্যে আপনাকে স্ত্রৈণ, এই শব্দটী বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং

স্বীয় অসৌরভ পতাকা উড্ডীন করাইতে উদ্যত হই-য়াছেন? বিশেষতঃ ইহাতে আমাকে রাজহত্যা পাপে পরিলিপ্ত করণ ভিন্ন, এক্ষণে অন্য কোন অভিসন্ধি দেখি না। যেহেতু, এ বিষম বিরহ বিষবৃক্ষের পুন-রঙ্কুর উৎপন্ন কেবল আমারই প্রশ্নে হইয়াছে। ধিক্ আমি কি অনর্থকারিণী; সেই কৃতনির্ব্বাপণ বিরহা-গ্নিকে, পুনরুদ্দীপণ করিয়া কেবল আপনার প্রাণ পীড়দা হইলাম মাত্র। অতএব হে মহাভাগ! এবিষয়ে এই কৃতাপরাধিনীকে ক্ষমা করুন্। কি আশ্চর্য্য! এই সংসারে, ভবাদৃশ মহাত্মাগণের দেহ্কেও যে, শোক-তাপাদি পরিহার না করিয়া প্রথমতঃ হিরণ্যকণ্ঠা হার ন্যায় লম্বমান পুরঃসর পরিশেষে সেই হার ফণিহার স্বরূপ হইয়া দংশন করে, পূর্ব্বে আমার চিত্তে এরূপ উপলব্ধি ছিল না। অতএব অনভিজ্ঞতা হেতু আমার এই কৃত অপরাধ, কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। এবং যে অগ্নিদ্বারা আপনার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; উহাকে আশাবারি সেচন করিয়া কথঞ্চিত শীতল করুন্। আর, কথিত প্রসঙ্গ বিষয়ে পুনরারম্ভের প্রয়োজন নাই। তখন গুণার্ণব, যুবতীকে কাতর সম্বোধনে বলিতে লাগিলেন; অয়ি! ভীরো! সহস্র বজ্রের দ্বারা আহত হইয়া যে প্রাণ, দেহ হইতে অপহৃত না হইয়া বরং দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা মাত্র সহ্য করিয়াছে এবং সে সকল একবারে বিস্মৃত হইয়া অনায়াসে পুনরায় ইহাতেই অবস্থান করিতেছে; সে কি আর একটী বজ্রপাতের নিনাদ মাত্র, শ্রবণ

করিয়া, দেহ হইতে নির্গত হইতে পারে? অপিচ যখন প্রিয়তমা বিপ্রকৃতকারণী সেইকাল স্বরূপ রাত্রিতে, এ নির্দ্দয় হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই; তখন তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ আক্ষেপ জনক প্রস্তাব মাত্র বর্ণন করিয়া, তাহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর যন্ত্রণা অনুভব করিবে। অতএব যখন পরভাগ বর্ণনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তখন অবশ্য বর্ণন করিব, মনোঽভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

হে চারুচন্দ্রাননে! চেতন প্রাপ্তে দেখিলাম, যে উদ্যান হইতে রাজভবন মধ্যে আসিয়াছি। আমার চতুর্দ্দিকে, অমাত্য ও আত্মীয়বর্গ পরিবেষ্টিত আছেন এবং মহারাজ স্বয়ং আমার শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক দীননয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তখন নিশ্চিত বোধ হইল যে, উদ্যানস্থ ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক এখানে নীত হইয়াছি, তাহার সংশয় নাই। যাহা হউক, এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এদিকে রাজাজ্ঞানিযুক্ত ভিষক্‌বর্গ, কেহবা বাতিক, কেহ বা ভৌতিক, কেহ কেহবা পক্ষাঘাত ইত্যাদি নানা প্রকার রোগের নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিদান সংক্রান্ত বচন সকল ব্যাখ্যা করিয়া সকলেই কেবল স্বীয় স্বীয় শ্লাঘামাত্র প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু কেহই সেই অসম্ভব রোগের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিল না, তবে কেবল জগদীশ্বরের করুণাবলে এবং অশেষ প্রকার শুশ্রূষাদ্বারা এক প্রকার বাহ্যিক আরোগ্য হইলাম। কিন্তু সেই দুর্ব্বিসহ অন্তর্দাহ, কোন ক্রমেই হৃদয় হইতে অপসৃত হইল না। বিশেষতঃ ক্রমে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া যেন,

এক প্রকার আমাকে বাতুল প্রায় করিয়া ফেলিল। বলিব কি, সে যন্ত্রণানলে অদ্যাপিও দগ্ধ হইতেছি। অনন্তর, পিতা, আমার তাদৃশ উন্মনা ও উন্মত্তভাব ঈক্ষণ করিয়া, প্রায় সর্ব্বদাই বিলাপ করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর, আমার এই মাত্র স্মরণ হয় যে, আমি বিরল হইলেই, সর্ব্বদা সেই ইন্দিবর লোচনা ললনার রূপ লাবণ্য স্মরণ করিয়া কেবল নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ স্বীয় হৃদয়কে প্লাবিত করিতাম।

এইমত সার্দ্ধেক বৎসর অবিরত বিলাপ করিয়া কালযাপন করি। এদিকে পিতা, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত প্রবল পীড়াক্রান্ত হইয়া, প্রার্থিবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন, একবারে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হওতঃ জনকের কৃত বাৎসল্যভাব স্মরণ করিয়া, পিতৃশোকরূপ দারুণ উৎকণ্ঠায়, ক্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলাম। পরন্তু বহুবিধ বিলাপ করণানন্তর, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক পরিশেষে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে শোকবস্ত্র পরিহিত হইয়া যথারীতি শ্রাদ্ধাদি এক প্রকার অভিনিষ্পত্তি করিলাম কিন্তু পিতৃবিয়োগ ও প্রিয়াবিচ্ছেদজনিত শোকানলে কৃতদাহন হইয়া আমার রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগে এক প্রকার মনে ঔদাস্যভাব জন্মিয়া গেল। এবং তাহাতে, ক্রমে সংসার সুখকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর, ক্রমশঃ রাজসিংহাসন শূন্য থাকায়, সপত্ন সকল প্রবল হইয়া রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিবে এই আশ-ঙ্কায় প্রধান সচিব ও আত্মীয়বর্গ সকলে, মন্ত্রণা করিয়া

আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এবং আমিও অধিকারী বিদ্যমানে পিতৃসিংহাসন এককালে বিলোপ হইয়া যাইবে, এইরূপ বিবিধ আলোচনায়, তৎকালে মনের বিবেকভাব অন্তর্ভূত রাখিয়া, অগত্যা তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইয়া, অভিষেক দ্রব্য সম্ভারার্থে অনুমতি প্রদান করিলাম। এবং সকলের অনুজ্ঞাক্রমে মহা আনন্দ পূর্ব্বক অপ্রতিহত ভাবে, সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া, জগদীশ্বরের অনুকম্পায় পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক, রাজকার্য্য পরিচালনা করতঃ সকলেরই নিকট এক প্রকার যশোভাজন হইলাম। এবং প্রতিদিন, কার্য্যে অবসর হইলেই, নিয়মিত নিভৃত স্থলে যাইয়া জগৎকারণ জগদীশ্বরের অপার মহিমার যথাজ্ঞানে, গুণগান করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলাম। এদিকে, আমায় যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া আত্মীয়বর্গ সকলে ভট্ট আনয়নপূর্ব্বক অনূঢ়া সর্ব্ব সুলক্ষণা রূপাতিশয্যযুক্তা মহীভুজাত্মজাগণের অনুসন্ধানার্থে, প্রেরণ করিয়া আমাকে পরিণয় জন্য ভূয়োভুয়ো অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ক্রমে আমার অভিমত প্রাপ্ত না হওয়ায়, অবশেষে, সুতরাং সকলকেই নিরস্ত থাকিতে হইল। আমি যে, সেই কথিত অবলার সহিত মিলনাবধি প্রায়, হায়নত্রয় বিষময় বিরহহ্রদে নিমগ্ন হওতঃ কেবল তাহারই অসামান্য রূপলাবণ্য ও গুণগণ স্মরণ পূর্ব্বক মৃতকল্প দেহে জীবন ধারণ করিতেছিলাম। এবং সেই অবধি, সেই প্রফুল্ল কমল বদনা

ব্যতীত আমার আর অপরাপর রমণীর সহিত প্রণয় বিষয়ে এক প্রকার অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে।

তদনন্তর বিগত রজনীতে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া সেই অকূল প্রেমার্ণব তরণ তরণী তরুণীর আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সহসা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া; উৎকলিকাকুল চিত্তে, তাহার পুনঃ সম্মিলন লালসায়, যদিচ কথঞ্চিৎ চিত্তে সুস্থির হইলাম; তথাপি একবারে উৎকণ্ঠা শূন্য হইতে পারিলাম না। কারণ প্রণয় পদবীতে পদে পদে বিপদ সংঘটনাও হইতে পারে ইত্যাদি বহুপ্রকার সমালোচনা পূর্ব্বক পুনরপি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। পরিশেষে প্রবোধ-সেচনী দ্বারা আশা নিম্নগা হইতে বারি সেচন পূর্ব্বক যদিচ বিরহ সন্তাপ শীতল করণার্থ কিঞ্চিৎ প্রদান করিলাম বটে, কিন্তু তাহা বিফল হইল যেহেতু প্রজ্জ্বলিত দাবানলে কুশাগ্রীয় বারি বিন্দু প্রক্ষেপে কি হইতে পারে? অতএব এবম্বিধ অকূল চিন্তার্ণবে পতিত হইয়া ভাসমান আছি, ঈদৃশ সময়ে নিদ্রা সখীর সহিত সঙ্গ হইয়া সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয়া সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর সম্বন্ধীয় কোন অনিষ্ট সংঘটন রূপ স্বপ্ন সন্দর্শন হইল। তাহাতে অশ্রু পর্য্যাকুললোচনে পুনর্ব্বার বিলাপ করিতেছি, ইত্যবকাশে দূরধ্বনিতে পরিত্রাণসূচক কাতরোক্তি শ্রুতিগোচর হইয়া, একাকী রাজভবন পরিত্যাগানন্তর শব্দানুসারে বন মধ্যে আসিয়া, তব সন্নিহিতে দণ্ডায়মান হইলাম। এবং তৎ সংঘটিত আশ্চর্য্যকর কার্য্য দর্শন করিলাম; অর্থাৎ তুমি ধূলীবিলিপ্ত বদনে তৎ-

কালে ধরণী শয্যায় থাকিয়াই করুণকণ্ঠস্বরে হস্তস্থ মণি-
মালা পার্শ্বদেশোস্থিত আমার দক্ষিণ পদে অর্পণ করিলে।
এবং বলিলে আর যাতনা দিবার আবশ্যক নাই, তোমার
অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনার্থ কণ্ঠাভরণ বরণ করিলাম,
এই কয়েকটী বাক্য মাত্র নিঃসরণ করিয়া পুনরপি
মূর্চ্ছিত হইলে আমি তোমার মূর্চ্ছার ও আশ্চর্য্য পরি-
ণয় ঘটনার কারণ অবগত হওনার্থ, চিত্তে সাতিশয় উৎ-
সুক্য হইয়া যদিচ প্রথমতঃ মূর্চ্ছাপনয়নের নিমিত্ত বিবিধ
চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না।
কারণ একে সেই তিমিরময়ী রজনী, তাহে জনশূন্য অরণ্য
স্থান; তৎকালে কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলাম
না। অতএব ইতিকর্ত্তব্য-ব্যতা বিমূঢ় হওতঃ সুতরাং সেই
আশঙ্কাজনক স্থানেই তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া সপ্তা-
স্থিতা যামিনী অতিবাহিত করিলাম। রজনী প্রভাত
হইলে তোমায় মূর্চ্ছিতাবস্থায়, সহায়হীনা বিশেষতঃ
অরণ্য মধ্যে, একাকিনী রাখা অযুক্তিযুক্ত বোধে,
শেষে অশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক উত্তরীয়বস্ত্রে
তোমার সমস্ত শরীর আবৃত করতঃ অগত্যা স্বীয়মস্তকে
ধারণ করিয়া সেই বিজন স্থান হইতে নির্গত হইলাম।
কিন্তু প্রবরবংশে জন্ম লাভ হেতু অতি নীচজাতি অথচ
পরিশ্রমশীল ভারবাহদিগের ন্যায় স্বভাবত উক্ত কার্য্যে
নিতান্ত অক্ষম বিধায় সুতরাং পথক্লান্ত দূরীকরণ ও
তোমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করণ নিমিত্ত অত্রত্য বৃক্ষমূলে তো-
মাকে মস্তক হইতে অবতারণ করিয়া, প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ

কাল বিশ্রাম করিলাম। পরে তোমার মূর্চ্ছারোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা পাইলাম, কৃতসাধ্যে নানাবিধ উপায় করিতে, ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি, প্রলয় অবস্থা হইতে সংজ্ঞা প্রতিলাভ করিলে। আমি তোমাকে দীর্ঘ কালের পর দুর্লব্ধ চেতনা নিরীক্ষণ করিয়া অপারানন্দে ঈশ্বরে ভূয়ো ভূয়ো ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অনন্তর, তুমি আমার পরিচয় গ্রহণে একান্ত ইচ্ছুকা হইলে, দেখিয়া, আমি তোমার পরিতোষ লাভার্থ অগত্যা সম্মতি প্রকাশ করিয়া হৃদয়স্থ সমস্ত গোপন ভাব পর্য্যন্তও বর্ণন করিলাম। এক্ষণে, তোমার পরিচয় গ্রহণে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; ইহাতে যে রূপ অভিমত হয় ব্যক্ত কর। এই বলিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় কামিনীর কমল সদৃশ কমনীয় মুখারবিন্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। নরপতি, যুবতীর পরিচয় বিজ্ঞান নিমিত্ত নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া পুনরায় কহিলেন, অয়ি অপরিচিতে! ত্বরায় আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শ্রবণেচ্ছু চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। যদি তোমার বিবরণ শ্রবণ বিষয়ে মদীয় যাচক চিত্তকে পরিচয়রূপ রত্ন প্রদানে কৃপণতা প্রকাশ কর তাহা হইলে বোধ হয়, ক্ষণিক বিলম্বে আমার জীবন দেহাগার পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিবে। কারণ অকস্মাৎ ইদানীং এক দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের ও অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয়ে মন এমন চঞ্চল হইতেছে, যে, তাহা প্রকাশ অসাধ্য। যুবতী, তাদৃশ ভাবাপন্ন রাজপুত্রকে অবলোকন

করিয়া স্বীয় পরিচয় গোপনানুচিত বিবেচনায় কহিলেন, আর্য্য! এ অধীনীর অশেষ ক্লেশকর বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিলে আপনার চিত্তে সন্তোষ লাভ হইবে না, বরং অশেষ যন্ত্রণাভোগ্যা হতভাগিণীর দুর্নিমিত্ত কৃত কর্ম্মভোগ রূপ বিবরণ সমূহ শ্রবণে, বোধ হয় কমল হৃদয়ে বেদনা পাইবেন মাত্র। তবে যদি শ্রবণার্থ মনে একান্ত স্পৃহা জন্মিয়া থাকে, নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

হেমাদ্রি পর্ব্বতের নিকট মহালয়া নামে এক সুবিস্তৃত রাজধানী আছে। ঐ রাজ্যে পরীজাতিরা * বসবাস করিয়া থাকে। পরিমল নামা পরীরাজ, তথাকার অধিরাজ। যিনি, স্বীয় ভুজবলে প্রভূত প্রতাপশালি ভূপতিগণকে আপন অধীনে আনিয়া ভূমণ্ডলস্থ ভূরি সম্পত্তি উৎপত্তি করতঃ রাজকোষ সংগ্রহ করিয়াছেন যে, ভীম পরাক্রম সম্পন্ন প্রজানাথের দোর্দ্দণ্ড কোদণ্ড প্রভায় ভগবান বাসুদেবের সুদর্শন সন্ত্রাশিত দনুজ মণ্ডলীর ন্যায় অরাতি মণ্ডল, শিরশ্চালন করিতে সমর্থবান্ না হইয়া বরঞ্চ ভৃত্যবৎ সদা সমীপস্থ থাকিয়া যথেষ্টাজ্ঞা সম্পাদনে যত্নের ত্রুটি করে না। যে স্থানে বেদবাদী বিপ্রগণ, অহরহঃ বেদাধ্যয়ন করতঃ নরনাথের রাজধানীকে মঙ্গলময়ী করিয়া রাখিয়াছেন। এবং সর্ব্বদা রাজনীতি বিষয়ক প্রণালী জ্ঞাপন করিয়া রাজ্যকে সুশাসনে রাখিয়াছেন। আর সেই দুর্লঙ্ঘ্য পুররার

* অর্থাৎ দেবযোনি বিশেষ।

স্থানে স্থানে সকল কৃতান্তের দ্বারপাল সম অগণন সৈন্যগণ, শাণিত শস্ত্রহস্তে ভীষণ বেশ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। অন্যে পরে কা কথা, যে, পুরীতে ভগবান্ মঘবানও প্রবেশ করিতে সহসা সাহস করিতে পারেন না,আহা ! সেই অবর্ণিতব্য রাজসভা সন্দর্শন করিলে, সুরগণ শোভিত সুরসভা বোধ হয়। অতএব নিয়মিত স্তুতিবাদকগণ যথার্থই গুণানুবাদ করিয়া থকেন। যেমন মহারাজ সুধার্ম্মিক,সত্যবাদী ও সাত্ত্বিকাচার পরায়ণ, তদুপযুক্ত তাঁহার সভাসদগণও এবং লীলাবতী নাম্নী তাঁহার এক যে ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণী আছেন, তিনিও সর্ব্বগুণবতী। কিন্তু প্রথমতঃ অপত্যধন বিহীন হইয়া বৃথা জীবন ধারণ বিবেচনায় উভয় দম্পতীই সর্ব্বদা অতি ক্ষুণ্নমনে কাল যাপন করিতেন। অনন্তর রাজ্যেশ্বর, স্বীয় সচিব হস্তে দুর্ব্বাহ্য রাজ্যভার সন্নিবেশিত করিয়া অনন্যমনাঃ হইয়া নিরন্তর পরমেশ্বর চিন্তায় মনসংযোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিনিয়ত বিরল স্থানে একাকী কালহরণ পূর্ব্বক সেই বাঞ্ছাকল্পদ্রুমের নিকট এইরূপ ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেন, হে জগদীশ্বর ! নাথ ! এই জগন্মণ্ডলে, কেবল আপনার ইচ্ছাতেই সকল কার্য্য সমাধান হইতেছে, এই জন্য কোবিদগণ, আপনাকে ইচ্ছাময় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। যেহেতু এই সৃষ্টির সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আপনার ভ্রূভঙ্গে নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্-গণেরও আপনি অতত্ত্ববেদ্য। কারণ জগৎ চৈতন্যরূপ

হইলেও যথার্থরূপে তোমার স্বরূপ কেহই জানেনা। ভুত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান কালত্রয় ও জীবাজীবের ক্রিয়া শক্তি, সকলই তোমার মায়া শক্তির অধীন, দয়াময়! অঘটন ঘটন পটুতরা অনির্ব্বাচ্যা, যে তোমার অনন্ত শক্তি, তাহাতে সম্ভবাসম্ভব সকলই সম্ভব হইতে পারে। অতএব হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! যদি প্রপন্নের প্রতি কৃপা বিতরণে কৃপণতা না করিয়া প্রার্থনা বিষয়ে প্রসন্ন হওত একটি অশেষ গুণধর বংশধর প্রদান করেন, তাহা হইলেই এ দীন আপনার প্রসাদে কৃতার্থম্মন্য হইতে পারে নচেৎ আমি এ অসার রাজ্য ঐশ্বর্য্যে পাংশনাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক বিজন বিজনে প্রবেশ করত উগ্রতপা হইয়া এ অনিত্য দেহকে পতন করিব। কারণ অপত্যধন ব্যতীত এই অসংখ্য ধনের অধিপতি হইয়া জীবীত থাকা সে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ভুপাল, স্বীয়াভীষ্ট সাধনার্থ সর্ব্বেশ্বর সন্নিধানে এবম্বিধ প্রার্থনা করিলে পর, এক দিবস, এইমত দৈববাণী হইল, হে রাজন্! পরিমল তুমি অচিরে সন্ততি রত্নলাভ করিবে আর আক্ষেপ করিওনা। পরীগণ প্রধান, এবমুক্তি আকাশোদ্ভবা সরস্বতী শ্রুতিগোচর করিয়া প্রভূত আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন; এবং ধনদানে সুদীনগণকে একবারে অদৈন্য করিয়া দিলেন। তদনন্তর, অচিরকাল মধ্যেই মহিষীর গর্ত্ত সঞ্চার হইল। এবং বিধিকৃত বিধি অনুযায়িকালে, মহারাণী এক কালীন দুই পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিলেন। ভূপতি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আনন্দার্ণব উত্থিত

কল্পতরু মনে যাচকগণের অভীপ্সিত ধন দান করিয়া স্বরাজ্যের শতক্রোশ সীমাপর্য্যন্ত সকলের দরিদ্রতাশূন্য করিয়া দিলেন। এমন কি, বোধ হয়, ভূপালের বদান্যতা গুণে, তৎকালে ধনকোষ প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এই রূপে নিত্য মহা মহোৎসবে এক বৎসর কাল রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজাগণই আমোদিত ছিল। অনন্তর, আমাদিগের যথাযোগ্য কালে নামকরণার্থ পিতা জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিত আনয়ন পুরঃসর গণনামতে জ্যেষ্ঠের নাম সমিতিঞ্জয়, মধ্যমের নাম জ্ঞানানন্দ আর এ হতভাগিনার নাম ক্ষণপ্রভা রাখিলেন, এবং পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় নিরূপণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ এক জন শিক্ষক আনয়ন পূর্ব্বক আমাদিগের সকলকেই বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এমতে সপ্তবর্ষ পাঠাবস্থায় অতীত হইলে, পিতা, আমাকে বিদ্যালয় হইতে আনয়ন পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে মাতৃ সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন; আর ভ্রাতৃদ্বয়কে অধিকতর বিদ্যোপার্জ্জনার্থ সেই বিদ্যালয়েই অবস্থান করিতে হইল। আমি দৈবানুগ্রহে শিক্ষকের নিকট গোপনভাবে এমন এক মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলাম, যে, মন্ত্র প্রভাবে সমস্ত ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিলেও কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রান্তিযুক্তা হইতে হয় না। বিশেষতঃ পরীজাতিদিগের পক্ষদ্বয় গোপন হইতে পারে; সুতরাং তদ্দ্বারা মানবী ভিন্ন অন্য জাতি অনুমান হয় না।

সে যাহা হউক আমি, কামিনী প্রপূরিত অন্তঃপুর

মধ্যে থাকিয়া জগদীশ্বরের মহিমা প্রভায়, সুশীলতা ব্যবহারে প্রায় সকলকেই বশীভূত করিলাম। এবং জননীও আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা কৃপা করিতেন, কারণ প্রসূতীদিগের কনিষ্ঠ সন্ততির প্রতিই স্বতসিদ্ধ স্নেহের আধিক্য ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ সন্তানগণ, পিতা মাতার নিকট স্বীয় ভক্তি দ্বারা আরও স্নেহ ভাজন হইতে পারে। অতএব আমি প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়া মাতার ঈদৃশী প্রিয়তমা হইলাম, যে, তিনি আমা ভিন্ন ক্ষণ কালও কাল হরণ করিতে পারিতেন না। অনন্তর, এক দিবস নিদাঘ কালীয় রজনী সময়ে, ভ্রমণেচ্ছু হইয়া আমি, জননীর সহিত পরীবাহ সিংহাসনারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক-চিত্ত প্রফুল্লদ উদ্যান দর্শনে, সেই স্থানে বিরাম করণার্থ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলাম। এবং সেই মনোরম আরাম মধ্যে, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাসন্তী-কুসুম-বিকসিত সৌরভাকুল মধুপকুল, মধুলোভে মত্ততা প্রযুক্ত প্রফুল্লিত প্রসূনচয় পরিত্যাগ করিয়া সুকুমার কুট্মল মধ্যে প্রবেশ মানসে সাতিশয় বল প্রকাশ করিতেছে। আহা! সিতপক্ষ শর্ব্বরী সময়ে শীতরশ্মির শীতরশ্মিতে ভূধরের শিখর দেশের ন্যায় মনোহরণীয় অট্টালিকার প্রপূরিত সেই প্রাসাদের কিবা অবর্ণিতব্য শোভা হইয়া থাকে, বোধ হয় কুসুমধন্বা, বিরহিজনগণকে অলক্ষ্য সন্ধান মানসে সেই বিজন বিপিন মধ্যে, ধনুষ্পাণি হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। যদিচ আমি তৎকালে পুরুষ প্রণয়

রসে অনভিজ্ঞা ছিলাম, কিন্তু সেই দুরন্ত রতিকান্ত আমাকে একান্তে পাইয়া প্রথমতঃ আমারই হৃদয়দেশে অমোঘ শরের সন্ধান করিল। হে মহাভাগ! লোকাজেয় কুসুম বাণাসনের কুসুমশরে সংবিদ্ধ হইয়া, দাবদগ্ধা ব্যাকুল মৃগীকুলের ন্যায় সেই উদ্যানস্থ প্রফুল্লিত প্রসূন নিচয়ের পরিমল আঘ্রাণে, মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয়ে অধীরা হইয়া উদ্যান মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলাম। এবং ক্রমে অন্তঃকরণে যেন উন্মত্তের সকল লক্ষণ উদয় হইয়া সহসা আমাকে বিহ্বলা করিয়া ফেলিল। তাহার কারণ, জন্মাবধি কখন আর তদ্রূপ বিপৎ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হই নাই; সুতরাং সেরূপ ঘটনার কোন কারণ অনুসন্ধানে অশক্ত হইয়া ক্রমশ উৎকলিকাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলাম। তদনন্তর, ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবীলতা মণ্ডপে, উপনীত হইয়া দেখিলাম, তবাকৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ভুবনমোহন, অনঙ্গাঙ্গ তিরস্কৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক যুবা, কুসুম শয়নে শয়ান হইয়া আছেন। তাহা দর্শন করতঃ প্রথমতঃ বোধ হইল, যেন রতিপতি স্বকার্য্যে অবকাশ হইয়া কিয়ৎকাল বিরাম মানসে এই বিবিক্ত বিপিন মধ্যে আসিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। কিন্তু তাহার অনতিচির মধ্যেই, যখন সমালোচিত চিত্তে পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিলাম তখন, স্পষ্টই কোন সম্ভ্রান্ত কুলজাত দেবাবতীর্ণ পুমান্ বলিয়া জানিতে পারিলাম। কিন্তু তাঁহার সেই অলৌকিক রূপাতিশয্য সন্দর্শনে, পরিণাম ভাবনা না ভাবি-

য়াই একবারে, আমি আত্ম বিস্মরণ প্রযুক্ত মনঃপ্রাণ সমর্পণ মানসে তৎ পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া গাত্রে হস্তা-র্পণ পূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া গন্ধর্ব্ব বিধানে হারাঙ্গুরী বিনিময় পূর্ব্বক পরিণয় সমাপন করিলাম। তদনন্তর তাঁহার প্রার্থনা নিবন্ধন আত্ম পরিচয় প্রদানে উদ্যত হইয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, এমত কালীন, মদীয় জননী, অনেক অন্বেষণ করণান্তর কোথাও আমার অনু সন্ধান না পাইয়া অতীব উৎকলিকাকুল চিত্তে, ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবীলতা মণ্ডপে আসিয়া সেই নিভৃত নিশিথ সময়ে, আমায় মানব সঙ্গে একাসনে দেখিয়', আরক্ত নয়নে ভূয়ো ভূয়ো ভৎ'সন করতঃ আমার কেশা-কর্ষণ পূর্ব্বক শূন্যমার্গে লইয়া সিংহাসনে বন্ধন করিলেন মহাশয়! আমি প্রিয়তম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তৎকালে সেই নবজাত প্রণয় প্রতিবন্ধকতা হেতু, যে, কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে বর্ণনাসাধ্য যে হেতু দৈত ও দয়িতার পরস্পর, কোন দুর্দ্দৈব বশতঃ বিপ্রকার ঘটনা হইলে, তখন, সেই বিধিকৃত বিচ্ছেদ ভাব যে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা-ভুমি হইয়া উঠে, তাহা কেবল প্রণয় জ্ঞাতা ভাবকবর্গের হৃদয়েই সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে। কিন্তু সকলেই অবিকল বাহ্য প্রকাশে অশক্ত এমন কি, সেই পাপিনী যামিনীতে আমার এমনি বোধ হইয়াছিল, যেন, সহসা, কোন বদন ব্যাদান বিশিষ্ট ক্ষুধিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় আসিয়া জননী আমাকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু, কি করি

কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা জননীর অভিমুখে অর্দ্ধ কবলিত মণ্ডুকের ন্যায় দিব্যযানে আবদ্ধা রহিলাম হে নৃপকুলতিলক! সে সময়, যে পশু-বন্ধের ন্যায়, নিগূঢ় পাশনিবদ্ধা ছিলাম, কেবল এই মাত্র স্মরণ হয়, কারণ তাহার কিঞ্চিৎ পরেই মূর্চ্ছা অজ্ঞাত সারে আসিয়া আমার চেতনা হরণ করিয়াছিল।

রাজনন্দন গুণার্ণব, কর প্রসারণ করত ক্ষণপ্রভা অঙ্গদ্যুতি ক্ষণপ্রভাকে গাঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, অয়ি সহনে! অধীনের নিমিত্ত কি তোমাকে এতাদৃশ দুঃসহ ক্লেশে পরিক্লিষ্টা হইতে হইয়াছিল? আহা! শ্রবণে, মদীয় প্রাণে যে কি পর্য্যন্ত বেদনা সমুদ্ভূত হইল, তাহা অবক্তব্য। অনুমান করি, হৃদয় অতিশয় কঠোর পাষাণ নির্ম্মিত। বিশেষতঃ অপরিমিত যাতনা সহ্য শ্লাঘায় এ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয় নাই; নতুবা, তাদৃশ সুখে পরাঙ্মুখ হইয়া সেই প্রিয়া বিরহ কারিণী রজনীতেই হৃদয়কে বিদারণ করিয়া, প্রাণ এই অশেষ ক্লেশাকর দেহকে পরিত্যাগানন্তর তৎ সমভিব্যাহারে গমন করিত সংশয় নাই। যাহা হউক একক্ষণে, অবশিষ্ট ভাগ বর্ণন করিয়া শ্রবণোৎসাকুলচিত্তের ক্ষোভভাব দূরীকরণ কর। তখন, মধুরভাষিণী, পরিরাজ নন্দিনী, নৃপতনয়ে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তব প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী এ অধীনীর অবশিষ্ট ভাগ শ্রবণ করিলে বোধ হয়, অচেতন পদার্থ পাষাণাদিও বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহা হউক, এক্ষণে নিবেদন করিতেছি

শ্রবণ করুন। চৈতন্যপ্রাপ্তে দেখিলাম। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদৃশ জ্ঞানদক্ষ পিতাও ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে দণ্ডবিধান মানসে, ঘূর্ণয়মান তরুণ অরুণ নয়নে দূতের প্রতি এইরূপ নির্ষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন, যে, এই মনুষ্য সঙ্গাভিলাষিণী পাপচারিণীকে সমুদ্রে প্রক্ষেপ কর। এইরূপ নৃশংস দণ্ডাজ্ঞা সমাপ্ত হইবা মাত্রে, তৎক্ষণাৎ চারিজন পরীসৈন্য আসিয়া আমার হস্তপদে সুদৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক শূন্য হইতে গভীর জলনিধিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই গভীর সাগরনীর তরঙ্গ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া তব প্রেমাশায় একবারে হতাশ হইতলাম বিবেচনায়; প্রাণ পরিত্যাগাপেক্ষা অধিকতর দুঃখানুভুত হইতে লাগিল! কিন্তু কোন উপায় নাই ভাবিয়া জন্মের মত প্রেমাশ্রমে বাস করিবার আশা পরিত্যাগ করিলাম। এবং অন্তিমকাল উপস্থিত বিবেচনায় তখন মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর, জলমগ্না থাকিয়াই কিঞ্চিৎ কালাবসরে বোধ হইল, যেন পুনরায়, কে, সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। কিয়ৎকাল পরে দেখি একজন জালজীবী, জালদ্বারা বৃহৎ মৎস্য বিবেচনায় আমাকে তীরে উত্তোলন করিল। তুলিয়া যখন দেখিল যে, আমি মৎস্য নহি। তখন আমার পক্ষপুট গোপন ভাব থাকায়, স্পষ্টই মানবী বোধে, অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সমুদ্রে পতন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। আমি দস্যুকর্ত্তৃক অবস্থা সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া পিতার

নির্দ্দয়াচরণ গোপন করিলাম। ধনাভিলাষী ধীবর, আমার তাদৃশী অবস্থা বিদিত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র দয়া প্রকাশ করিল না; বরং নিজালয়ে লওনানন্তর একজন দাসী বিক্রেতা বণিকের নিকট সহস্র মুদ্রা পণ নিরূপণে আমাকে বিক্রয় করিল। হে মহারাজ! কখনত কোন ক্লেশ সহ্য করি নাই, রাজকন্যা, সর্ব্বক্ষণ আপনার স্বাধীনতা মদ গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়াই সময়পেক্ষণ করিতাম; তাহাতে একবারে সামান্য জড় দ্রব্যাদির ন্যায় বিক্রীত হইতে হইল দেখিয়া, প্রথমতঃ অভিমানসাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। পরে আপনার ভাগ্যে ভূরি ভূরি ধিক্কার দিয়া মরণকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। কিন্তু প্রণয় এমনি বস্তু যে, সেই অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় মিলনাশায় দেহ হইতে এ জীবন কোন ক্রমেই নির্গত হইতে পারিল না। সুতরাং প্রতিকূল-বিধির বিধি অনুসারে পরাধীনী হইয়া, তদবধি জীবন্মৃতবৎ হায়নার্দ্ধকাল সেই দাসী বিক্রেতার আলয়ে, ক্রীত দাসীর ব্যবহারানুযায়ি কার্য্যাদি করতঃ সদা সঙ্গোপন ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। একদা অতি প্রত্যুষে আপন অবস্থা সকল স্মরণপথে উদিত হওয়া নয়নাশ্রু সকল সাতিশয় দুঃখে যেন মৌক্তিককণার ন্যায় হৃদয়ে পতিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বিরহ সন্তাপও তৎসহযোগী হইয়া তৎকালে অধিকতর যন্ত্রণার বৃদ্ধি সম্পাদন করিতে লাগিল। উহাদের ক্রমে প্রবল হইবার বিশেষ কারণ এই যে, সে স্থানে আমার এমন

কেহ সুহৃৎ ছিল না যে, প্রিয় সম্ভাষণে, কিম্বা প্রবোধ বচনে, আমাকে সান্ত্বনা করে। অতএব বহুক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিয়া, শেষ স্বকীয় পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম ভোগ হইতেছে বিবেচনায়, পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা বাষ্প-বারি মোচন করিতেছি; ঈদৃশ সময়ে বণিক, নানা অস্ত্রধারি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম বিকটাকার এক পুরুষের সহিত বিকসিতবদনে বাটীতে প্রবেশ করিল। এবং আনীত ব্যক্তিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ আমার প্রতি লক্ষ করিলেক। আমি যদিচ তখন তাহার কোন ভাব বুঝিতে পারিলাম না বটে; কিন্তু পরক্ষণে আর গোপন রহিল না। অর্থাৎ বণিক তাহার নিকট হইতে নিরূপিত মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক মম সন্নিধানে আগত হইয়া কহিলেক, বালে! ইনি এই রাজ্যের প্রহরী প্রধান, তুমি আপন সৌভাগ্য বলে অদ্যাবধি ইহাঁর অনুগ্রহভাজা হইলে। এবং এই উদার স্বভাব মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমায় প্রধান গৃহিণীপদে নিযুক্ত করিবেন; অতএব যাও উহাঁর সমভিব্যাহারিণী হও। এই বলিয়া হস্ত ধারণ করতঃ অগ্রগামী প্রহরীর সহিত বাটী হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

তখন, সেই বিকটাকার পুরুষের আবাসে অগত্যা তদাজ্ঞানুসারে যাইতে হইল বটে, কিন্তু তাহার সেই শ্মশান তুল্য বাসস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম কোন স্থানে শত শত ছিন্ন নরমুণ্ড, কোন স্থানে অস্থিরাশি, এবং কোন স্থানে শোণিত কর্দ্দমে পরিপূরিত করিয়াছে।

অপিচ নিষাদ জাতিদিগের ন্যায়, রঙ্গধূল্যাক্ত কলেবর ও ধনুঃ খড়্গধারী তাহার অধীনস্থ ভীষণাকার পুরুষগণকে অবলোকন করিয়া সহসা আমার তালুদেশ শুষ্ক হইয়া গেল। ত্রাসে মুহুর্মুহুঃ হৃৎকম্প হইতে লাগিল। এমনি মনে এক প্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল, যে, তাহা অবর্ণিতব্য। তবে অনুভাবদ্বারা এই মাত্র বিবেচনা হয়, পশুঘাতক ক্রূরকর্ম্মা পুরুষকর্ত্তৃক পাদবন্ধন কার্ষ্ঠে নিয়োজিত অচিরকাল মধ্যে নিহন্যমান পশুকে দৃষ্ট করিয়া স্তম্ভান্তর আবদ্ধ ছেদ্য পশুগণের মনে, তত্তৎ কালে যে রূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে, সে সময় আমার মনেও সেই রূপ ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব হইতে পারে। কি আশ্চর্য্য! ক্রমে চিত্ত, এতাদৃক্ সন্ত্রাসিত হইল যে, আর বাক্য প্রয়োগ করি, এমন সাধ্য রহিল না। সতত বিগলিত অস্তর্বাষ্পেতে কণ্ঠাবরোধ করিয়া ফেলিল, আহা! আমার সেই দুরবস্থা, তৎকালে, হিতেচ্ছু অথবা আত্মীয়বর্গেরা দর্শন করিলে, অবশ্য মম দুঃখে দুঃখিত হইয়া কিয়দংশ করিয়া দুঃখের অংশ গ্রহণ করিত সন্দেহ কি? এই প্রকার ক্ষুণ্নমনে, তাহার আলয়ে উপস্থিত হইলে, উপবেশনার্থ আসন প্রদান করতঃ প্রভু সমীপস্থ আজ্ঞানুবর্ত্তি কিঙ্করের ন্যায়, রাজপুরপাল প্রধান, সেই দিবস প্রতীক্ষণ আমার সম্মুখে করপুটে অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিল, এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির নয়নে আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অতএব হাবভাব কটাক্ষাদি দ্বারা, যখন তাহার সেই দুরা-

ভিসন্ধি আমার অনুমান সিদ্ধ হইল, তখন একবারে বি-ষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। কিন্তু কি করি, উপায় বিহীন বিবেচনায়, মৌনাবলম্বনে মনে মনে প্রথমতঃ কেবল নিদারুণ বিধাতার নিষ্ঠুরতাচরণ অনুভব করিয়া ভূরি ভূরি আক্ষেপ করিতে লাগিলাম। পরিশেষে অবহিত চিত্তে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক গুণগণের গান করিতে লাগিলাম। অনন্তর দিবাবসানে সন্ধ্যা সমা-গতের প্রারম্ভে পদ্মিনীনাথ, মদীয় হৃদয়ের ন্যায় বিরহ বেদনায় হীনরশ্মি হইয়া, পশ্চিম পর্ব্বত মধ্যে গমন পুর্ব্বক সঙ্গোপন ভাবে, নির্জ্জনে শয়নে রহিলেন। রজনী দেবী অমনি অভিসার পথবর্ত্তিনী হইয়া স্বভাবতঃ তিমিরাম্বর কৃতপরিধানা হওত অম্বর দেশাচ্ছন্ন করিয়া আগম্যমান পতি শশধর সন্দর্শন লালসায় জ্যোৎস্না বদনে হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রৌঢ়াবধূগণ, সুবেশা হইয়া শয্যা সজ্জা করিয়া স্বীয় হৃদয়বল্লভের আগমন প্রতীক্ষায়, চঞ্চলচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিল। আর নবোঢ়া বালা বধূগণ, কাল স্বরূপিনী, পতি সহযোগ কারিণী রজনী সময় সন্দর্শনে, অপ্রবোধমনাঃ প্রেমসুধা ক্ষুধাকুল পতি অশান্ততা ও নির্দ্দয়াচরণ স্মরণ করিয়া বিলাসাগার পরাঙ্মুখী হইয়া, শারীরিক পীড়াচ্ছলে রোদনে নিযুক্তা হইল। এবং কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত মনুষ্যগণ, স্ব স্ব কার্য্যে অবসর পাইয়া পৌর পরিজন ও আত্মীয়বর্গের আমোদ প্রমোদার্ণবে নিমগ্ন হইল, এবং মাদৃশ বিরহী সমূহ, অন্তর্বেদনায় প্রপীড়িত হওত

বনদগ্ধ পশুসদৃশ, ব্যাকুলান্তঃকরণে ইতস্তত বিচরণ পূর্ব্বক বারম্বার কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এদিকে প্রহরী প্রধান, হর্ষযুক্ত বিকটাকার বদনে উচ্চৈধ্বনিতে হাস্য করতঃ আমার সহিত প্রণয় লালসায় সমুপাগত হইয়া, সম্মতিরূপ প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দুর্ম্মদের সেই দুরাকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট করিয়া তৎকালে, সমুদ্র পতনে জীবন বিসর্জ্জন করাও আমার পক্ষে শ্রেয়জ্ঞান হইয়াছিল। অতএব সেই বিষয়ের চিন্তা হেতু তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে নিরুত্তরা থাকিলাম। সে দুরাত্মাও, সে দিবস মনে কি ভাবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু পর দিন প্রত্যুষে, সেই ভীষণাকার কৃতান্ত কিঙ্কর সম দুরন্ত রাজপুররক্ষক, করে তীক্ষ্ণ করবাল ধারণ করতঃ হাস্য-বদনে মম সদনে পুনরায় সমাগত হইয়া কহিতে লাগিল; প্রিয়ে! এ আশ্রিত জনের প্রতি সদয় হইয়া বারেক আলিঙ্গন প্রদানে পরিতৃপ্ত কর। তাহার অকস্মাৎ এই অশ্রোতব্য ভাষা শ্রবণ করিয়া, মণিহারা ফণির ন্যায় হৃদয়বল্লভের শোকে, এককালে অধীরা হইয়া উঠিলাম। সে যাহা হউক, মদীয় মৌনাবলম্বন ভাব অবলোকন করিয়া তৎকালে, সে দুষ্ট তথা হইতে গমন করিল বটে, কিন্তু দুরাচারের সেই দুরাভিসন্ধি হৃদয়াধার হইতে অপহৃত হইল না। পরদিন রজনীতে, আমার বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বাভিমত সাধনার্থ প্রথমতঃ নানামত বিনয়ান্বিত বাক্য ও রসিকতা ভাব প্রকাশ করিল। পরে

ঘূর্ণিত আরক্ত নেত্রে গভীর শব্দে কহিতে লাগিল; যদিস্যাৎ কল্য তোমার এরূপ ভাব দর্শন করি, তবে এই শাণিত শস্ত্র দ্বারা শিরচ্ছেদন করিব, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না। আমি তাহার এতাদৃশ পরুষোক্তি শ্রবণ করিয়া, মরণ শ্রেয়ঃ অভিপ্রায়ে যখন কোন উত্তর প্রদান করিলাম না, তখন সে কিয়ৎকাল স্থির ভাবে আমার অভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল। দুর্লভ ফলাকাঙ্ক্ষী উর্দ্ধগতবাহু বামনের ন্যায়, আমার 'বিবাহরূপ ফল লোলুপ সেই দুরাকাঙ্ক্ষী, হতাশ হইয়া অন্যত্রাভিগমন করিলে, পিঞ্জরাবদ্ধ তির্য্যক জাতির ন্যায় আবদ্ধ থাকায়, ভবিষ্যতে বহুমত অনিষ্ট সংঘটনা হইতে পারিবে এবং স্বীয় পরিত্রাণ বিষয়েও নিরূপায়, এই উভয় চিন্তায় আমাকে এমত চিন্তার্ণবে পাতিত করিল যে, যামিনী প্রায় প্রভাতা হইল, তখন পর্য্যন্তও আমার চিন্তাপারাবারের কূল লব্ধ হইল না। পরিশেষে স্বতঃ সহজাতঃ স্বজাতীয় অঙ্গ স্বরূপ পক্ষদ্বয়ের সাপক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান বিষয়ে, কৃত সঙ্কল্প হইয়া অট্টালিকার শিরোদেশে অধ্যারোহণ করতঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইলাম। পরে বহু দেশ অতিক্রমণ করিয়া গমন করিতেছি, ইতোমধ্যে, আমার প্রাণসমা প্রিয়তমা সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত সহসা সাক্ষাৎ হওয়ায়, অনুপম সুখোদয়ে প্রথমে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন ও নানাপ্রকার প্রিয়ালাপন এবং সমুদ্রে পতনাবধি সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনানন্তর পিতা

মাতা ভ্রাতা ও অপরাপর পরিজনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। সখি! মাতা কি এ হতভাগিনীর নিমিত্তে কখন শোকজনক কোন কথার উত্থাপন অথবা আক্ষেপ করিয়া থাকেন? না বিস্মৃতা হইয়াছেন? তাহারা কহিল সখি! তোমার গর্ব্ভধারিণী স্বয়ং আপনাকে অপত্য হত্যাকারিণী বিবেচনা করিয়া, দারুণ শোকে অভিভুত ও অহোরাত্র রোদনপরায়ণা বিধায় নয়নহীনা হই-য়াছেন, এবং প্রায় সর্ব্বক্ষণ হাঃ ক্ষণ প্রভে! ইত্যাকার নামোচ্চারণ পুর্ব্বক সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কোন কোন সময়ে রোদন করিতে করিতে মুর্চ্ছা প্রাপ্তও হইয়া থাকেন। তাঁহার এই মহারোগ মোচনার্থ মহারাজ, অনেক বৈদ্যাদি নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন উপকার দর্শিতেছে না। জননী এতাদৃশ প্রবল পীড়াক্রান্তা হইয়া কালাতিবাহিত করিতেছেন শ্রবণ করিয়া মাতৃ স্নেহ স্মরণ পুর্ব্বক বহুবিধ বিলাপ করিলাম ও পরে জিজ্ঞাসা করিলাম। সখি! এক্ষণে তোমরা উভয়ে কোথায় গমন করিয়াছিলে বল? আমার এই বাক্য শ্রবণে, সখিদ্বয়, লজ্জা নম্রমুখী হইয়া কহিলেক, প্রিয়তমে! তোমার মানবে স্বামীত্ববরণ শ্রবণ করিয়া সেই মহাত্মাকে দর্শনার্থে এবং বিধি প্রতিকুলে তোমার জীবনে জীবন বিস্মষ্ট হইয়াছে এই অশিব সমাচার শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয় নিশ্চয় করণার্থ উভয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া অনেকানেক মর্ত্ত্য রাজ্য

ভ্রমণ করিলাম। কিন্তু অজ্ঞাত বিধায় কোন স্থানেই কোন লক্ষণা দ্বারা সেই মহানুভব পুরুষরত্নকে লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। এবং তোমার অকুশল সংবাদের কোন নির্ণয় করিতে না পারিয়া, শেষে স্বরাজ্যে, প্রতিগমন করিতে ছিলাম। ইতোমধ্যে আমাদিগের বহু সৌভাগ্য হেতু হারানিধি ও অমূল্যরত্ন স্বরূপ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বোধ হয়, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াই বিধাতা তৎকালীন, আমাদিগের তাদৃ-শীমতি প্রদান করিয়াছিলেন। নচেৎ অবিদিত প্রদেশ গমনে এবং অপরিচিত ও অলক্ষিত জনদর্শনে সহসা মনের এমন ইচ্ছা হইবে কেন? যাহা হউক, অদ্য আ-মাদিগের পরিশ্রমের সার্থকতা লাভ হইল, এবং দুরাশাও পূর্ণ হইল। ভাল প্রিয়সখি! জিজ্ঞাসা করি, সেই সম্ভ্রান্ত পদারূঢ় মহিমাকর কোন ভাগ্যবতী রাজধানীকে স্বীয় রূপাতিশয্যে ও প্রভূত গুণ গৌরবে সমুজ্জ্বলিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন? এবং কি নাম ধারণ করেন? অগ্রে সেই বিষয়ের পরিচয় প্রদান কর। আর তিনি যে যে কি প্রকার রূপবান, সে বিষয়ে কোন জিজ্ঞাস্য নাই। যেহেতু তুমি যখন, দেখিবামাত্র তাঁহাকে বরণ করিয়াছ, তখন তিনি, অসামান্য রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট বটেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার নাম ও ধামের পরিচয় প্রদান কর। শ্রবণার্থ নিতান্ত ব্যাকু-লিত হইয়াছি। এবং ভ্রমবশতঃ যদর্থে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। বিশেষতঃ সখি! অদ্য সেই সর্ব্ব-

লোকপাল জগদীশ্বরের অপার করুণা বলে, তোমার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত রূপ শিবকর সংবাদ, অস্মদাদির প্রমুখাৎ প্রাপ্ত হইয়া ভবদীয় মরণ কৃতনিশ্চয়া পরীনগরী বর্ষ-দ্বারিদ সমাগমে তৃষিত নিদাঘচাতকী সদৃশী আনন্দ স্নিগ্ধনীরে ভাসমান হইবে সংশয় নাই। অতএব আর বিলম্ব করিওনা ত্বরায় আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন কর, শ্রুত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করি। প্রাণেশ! যদিচ তাহাদিগের দর্শনে এবং নানাবিধ কথোপকথনে, অন্যমনস্কতা হেতু কথঞ্চিৎ হৃদয়স্থ বিরহানল শান্তভাবাবলম্বন করিয়াছিল বটে; কিন্তু পুনর্ব্বার দয়িতের পরিচয় প্রার্থনায়, স্মরণ, যেন নির্ব্বাপিতাগ্নিকে পুনশ্চ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া দ্বিগুণতর উদ্দীপন করিয়া দিল, কিন্তু কি করি, কেবল মূকের স্বপ্নদর্শন ও তস্করবনিতার মানসিক রোদনবৎ কিঞ্চিৎকাল অন্তর্দ্দাহে দহ্যমান হইয়া কহিলাম। সখি! আমি তাঁহার হৃদয় লাবণ্যাতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ের পরিচয় অবগত নহি। কারণ নিশিথ সময়ে, মাতার সহিত পরীবাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্তাপহারক উদ্যান দর্শনে, তথায় বিহার জন্য অবরূঢ় হইয়াছিলাম; তজ্জন্যই দেশের বিষয় কোন বিশেষ নির্ণয় করিতে পারি নাই। অন্য কথা কি, তৎকালে দিকেরও নির্ণয় হয় নাই। বিশেষতঃ নিদ্রিত ব্যক্তিকে প্রবোধ করিয়া পরিণয় করিয়াছিলাম। এই হেতু তিনি কে, মানব কি গর্ব্বন্ধ, কি পরীজাতি, কিম্বা কোন মায়াবী, এবং কি নাম, কোথায় ধাম,

সে বিষয়ের সবিশেষ কিছুই পরিচয় গ্রহণ করি নাই। কেবল দর্শনমাত্রেই এপাপ জীবনকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। তিনিও বিবাহের অগ্রে, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। এক মাত্র স্ব স্ব অঙ্গুরী বিনিময় করতঃ গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহাদি সমাধান হইয়াছিল। তদনন্তর, তিনি, আমার পরিচয় গ্রহণে সমুৎসুক হইবায়, আপন জাতি, বসতি, সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করণোদ্যত হওত বাক্য ওষ্ঠাধরে অর্দ্ধস্ফুরিত হইতেছে, এমত কালীন অন্বেষণ পরায়ণা জননী, আমায় সেই নিবিড় তমস্বিনীতে পুমান্‌জাতির সহিত একাসনে সমাসীনা দেখিয়া, কোপেতে স্ফুরিতাধর হইয়া, বদ্ধ কবরীর বেণীনিকর আকর্ষণ করিয়া আমাকে শূন্যমার্গে লইয়া গেলেন; এই মাত্র অবগত আছি অন্য কোন সমাচার জ্ঞাত নহি। ইদানীং সেই পুরুষসত্তম, জীবিত, কি মৃত, অর্থাৎ তাঁহার কুশলাকুশল বিষয়ে কোন সংবাদও জ্ঞাত নহি। এমতে অস্মৎ কর্ত্তৃক তাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত হইলে, প্রাগ্‌ঘটিত ক্লেশব্যূহ, যেন তৎকালে আমার স্মৃতিপথে অভিনব রূপে উদিত হইয়া প্রবল বিরহানলকে পুনরুদ্দীপন করিল। অতএব সেই বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধ হৃদয়ে আমি আর্ত্তনাদে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলাম।

চেতন প্রাপ্তে সখিদ্বয় আমায়, সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাল প্রিয়সখি! বৃথা, আত্মনাশক ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ হুতাশনে দগ্ধ হইয়া দেখ দেখি এপর্য্যন্ত

কত ক্লেশই সহ্য করিতেছ ; কিন্তু যদি পুর্ব্বে বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে এত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হইত না। কারণ, কর্ম্ম করণের প্রারম্ভে চিন্তা করিলে কোন প্রকার অপকার ঘটনা সম্ভবে না। এই কথা মহাত্মগণ কর্ত্তৃক কথিত আছে, অতএব তাহা কদাচ অন্যথা হয় না। সে যাহা হউক, তোমাদিগের অদ্ভুত পরিণয় সঙ্ঘটিত ব্যাপার শ্রবণে উভয় দম্পতীকেই সহস্র সহস্র ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কারণ একবার দর্শনমাত্রে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত যে পরস্পর পরস্পরকে জীবন সমর্পণ করা, এ অতি বিমূঢ়ের কর্ম্ম। যাহা হউক, এক্ষণেত সেই হৃত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া বহুকাল পর্য্যটন করিলেও কিছু মাত্র নির্ণয় করিতে পারিবে না। অতএব চল স্বীয় জন্মভুমি পরীরাজধানীতে প্রতিগমন করি। কারণ অবলাজাতির স্বয়ং ইচ্ছাচারিণীর ন্যায় ভ্রমণাপেক্ষা বরং তথায় যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান নিমিত্ত স্থানে স্থানে চর সকল প্রেরণ করিব। তাহাদিগের এবম্বিধ বাক্যসমুহ শ্রবণ করিয়া কহিলাম, সখি! সেই মন্মথমোহন ব্যতীত আমার আর রাজ্যসুখে প্রয়োজন কি? ও অন্যান্য বান্ধববর্গেই বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ সখি! যে নির্দ্দয় পিতা, আমায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; আমি তাঁহার নিকট এ কলঙ্কাঙ্কিত বদন আর দেখাইতে স্পৃহা করি না। এবং তিনিও পুনর্ব্বার আমার প্রতি যে কি প্রকার ব্যবহার প্রকাশ করিবেন তাহাও

বলিতে পারি না। অতএব সে সব কথায় আর প্রয়োজন নাই, তোমরা এক্ষণে স্বীয় গৃহে বা স্বীয়ানুকল্পিত স্থানে গমন কর, এ চিরদুঃখিনীর নিমিত্ত আর আক্ষেপ করিও না। আমি অভিলষিত প্রাণপতির অন্বেষণে গমন করি, যাঁহার নিমিত্ত এতাবৎকাল যন্ত্রণাভোগ ও প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। তোমারাও এক্ষণে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিদায় হও। যদি ঈশ্বরানুকম্পায় জীবিত থাকি ও সঙ্কল্প বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ এজনমের মত বিদায় হইলাম।

হে প্রিয়তম! এইপর্য্যন্ত কথোপকথনে কথিত প্রসঙ্গ সমাধান করিয়াই তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশ পথে উড্ডীন হইলাম। তাহারা আমার বিচ্ছেদে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া, সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া দীননয়নে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু আমি, মায়াবিহীনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদের প্রতি আর পুনর্দৃষ্টি না করিয়া সত্বর গমনে গমন করিতে লাগিলাম। দিবাবসানে প্রতিনিয়ত গমন শ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম জন্য বেগবতী স্রোতস্বতী জহ্নুতনয়ার তীরভূমিস্থিত এক উচ্চৈঃশাখ মহীরুহ মূলে উপবেশন করতঃ বিষণ্ণমনে ভবে চিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইলাম। অপিচ, সেই সময়ে ভয়ঙ্কর বিরহ জ্বালা ক্রমে নিতান্ত অ সহ্যহইয়া উঠিল দেখিয়া, বিবেচনা করিলাম যে, যাবজ্জীবন এইরূপ দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণধারণ করণাপেক্ষা বরং প্রাণ পরিত্যাগ শ্রেয়।

ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করতঃ জীবনে জীবন বিসর্জ্জন মানসে, সেই শোকহারিণী ত্রিতাপহরা ভাগিরথী নীরে কটিদেশ অবধি নিমজ্জন করিয়া মৃত্যু প্রতীক্ষায় তৎকালোচিত জগদীশ্বরে স্মরণ পূর্ব্বক এই প্রকার স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলাম। হে গুণনিধে! এমন্দভাগিনীর প্রতি সদয় হইয়া শ্রীচরণাম্বুজে স্থান দান কর। হে করুণাকর! করুণাকর ঠাকুর! এই অশেষ যন্ত্রণাকর শরীরকে বিনাশ করিয়া পতিবিচ্ছেদ জ্বালা দূরীকরণ কর। আর যদিস্যাৎ কর্ম্মভোগ নিমিত্ত জন্মভূমিতে পুনরায় প্রেরণ কর, তবে সেই গুণাকর পতিকে প্রদান করিও। আমি এবম্ভূত অর্থাৎ কথিত প্রকার প্রার্থনা করিতেছি ঈদৃশ সময়ে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ সদৃশ অঙ্গপ্রভ দণ্ডধারী দীর্ঘশ্মশ্রুরাজি সুশোভিত প্রসন্ন বদন এক প্রবীন যোগী আসিয়া আমার হস্তধারণ করতঃ হাঁ! হাঁ! এতাদৃশ ভীষণ কার্য্য করিও না। আহা! আত্মহত্যা পাপ, ঘোরতর নরকোৎপাদনের হেতুভূত, অতএব তুমি তাহা কদাচ করিও না অতি সত্বরে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এই পর্য্যন্ত আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া নিমেষ মধ্যে সেই তেজোময় পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। আহা! বোধ হইল, যেন দিনেশগভস্তিতে সেই জ্যোতিরাশি যোগেশ প্রলীন হইয়া গেল। আমি তাবৎকালপর্য্যন্ত প্রিয়তম প্রাণপতির প্রেমাশার্ণবোত্থিত নৈরাশতরঙ্গ হইতে আশ্বাসতীর প্রাপ্ত হইয়া প্রাণাধিকের সহিত সম্মিলন মানসে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

পরে, বৎসর দ্বয় প্রস্তাবিত প্রকার অশেষ যন্ত্রণান্বিত হৃদয়ে মৃগতৃষ্ণা দর্শনে জলপিপাসু মৃগবৎ পরিভ্রাম্যমাণা থাকিয়া গতকল্য এই রাজ্য সমুপস্থিত হওত রজনীতে রাজধানী অন্বেষণ করণাভিপ্রায়ে আকাশমার্গে উড্ডীয়-মান আছি, ঈদৃশ সময়ে কৃতান্ত সম দুর্দ্দান্ত ভীষণাকার কলেবর এক রাক্ষসাধম কর্তৃক পঞ্চবট অটবীতে বিজন বাসিনী একাকিনী দশস্কন্ধাপহৃতা জনকাত্মজার ন্যায়, আমি অপহৃতা হইয়া সেই পূর্ব্বস্থিত অরণ্যে নীত হইলাম। তদনন্তর, আমাকে সেই স্থানে আনয়ন-পূর্ব্বক উদ্বাহ করণ মানসে বহুবিধ অনুনয় করিল; কিন্তু কোনমতে আপন অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। এমন কি, বোধ হয় যেন প্রাণ বহির্গমনের উপক্রমণকরিল। তজ্জন্য বারম্বার যন্ত্রণাযুক্ত মানসে দৈবত্রাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া পরি-ত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহ এ অনা-থার প্রতি সদয় হইয়া তৎকালে প্রাণরক্ষা করিতে আগমন করিতে পারিল না। জীবন রক্ষা করিতে আসা দুরে থাকুক, কেহ অভয় দানেও কিঞ্চিৎ সুস্থির করিতে সক্ষম হইল না। কি করি দৃঢ়তর যন্ত্রণায় শেষে মৃতকল্পা শরীরে সুতরাং কিয়ৎকাল অচেতনে, ধরাশয্যাশায়িনী হইয়া থাকিলাম। বোধ হয়, সে সময় সে দুরাত্মা আমায়, মৃতানুমান করিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। মহাভাগ! যে কালে আপনি এ অনাথার প্রতি অনু-

কম্পিত হইয়া রক্ষা করণ মানসে উপারণ্য মধ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে আমি ক্ষণিক চেতনে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত, কি বিধাতার অনুকূলতা প্রযুক্ত বলিতে পারি না, অতঃপর আপনার বাচনিক বাক্যেরদ্বারা প্রতীত হইতেছে, সেই মণিমালা লইয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে, কণ্ঠহার বৃত হইল আর প্রহার করিও না ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া তব পদেই প্রক্ষেপ করিয়াছিলাম। আহা! মরি মরি! করুণাময় পরমেশ্বরের কি করুণা প্রভাব এবং কার্য্য কৌশল, দেখুন দেখি, আপনিই তৎকালে উপস্থিত ছিলেন; অনুভব হয় সেই নিমিত্তই এইরূপ বাক্য মুখহইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। এবং মালাও বৃত হইয়াছিল; নচেৎ প্রাণত্যাগভয়ে নিশাচরের প্রতি উল্লেখ করিতে সে কথা আমার বদন হইতে কখনই বিনিঃসৃত হইত না। প্রিয়বর! মরণেত কাতর নহি। প্রাণনাথ ভিন্ন প্রাণত আমার অধিক প্রিয়তম নহে। যাহা হউক, গুণধাম! এক্ষণে অবিরাম ঈশ্বরের গুণগান করুন, যাঁহার কৃপাবলে আমাদিগের পুনঃ সংযোগরূপ আশা সিদ্ধ হইয়াছে। নাথ! দেখুন দেখি, এ কাহার করাঙ্গুরীয়, এই বলিয়া ক্ষণপ্রভা, অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়কক উন্মোচন করিয়া নিদর্শনার্থে রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজ্যেশ্বর পুনর্ব্বার প্রাণাধিকা পরীকুমারীর অঙ্গুলিতে সেই অঙ্গুরী পরাইয়া সমৃণালাম্বুজ কিঞ্জল্কসদৃশ করাঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীকে ধারণ

করতঃ প্রণয়গর্ভ বচনে কহিতে লাগিলেন। রে অচেতন পদার্থ অঙ্গুরীয়! তুমি পূর্ব্ব সুকৃতি ফলে প্রিয়ার অনুপম অঙ্গুলিতে আপন বসতি যোগ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কৃতার্থতা লাভ করিয়াছ; এবং মৎ সম্বন্ধে সম্মিলন বিষয়ে স্মরণকর হইয়া পরম সুহৃজ্জনের ন্যায় মহদুপকার করিলে; অতএব কদাচ তোমায় এই সুখাকর স্থান হইতে ভ্রষ্ট করিব না; এই বলিয়া চিরবাঞ্ছিতা প্রিয়তমাকে গাঢ়ালিঙ্গনপূর্ব্বক প্রণয়রসাভিষিক্ত বচনে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। অয়ি নিথর নিতম্বিনি! এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ বিরহজ্বালা দূরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়ে! দীর্ঘকালান্তে পুনঃ সম্মিলনে চিত্তের অসীম আনন্দ লাভ হেতু ইদানীং যে, কি বক্তব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া মনের মনোমত ভাব প্রকটন করিব, তাহা অনুমিতি হইতেছে না। কারণ নিমগ্ন সুখার্ণবে আর নিশ্বাস পরিত্যাগ করণেরও সাবকাশ হইতেছে না। ঐ দেখ, হৃদয় রত্ন স্বরূপ প্রমোদা প্রাপ্তে, বিরহ দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি অবলোকন করিয়া, অনঙ্গ ঈর্ষান্বিত হইয়া মমাঙ্গে স্বীয় শ্লাঘায় সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। ওকি জানে না, যে, অদ্য প্রিয়ার যৌবনরথে আরূঢ় হইয়া হৃদয়স্থ কুচশম্ভু সহায়ে, সুরতাভিলাস শিলিমুখ পূর্ণতূণে, স্বয়ং সমরাকাঙ্ক্ষায় সমুদ্যত আছি। বিশেষতঃ প্রিয়ে! যদি তুমি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অধীনের প্রতি একবার প্রসন্না হও,

তবে আমি পঞ্চশর সংস্থানযুক্ত সেই পঞ্চশরকে কদাপি ভয় করিব না। তদনন্তর, উভয়ের বাক্যাবসানে, বহুকাল বিনোদা বিনোদের বিরহ হেতু ইদানীং সংযোগ শান্তিরস অভিসেচন পূর্ব্বক বিরহবহ্নিকে তিরোহিত করিলেন। আহা! বিরহ অবসানের পর পুনঃ সংযোগ হওয়ায় তত্তৎকালে সংযোগিদিগের মনে যে, কত প্রকার ভাবের উদ্ভব হয় তাহা সুরসিক ভাবকবর্গের মনে প্রায় সর্ব্বদাই বিরাজিত আছে। অতএব এ স্থানে আর বাগাড়ম্বর বৃথা মাত্র। এই পর্য্যন্ত প্রসঙ্গ করিয়া কৈলাশনাথ, তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলে, স্মেরাননা পার্ব্বতী করপুটে কহিলেন; ভগবন্। তদনন্তর কি হইল বিবরণ করিয়া পরিতৃপ্ত করুন্।

অভয়ার এবম্বিধ স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া রজতগিরিনিভ শিব, সহাস্যবদনে কহিলেন; প্রিয়ে! শ্রবণ কর। গুণার্ণব ও ক্ষণপ্রভার এইমত বহু প্রয়াস সাধ্যে সর্ব্বানুকুলের সানুকুলতায় পুনঃ মিলনরূপ আশা পরিপূর্ণ হওয়ায় সে সময়ে, তাহারা উভয় দম্পতী পুলকিতাঙ্গে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন দ্বারা বিরহজ্বালা নিবারণ করিতেছে, সেই সাবকাশে পূর্ব্বদৃষ্ট যুবাদ্বয় সহসা মস্তকোন্নত করতঃ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রথমতঃ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল গভীরনাদে হাস্য করিতে লাগিলে; পরে প্রকাশ পুরঃসর উভয়েই একবারেই উচ্চৈর্নাদে বলিল, ঈশ্বর প্রসাদে অদ্য আমাদিগের কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। গুণার্ণব, উন্মত্তের ন্যায় যুবাদ্বয়ের আশ্চর্য্যকর অব্যক্ত

ভাবের ভাবগ্রহ করিতে না পারিয়া তদ্বৃত্তান্ত অবগত হওন মানসে, অতীব চঞ্চল চিত্তে কহিতে লাগিলেন; হে সদয় হৃদয় মহোদয়! আপনারা আমাদিগের আগমনের পূর্ব্বে, উভয়েই কি ভাবে আক্রান্ত হইয়া এতাদৃক্ বিষণ্ণবদনে কালাতিবাহিত করিতেছিলেন, যে যদ্দ্বারা আমাদিগের অত্রস্থলে আগমন বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত হইতে পারেন নাই। অপিচ ইদানীং সহসা কি আশার আশয় প্রাপ্তেইবা হাস্য আস্যে এতাদৃক্ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন; ইহার কারণ কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না। অধিরাজের বাক্যাবসানে তন্মধ্যে একজন কহিল; মহারাজ! আপনার প্রিয়তমা প্রিয়সী প্রমুখাৎ যে, তদীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; বোধ হয় স্মরণ থাকিবে অর্থাৎ আমি সেই পরীরাজ পরিমলের জ্যেষ্ঠপুত্র সমিতিঞ্জয়, আমি বিদ্যালয় হইতে আলয়ে প্রত্যাগত হইয়া, ক্ষণপ্রভা অদর্শন জন্য মৎকর্ত্তৃক তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসিত হইলে, পৌরজনেরা কহিলেক; পিতা, ক্রোধ পরতন্ত্র হওতঃ প্রাণসমা প্রিয়তমা কনিষ্ঠা সহোদরা ক্ষণপ্রভাকে গভীর সাগরনীরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাহাতে মাতা প্রিয় সন্ততিবিচ্ছেদ-শোকে স্ত্রীস্বভাব বশতঃ রোদন বাহুল্যে নয়নহীনা হইয়াছেন। আর পিতাও ক্রোধ শান্তির পর, সর্ব্বদা বহুবিধ বিলাপ করিয়া থাকেন। এরূপ তাহাদিগের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া শেষে স্বয়ং প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে, তাহা সকলই সত্য। অপিচ

রাজ্যের সমস্ত লোকই প্রায় ক্ষণপ্রভার কলেবর নাশে কৃত নিশ্চয় হইয়া উহার রূপ লাবণ্যের ও অসীম গুণের প্রশংসা করিতে করিতে স্নেহপ্রভাবে, সর্ব্বদা দুঃখপরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। হে সদাশয়! এবম্প্রকার অমঙ্গলময়ী রাজধানী দর্শন করিয়া তৎকালে মদীয় চিত্ত যে, কিরূপ বিষাদার্ণবে পতিত হইল তাহা প্রকাশাক্ষম। এমতে বৎসরদ্বয় অতীত হইলে, এক দিন, প্রিয় ভগিনীর উপদেশিকা ও ভক্তিকা নাম্নী সখীদ্বয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে, প্রাণাধিকা সহোদরা ঈশ্বরানুকম্পায় তাদৃশ সঙ্কট হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছেন। এবং আপন পতির অন্বেষণ নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। হে ভূপালবংশজ! আমি, তাহাদের নিকট এই কুশলময়ী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, দরিদ্রের আশা পূরণে, বিরহিণী যুবতীর নিরুদ্দিষ্ট পতির দর্শন প্রাপণে, এবং নয়নহীনের নয়ন প্রাপ্ত হইলে মনের আনন্দ লাভ হওয়া যদ্রূপ সম্ভব হইতে পারে তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিলাম। অপিচ তৎক্ষণাৎ জনক জননী পরিজন সদনেও ঐ শুভসংবাদ প্রদান করিলাম। অনন্তর, স্বীয়ানুজ জ্ঞানানন্দের প্রতি পিতা মাতার পরিচর্য্যার্থ ভারার্পণ করিয়া সহোদরা স্নেহবন্ধনে গাঢ়তর বদ্ধপ্রযুক্ত উহার অন্বেষণ নিমিত্ত স্বরাজ্য পরিত্যাগ পুরঃসর স্বয়ং আকাশগতিতে নানা জনপদ,নদ নদী, ও পর্ব্বতাদি উল্লংঘন করিয়া প্রায় যাবস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম, তথাপি স্বীয় মন্তব্য বিষয়ে কৃতকার্য্য

হইতে পারিলাম না। শেষে বিব্রত হওতঃ দীনহীনাবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে গতরাত্রে দৈব বশতঃ পথশ্রান্ত দূরীকরণ নিমিত্ত অত্রস্থ মহীরুহমূলে উপবিষ্ট হইয়া, আপন পরিশ্রমের নিরর্থকতা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অতীব খিন্নমনে ঈশ্বরকে চিন্তা করিতেছিলাম। এমন সময়, বলিতে পারি না, কি চিন্তায় চিন্তিত হইয়া ইনিও, মম সদৃশ বিষণ্ণবদনে কোন স্থান হইতে আগমন করতঃ মদীয় পার্শ্বভাগে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তবে ভাব দেখিয়া তৎকালে কেবল এই মাত্র অনুভব হইয়াছিল যে ইনিও একজন চিন্তাতুর ব্যক্তি। বিশেষতঃ আমি সর্ব্বদা স্বীয় শোকানলে সন্দগ্ধ হৃদয়ে কালযাপন হেতু, উহাঁর আগমনের কারণ জ্ঞাত হওনার্থ কোন বাক্য প্রয়োগ করি নাই। এবং তৎকর্ত্তৃক আমিও কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হই নাই। আর উনি যে একাল পর্য্যন্ত চিন্তার্ণবে ভাসমান থাকিয় এক্ষণে আপনা-দিগের দম্পতী সম্বন্ধীয় পরস্পর আত্ম আত্ম পরিচয়ে তন্মধ্যে কি প্রকার শুভ সংবাদপোতাবলম্বনে আনন্দ তীরে গাত্রোত্থান করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন। সে যাহা হউক, কিন্তু আমি এক্ষণে আপন উদ্দেশ্য বিষয়ে কৃতার্থতা হেতু, বোধ হইতেছে যেন পরম কারু-ণিক পরমেশ্বরের কৃপাতরী প্রাপ্তে অদ্য নিমগ্নসাগর হইতে নিস্তীর্ণ হইলাম। এবং তোমাদিগের উভয়ে-রই রূপ লাবণ্য দর্শনে ও অদ্ভুত সংঘটন শ্রবণে, এবং

যোগ্য যোজনা সন্দর্শনে দেখিলাম, মানব সংশ্রব হেতু আর কোপিত হইবার কোন প্রয়োজন হইতেছে না। কোপ প্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং তোমাদিগের উভয়কে দর্শনাবধি প্রভূত আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান আছি। অতএব আমি প্রার্থনা করিতেছি, যে, তোমরা এক্ষণে সেই করুণাময় প্রজাপতির প্রসাদে বিচ্ছেদ ছেদে নিরুদ্বেগে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত সুখী হও। আর, রাজতনয়! তোমাকে এক বিষয়ে অনুরোধ তেছি অবধান কর, তুমি সভার্য্য হইয়া অগ্রে স্বীয় রাজধানীতে গমন কর; পরে উভয়েই অস্মদ্রাজ্যে গমন করিবে, আর আমাকেও এক্ষণে পরীনগরী মধ্যে সত্বর গমন করিতে হইবে। কারণ মদীয় পরিবারবর্গ, তোমাদিগের সংবাদবারি প্রাপণ লালসায়, নিদাঘ-চাতকবৎ আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন। তন্নিমিত্ত তথায় গমন পূর্ব্বক মন্মুখজলধর দ্বারা এই শুভ সংবাদবারি বর্ষণে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। তদনন্তর, তোমাদিগের উভয় দম্পতীকে পরীনগরীস্থ জন সমূহের প্রদর্শনার্থ এক অপূর্ব্ব বিমান আনয়ন পূর্ব্বক ত্বরায় পরীরাজ্যে লইয়া রতি রতিকান্তের ন্যায় যোজনা ও অসামান্য লাবণ্যযুক্ত তোমাদিগের উভয়কে দৃষ্টি গোচর করাইয়া সকলের চিত্তস্থ দুঃখাপনোদন ও নয়ন ধারণের সার্থকতা সম্পাদিত করিয়া কৃতকৃত্য হইব। এই হেতু, এক্ষণে অভিলাষ যে, স্বদেশ যাত্রা করি; কিন্তু মহারাজ! তুমি সরল হৃদয়ে মৎ সকাশে অঙ্গীকার

কর, যে, উভয়ে তথায় একবার গমন করিয়া সকলকে পরিতোষ লাভ করাইবে। সমিতিঞ্জয়ের এবমুক্ত বাক্যা-বসানে, পরীকুমারী সুশীলা ক্ষণপ্রভা, স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ঈষল্লজ্জিত ভাবে মৌনাবলম্বনে রহিলেন। অতঃপর রাজকুমার গুণার্ণব, মহান্ সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব শ্যালকের যথাবিহিত সম্মান রক্ষা করিয়া অগত্যা বিদায় প্রদানে স্বীকার হইলেন। এবং পূর্ব্ব কথিত অন্য অপরিচিত যুবাকে ও স্বীয় ধর্ম্ম পত্নী ক্ষণপ্রভাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে মঙ্গলচিহ্ন সকল প্রতিষ্ঠিত ও নগরী মধ্যে ভেরী নির্ঘোষ করিতে অনুমতি প্রদান করি-লেন। এবং কারাবদ্ধের বন্ধন মোচন ও অপর সাধা-রণে ধন দান করিয়া সন্তোষিত করিলেন। তৎপর, অমাত্যবর্গ বেষ্টিত সভামধ্যে গমনপূর্ব্বক সভ্যজন সমক্ষে আত্ম পরিণয় সংক্রান্ত অদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ সচিবগণের মতানুসারে পরীরাজনন্দিনীকে মহিষী পদে অভিষিক্ত করিয়া অবশেষে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। এবং আনীত অজ্ঞাত কুলশীল যুবার রীতিমত বাসস্থান নির্ণয় করিয়া দিয়া সে দিবস সত্বর সভাস্থজনগণকে বিদায় করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে গমন পূর্ব্বক আপন বাঞ্ছিত প্রিয়ার সহিত বিবিধ প্রমোদজনক বাক্ প্রসঙ্গে ও নানা ক্রীড়া কৌতুক রসে নিযুক্ত থাকিয়া ভূরি সুখানুভবে দিবসকে অতিবাহিত করিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে, গাত্রোত্থান করতঃ কৃতাহ্নিক হইয়া ভূপাল কুল পাবনকর গুণার্ণব, মহান্ কৃতিকুশল সচিবগণ ও আত্মজনগণপ্রভৃতি সকল অমর সদৃশ বুধ-মণ্ডলী সমন্বিত সভামধ্যে আগমন পুরঃসর নিয়মিত রাজকার্য্যাদি পর্য্যালোচনার পর্য্যাবসানে, মধ্যাহ্নিক ভোজনাদি সমাপন করিয়া উদ্যানস্থ সৌধশিখরে প্রিয়া ক্ষণপ্রভার সহিত পরমসুখে সদালাপ করিতেছেন, এমতকালে সেই আনীত যুবাকে স্মরণ হওয়ায় তাঁহার পরিচয় গ্রহণ বিষয়ে নিতান্ত উৎসুক হইয়া এক জন অন্তঃপুর রক্ষককে তাঁহার আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। প্রেষিত কঞ্চুকী, সত্বর গমনে বিদেশীয় অপরিচিত যুবক সদনে উপনীত হইয়া বিনম্র বদনে কহিল, মহাভাগ। আমি শ্রীমন্মহারাজের পাদপদ্ম চিহ্নিত অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, কিঞ্চিন্নিবেদন আছে। বর্ত্তমান দেশের আচার বিষয়ে সন্দিগ্ধমনা সুদীন, বার্ত্তাবহ পুররক্ষকের নম্রাচার দর্শন ও শ্রুতিসুখকরবাক্য শ্রবণ করিয়া, অতীব হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, হে অন্তঃপুরাধ্যক্ষ! বোধ হয়, তুমি নরেশ্বরনন্দনের কোন অনুমতি লইয়া আসিয়াছ। রাজা-ন্তঃপুররক্ষক বিনয়গর্ভ বচনে কহিল হাঁ মহাশয়! মহিমা-সাগর মহীপাল, আপনাকে আহ্বান করিতেছেন ত্বরায় আগমন করুন। বিশুদ্ধাকার যুবা সুদীন, নরনাথের আহ্বান শ্রবণ করতঃ রাজসন্দর্শন জন্য সাতিশয় অভি-লাষী কঞ্চুকী সমভিব্যাহারে নৃপতনয়ের সন্নিধানে সমা-গত হইলেন। এবং রাজ সম্মানোচিত অভিবাদন করতঃ

বিশুদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজতনয়, গন্ধর্ব্ব-যুবাকে দেখিয়া, সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, মহান্ সমাদরপূর্ব্বক একটী পরিচারিকাকে আসন প্রদানে অনুমতি করিলেন। গন্ধর্ব্বতনয় সুদীন, রাজসকাশে সমাদৃত হইয়া প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। উপ-বিষ্ট হইলে, নরপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাশয়! আপনার বসতি কোথায়? আর এই সংসার মধ্যে কি নামেতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং কি মানসেই বা স্বদেশ পরিত্যক্ত হইয়া পর্য্যটন করিতেছেন এই সমস্ত বিবরণ সরলান্তঃকরণে বিবরণ করিলে, আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আত্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন্। বিশেষতঃ আমি, স্বধাম হইতে নির্গম-নের কারণ জানিতে পারিলে, কৃতসাধ্যে যত্নশীল হইয়া আপনকার অভিপ্রায় সিদ্ধ জন্য চেষ্টিত হইব, তাহার সন্দেহ নাই। গন্ধর্ব্বকুমার এবম্প্রকার সংগৌরব বাক্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া সহাস্য আস্যে কহিলেন; মহারাজ! অনুগ্রহপূর্ব্বক এ হতভাগ্যের পরিচয় সকল শ্রবণরন্ধ্রে স্থানদান করিলে কৃতার্থম্মন্য হইব অতএব নিবেদন করি-তেছি শ্রবণ করুন্।

পিতামহলোক হইতে হিমালয় পর্ব্বত পথাগতা বাহিনী ত্রিবর্ত্মগার পশ্চিমতটস্থিত প্রসিদ্ধ শ্রীরামপুরের অন্তর্গত গোপালনামক এক নগর আছে, যথায় গন্ধর্ব্ব-গণ বাস করিয়া থাকেন; তথায় আমার জন্মস্থান আমার নাম সুদীন, আমরা গন্ধর্ব্ব জাতি। এই দুর্ভাগ্য ধরণীপতিত

হইলে পর, আমার শৈশবকালে, জননী দুর্দ্দৈব বশতঃ কালগ্রাসে কবলীকৃত হইলেন; তাহাতে আমাকে মাতৃহীন দেখিয়া পিতাই স্বয়ং স্ত্রীজাতিরন্যায় স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সাতিশয় লালন সহকারে পালন করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা আমি ক্রমে বর্দ্ধমান হইলাম বটে, কিন্তু ঐ পিতৃ লালন, পরে আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষ হইয়া উঠিল। অর্থাৎ বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে, অতি মাত্র প্রতিহতভাব ঘটিয়া উঠিল। তাহার কারণ, ইহ জগতীতলে সন্তানগণে সময়াতিরিক্তে পিতা মাতা লালন করিলে, কদাপি তাহাদিগের বিদ্যাবিষয়ে নৈপুণ্য লাভ হইতে পারে না। বিদ্যাবিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক বরং মূর্খতাহেতু ঐ বংশপাবনকর সন্তানগণ, অন্যার্য্য সেবিত পদবীতে পাদবিক্ষেপ করিয়া শেষে বংশপাতন কর হইয়া উঠে। এতদ্বিষয়ের ভূরিশঃ প্রমাণ, এই ভূমণ্ডলেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ সংসারিলোকে ধনহীন হইলে বিদ্যালাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠে; তাহা আমাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। অপিচ, বিধাতা বিমুখ হইলে প্রায় কোন প্রকারেই মঙ্গল হয় না। যেহেতু অপরাপর বান্ধববর্গ স্বত্ত্বেও আমার কোন ফল দর্শিল না। তাঁহারা স্ত্রৈণ স্বভাব বশতঃ স্বর্গীয়সুখদায়িনী সীমন্তিনী সেবা ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না। তাহা কেবল হিতাহিত জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত। আহা! এই সংসার মধ্যে দুরন্ত রতিকান্তের কি প্রভাব! মহারাজ! বিবেচনা করিয়া

দখুন, যাহার প্রভাবে প্রতিনিয়ত মঙ্গলাভিলাষি প্রাণসম সহোদরাদির প্রতি হতাদর করতঃ ঐ সকল কামমোহিত-গণ সংসার সুখদা প্রমোদার আত্মবর্গের মনোমত কার্য্য সাধনার্থ সতত তৎপর। অতএব হে ক্ষিতিপাল নন্দন! তাঁহারা কথিত নিয়মানুসারে সংসারে বিচরণ করণ হেতু, আমার প্রতি বিশেষরূপ স্নেহ প্রকাশ করিতেন না। তাহাতে সুতরাং আমার নিমিত্ত ধনব্যয়ে নিরর্থক বোধ করিয়া তদনুষ্ঠানে বিরত থাকিলেন। এদিকে পিতা, প্রাণসমা পত্নীবিহীন হইয়া প্রায় সর্ব্বদা সবিষাদ চিত্তে কালযাপন করিতেন। কিয়দ্দিবস এইরূপে গত হইলে শেষে সযুক্তি করিয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ না করিয়া মদীয় বিবাহ দেওনার্থ উদ্যোগ করিলেন। এবং আমার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্তে স্বীয় মন্তব্য কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলেন। অনন্তর, আমি তরুণাবস্থায় তরুণ তরুণী প্রাপ্ত হইয়া ভাবিভাবনা পরিত্যাগপুর্ব্বক বিদ্যানীতি শিক্ষায় এক প্রকার জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম। এবং শেষে দেশীয় অগন্তব্য পথপান্থ সমবয়স্ক-দিগের সহিত প্রভূত প্রমোদে প্রমত্ত হইয়া বৃথা কালহরণ করিতে লাগিলাম। পরন্তু, বয়োধর্ম্মপ্রভাবে স্বভাব সুলভ কথঞ্চিৎ নিরর্থক চতুরতা জন্মিলে, তৎকালে আপনাকে একজন ধীমান বলিয়া বোধ হইল। এবং কিঞ্চিৎ বিদ্যা ও সুশীলতা শিক্ষার নিমিত্ত একা-ন্তেচ্ছুক হইয়া স্থানে স্থানে বহুল চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টাবারি সেচন দ্বারা আশাবৃক্ষ, কোন প্রকা-

রেই ফলপ্রদ হইল না। এমন কি, দুই তিনবার দেশ হইতে বহির্গত হইলাম, তথাপি কোন ক্রমেই মন্তব্য বিষয়ে কৃতকর্ম্মা হইতে পারিলাম না। অতএব জানিলাম যে, দরিদ্রের আশা, বিধবার যৌবন, প্রায় অমূলক হইয়া থাকে। আমার তাহাই ঘটিয়া উঠিল অর্থাৎ কেবল আমার অসৌভাগ্যতা প্রযুক্ত সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়া গেল। অনন্তর, পুনর্ম্মূষিকের ন্যায় দেশে আসিয়া, প্রণয়িনী প্রণয়পাশে এতাদৃশ আবদ্ধ হইলাম, যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিদ্ধ শকটবাহ বলীবর্দ্ধ হইয়া তাহার যথা নিদেশ শকটকে বহন করিতে লাগিলাম; সুতরাং তৎপ্রযুক্ত আর কুত্রাপি গমনের শক্তি রহিল না। এবং মনোরঞ্জনার্থ প্রতিনিয়ত প্রমোদার সন্নিকটে আজ্ঞাধীন থাকা বিধায় ক্রমশঃ সংসার পাশে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলাম। ভাল, তদ্বিষয়েই না হয় সুখী হই। কিন্তু বিধাতা তাহা সহ্য করিতে অক্ষম হইলেন, পূর্ব্বোক্তমতে অর্থাৎ কিয়দ্দিবস অতীত হইলে সহসা দুর্দৈব বশতঃ প্রাণাধিকা প্রিয়ার দেহাবসান হওয়ায় কতিপয় দিবস, যে কি পর্য্যন্ত শোকাতুর অবস্থায় কালক্ষেপ করিয়াছিলাম; তাহা এক্ষণে সবিস্তার বর্ণনা করিতে নিতান্ত অক্ষম। এমন কি অদ্যাপি সেই গুণবতীর গুণ সমূহ স্মরণ হইলে, তৎপ্রেমাকাঙ্ক্ষি মনঃ অমনি তৎক্ষণাৎ দেহকে নিরাশ করিয়া প্রাণকে স্থানান্তর গমনের নিমিত্ত পুনঃ২ অনুরোধ করিতে থাকে। কিন্তু কি করি, অধিরাজ! অবশ্যম্ভাবিকার্য্য কাহারও কর্ত্তৃক নিবারিত হইতে

পারে না, ইহা সমালোচনা করিয়া বহুযত্নে চিত্তকে স্থির করিলাম। বিশেষতঃ দেখিলাম, বৃথা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল স্বীয় মনকে পরিক্লিষ্ট করণ ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই; এই সুতর্কে সমস্ত শোকাদি সম্বরণ করিলাম এবং মানস সরোবরে পূর্ব্ব সঙ্কল্প রূপ সরোরুহমুল সংস্থাপিত থাকায়, উহা ক্রমে আশা-লতাপণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রায় সমস্ত সরসীকে ব্যাপন করিয়া ফেলিল, এবং অবসররূপ স্বীয় উদয় যোগ্য সময় প্রাপ্তে উৎসাহ রূপ পক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াও অজ্ঞান রজনী প্রভাত না হওয়া জন্য মুদিত রহিয়াছে; অতএব উহাকে বিকসিত করণ মানসে সমুদ্যত হইয়া জ্ঞানসূর্য্য হৃদয়াকাশে উদয় লালসায়, এক্ষণে গুরুরূপ উদয়াচলের অন্বেষণ করণ কারণ স্বদেশ পরিত্যাগপুর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে এ প্রদেশে উপস্থিত হওতঃ পুর্ব্বলক্ষিত বৃক্ষমুলে অর্থাৎ যে পাদপমূলে আমাদিগের উভয়কে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমদুঃখী দর্শনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বকৃত নির্ব্বাণ শোকাগ্নি পুনরুদিত হওয়ায় সেই সন্তাপে সন্তাপিত হইতেছিলাম। তৎপ্র-যুক্তই মূকেরন্যায় বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিরহ হইয়া বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট ছিলাম। পরন্তু অগ্রে তাঁহার অর্থাৎ মদীয় পার্শ্বস্থিত সমভাবাপন্ন জনের উদ্দেশ্য বিষয় সুসিদ্ধ অনুমানে এবং আপন অভিলষিত বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ের যোগ্য উপদেষ্টা এবং অশেষ গুণের গুণাকর স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া

সেই নিমিত্ত তৎকালে অসীম আহ্লাদ সহকারে হাস্য করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক মহারাজ! যদিও ইতি-পূর্ব্বে, আমি আপনাকে দুরদৃষ্টবান্ বিবেচনায় সর্ব্বদা বিমর্ষচিত্তে কালাতিবাহিত করিতাম, কিন্তু এক্ষণে মাদৃশ দুর্ভাগ্যান্বিত জন সম্বন্ধে, ভবাদৃশ পুরুষসত্তমের এতাদৃশ কৃপা বিতরণ দর্শন করিয়া, মনে মনে এরূপ বিবেচনা হইতেছে, যে, সেই জগন্নিয়ন্তার প্রসন্নতা প্রভাবে শরণাগতের পুর্ব্বের দুর্ভাগ্য নিশার শেষ হইয়া বুঝি সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইল, নতুবা এ দীনের প্রতি এরূপ অসম্ভাব্য দয়া প্রকাশ হওয়া কদাপি সম্ভব হইতে পারিত না। হে গুণধাম! যখন আপনি পরীরাজপুত্র সমিতি-ঞ্জয়ের সহিত প্রিয়ালাপনে তাঁহাকে বিদায় দিয়া পশ্চাৎ করুণারস সেচন দ্বারা মদীয় এ তাপিত হৃদয়ের উদ্দীপ্ত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক রাজধানীতে আনীত পর্য্যন্ত স্বীয় মহিমা প্রভাবে আমাকে এতাদৃশ সাদরে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ভাগ্যের পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহাহউক আমি অদ্যাবধি আপনকার চরণাশ্রিত শিষ্য হইলাম, অতএব হে করুণানিধান! এ অধীন প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্। কারণ দেহীদিগের সৎজ্ঞান লাভ ব্যতীত কদাচ দেহ ধারণের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে না। সুদীন এই পর্য্যন্ত উক্তি করিয়া রাজতনয়ের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া রহিলেন। অধিরাজ গুণার্ণব, বিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষার বিষয়ে নিতান্ত জিজ্ঞাসু জানিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুদীনকে কহিলেন; সুদীন! গন্ধর্ব্বগণের আচার বিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ, এইহেতু তদ্বিষয় শ্রবণে আমার নিতান্ত স্পৃহা হইতেছে, অতএব তুমি প্রথমতঃ আপন প্রতিবাসি গন্ধর্ব্বগণের চরিত্র এবং তাঁহারা কোন ধর্ম্মাচারমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহা আমার সমীপে বর্ণন কর; পরে তোমার যথা জ্ঞানানুসারে সরহস্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রান্তর্গত এবং অপরাপর শাস্ত্র ও যুক্তি সহকারে উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করাইতেছি। সুদীন, নৃপতনয়ের প্রশ্নে ক্ষণিক মৌনাবলম্বনে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় যথাজ্ঞাতানুসারে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন্।

অস্মদ্দেশীয় গন্ধর্ব্বগণ, সাধুবিগর্হিতকর্ম্মচারী, সত্যপথবিবর্জ্জিত, এমন কি প্রায় সকলেই অসূয়াপরবশ, মিথ্যাধর্ম্ম পরায়ণ, ভদ্র খলেশ্বর নির্ব্বোধ চতুর। এবং সকল বিষয়ে অপ্রাজ্ঞ হইয়াও তথাপি আপনাদিগকে সুবিদ্বান্, জ্ঞানী, মানী, সুরসিক, ও সুন্দর বলিয়া, বালক বৃদ্ধ নারী, সকলেই এবম্বিধ আত্মাভিমান করিয়া থাকে। মাদক দ্রব্য সেবন ব্যতিরেকে অহং মদে মত্ততাপ্রযুক্ত শুণ্ড্যালয় মত অবিরত অর্থাৎ প্রতিপাল্য পরিবারবর্গ সদনে যথেচ্ছাচার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং এমন স্ত্রৈণ স্বভাব সিদ্ধ, যে শয্যাগুরুর উপদেশে

তাঁহারা প্রায়, আপন আপন উভয় দম্পতীর গুণ ও অপরের কল্পিত দোষ এবং কথায় কথায় কেবল ব্যঞ্জনাদি পাকের ও শয্যাদির উৎপত্তি বিষয়ক কথা সকল লইয়া পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তনের ন্যায় মহান্ আহ্লাদ সহকারে সহাস্যবদনে সর্ব্বদা আন্দোলন করিয়া থাকেন। অতএব দুরাচার গণের পরিচয় প্রদানে আর আবশ্যক নাই, যদর্থে আমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আগমন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কৃপাদান করিতে আজ্ঞা হউক্। সর্ব্বগুণান্বিত সুবিজ্ঞ মহারাজ গুণার্ণব, গন্ধর্ব্ব নন্দন সুদীনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে নীতি শিক্ষেচ্ছো সুদীন! আমি তোমায় আপন বোধানুসারে যথা কথঞ্চিত উপদেশ বাক্য বলিতেছি দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক মনোঽভিনিবেশ কর।

প্রথমতঃ এই জগন্মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রতিপালয়িতার অভিমতে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হওতঃ আপন প্রাক্তন অনুযায়ি বিদ্যোপার্জ্জন হইলে পর, সর্ব্বদা সজ্জন সংসর্গ ও সভ্যসমাজে গমনাগমন দ্বারা সভ্যতা এবং কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে। তদনন্তর, যাবৎকাল সংসারে অবস্থান করিবে তাবৎ পিতা মাতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ ও পরম যত্নে তাঁহাদিগকে দেববৎ শুশ্রূষা করিবে। এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীন থাকিবে। কদাপি তাহার অন্যথা করিবে না; কারণ পিতৃ মাতৃ গুরুজনের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে, জগদীশ্বর ঐ দুরাত্মা সন্তানের প্রতি বিমুখ

হয়েন। আর সকল সুধার্ম্মিকগণও সেই নরাধমকে ঘৃণা-পূর্ব্বক তাহার মুখাবলোকনও করেন না। অপিচ সাধু-গণ পিতৃ মাতৃ ভক্তিবিহীন মনুষ্যগণে পাপাত্মা উল্লেখে স্পর্শও করেন না। কারণ পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মজনগণ প্রতি কি প্রকার ভক্তিভাব ও স্নেহ প্রকাশ করিতে হয়, কেবল সেই সুবিজ্ঞ মহোদয়েরাই তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন; নচেৎ যে সমস্ত পাষণ্ড-গণ, অধুনা ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছেন তাঁহারা, কেবল স্ত্রৈণ স্বভাবে বশীভূত হইয়া অহরহঃ প্রমোদার মনো-রঞ্জনার্থই বিব্রত থাকেন। আরও তাঁহারা নির্দ্দয়তা বা, ধূর্ত্ততা প্রভৃতি বিবিধ অধর্ম্ম সঞ্চয়ে যেৎকিঞ্চিৎ ধনো-পার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় হৃদয় বিলাসিনী কামিনীর অভিলষিত বিষয়েই ব্যয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ব্যয় করিতে হইলে, তৎক্ষণাৎ অমনি জন সমাজে,আপনাদিগের বহুমত দুরবস্থার বিষয় বিজ্ঞা পন করিয়া থাকেন। এমন কি, ঐ দুরাত্মাগণ, যদি জনক জননীদিগের অশন বসনাভাবে প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, এতাদৃক্ নিদারুণ সম্বাদ শ্রবণ করে, তথাপি তাঁহাদিগের মুখাবলোকন করে না। ইহাতে সেই কুলা-ঙ্গারগণের কথা কি কহিব, তাহারা কেবল এই জগতের ক্ষয়ের কারণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব সাব-ধান ক্রিয়মান কর্ম্মের পূর্ব্বকালে বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক তৎ প্রতি প্রবৃত্ত হইবে। আর সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে পিতা মাতার সেবা করিবে; কারণ, প্রগাঢ় চিন্তা সহকারে

দেখ দেখি, যখন বাল্যাবস্থায় তুমি অবস্থান করিতে, তখন সেই পিতা মাতা তোমার প্রতি কি পর্য্যন্ত দয়া বিতরণ পূর্ব্বক সমূহ বিপদার্ণব হইতে নিস্তারণ করিয়াছেন; এবং কত দূর আয়াস সাধ্যে লালন পালন করিয়াছেন। এমন কি তাহা স্মরণ করিলে হৃদ্বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহা! পিতা মাতা স্তন্যদায়ী সন্তানগণকে বর্দ্ধন করিবার সময়, যে কতদূর পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা সহস্র বদন হইলেও বর্ণনাসাধ্য। কারণ কখন যদি ঐ শৈশব সন্তানের কোন পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত শঙ্কাকুলমনে কালাতিপাত করেন, যে, তৎকালে তাঁহাদিগের প্রায় আহার নিদ্রা পরিবর্জ্জিত হইতে হয়। আহা! এবম্প্রকার পিতা মাতার প্রতি কেবল বিমূঢ়চেতাগণই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তুমি তাহা কদাপি করিও না। তাহা হইলে পরিণামে নরকালয়ে গমন করিতে হইবে। অতএব তোমার পালন নিমিত্ত তাঁহারা যে পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার ও স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তুমি অবশ্য কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহা স্মরণ করিবে; ভ্রমেও কদাচ বিস্মৃত হইবে না। তাহা হইলে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আরও দেখ, এ বিষয়ে মনুষ্য কি, পশু পক্ষিগণেরও চমৎকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহা দর্শন করিয়া জগৎ পিতা জগদীশ্বরের অনুকম্পার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। কারণ তাহারা মানবজাতি অপেক্ষা সহ-

অংশে হীনবুদ্ধি হইয়াও স্বীয় শাবকগণকে ভূপতিত তণ্ডুলকণ সকল চঞ্চুপুটে আহরণপূর্ব্বক মনুষ্যগণের ন্যায় তদ্দ্বারা সযত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে এবং ঐ শাবকগণের প্রতি কোন বিপদ ঘটনা হইলে তাহা হইতে উহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জগম্মণ্ডলে জীব সম্বন্ধে স্বীয় প্রাণরক্ষা অতীব গুরুতরা হইলেও তথাচ অপত্য স্নেহপাশবদ্ধ নির্ব্বন্ধন আপনারদিগের জীবন থাকিতে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। অতএব যখন পক্ষী জাতিদিগের আত্ম আত্ম বিষয় গোচর বুদ্ধি রহিয়াছে; তখন মনুষ্য জাতির এতদ্বিষয়ে মনোযোগ হওয়া অতি কর্ত্তব্য। আর যদি, অসংস্থান হেতু বহু পরিবার পরিপালনে অক্ষম প্রযুক্ত ভিক্ষা সংগৃহীতান্ন ভোজনে দিবা অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাও উত্তম; তথাপি পূর্ব্ব বর্ণিত আত্ম সদৃশ আত্ম বন্ধুগণের প্রতি, কখন প্রীতি ওদয়ার হ্রাসতা করিবে না। অতিশয় যত্ন সহকারে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আর জগতীতলে দেহীর পক্ষে কামাদি সংজ্ঞক কএক প্রবল বিপক্ষ আছে, তাহাদিগকে আপনার গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বগুণ অথবা সম্মানবর্দ্ধনসূচক ইত্যাদি প্রকার সুহৃৎ বলিয়া কদাচ বিশ্বাস করিও না। কেননা তুমি তাহাদিগকে বিশ্বাস করিলে,সেই প্রবল রিপুগণ আক্রমণ করিয়া শেষে তোমাকে এই সংসার মধ্যে বিবিধ প্রকার অনিষ্ট কার্য্য করাইতে প্রবৃত্ত করাইবে। তাহা হইলে সুতরাং

তোমার পক্ষে এই জগদ্বিপক্ষময় হইয়া উঠিবে। এবং জগন্মধ্যে, সকলেই তোমাকে একজন লোকানিষ্টকারী বলিয়া গণনা করিবে। অপিচ অসূয়াকে অতি সত্বর যত্ন-সহকারে পরিত্যাগ করিবে; কারণ, পরের গুণ বিষয়ে দোষারোপণ করিলে, নিন্দুকগণ মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়। অতএব আপন গুণ ও অপরের দোষ ইহা মুখে প্রকাশ করা দূরে থাকুক স্মরণেও কদাপি স্থান দান করিও না; বরং আপনাকে সর্ব্বদা নিন্দাভাজন ও ঘৃণাস্পদ বলিয়া বিবেচনা করিবে, কারণ যৌবনকাল দেহীর সম্বন্ধে অতি বিষম কাল; তৎকালে মাদক দ্রব্য পান ব্যতিরেকেও স্বভাবজাত যৌবনমদেই যুবকগণের মনে গুরুতর মত্ততা জন্মিয়া থাকে। এবং তদ্দ্বারা ক্রমে তাহাদিগকে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে। তদনন্তর, ঐ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত যুবকগণ, প্রায় সর্ব্বদা বিপদ হ্রদে পতিত হইয়া থাকে। সে সময় সদুপদেশজনিত জ্ঞানতরী না থাকিলে, তাহা হইতে নিস্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই। আর ঐকালে,কাম,ক্রোধ,লোভ মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়্বর্গের প্রাদুর্ভাবে সাধু সম্মত নিয়ম সকলও ধূর্ত্তদিগের কৃত প্রতারণা রীতি ও আপনাকে সুচতুর, জ্ঞানদক্ষ সদ্বিবেচক বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সে সময়, এতাদৃক্ রিপুর পরতন্ত্র হইয়া উঠে, যে আপন মতের অন্যথাকারী সদুপদেষ্টার মস্তক ছেদন করিয়াও ক্রোধের শান্তিকে লাভ করিতে পারে না। এবং মাদক দ্রব্য সেবন ব্যতীত আপনার শরী-

রের স্বাস্থ্য ও মনের নির্ম্মলতা লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বক্ষণ সমব্যবহারি ব্যক্তিগণ সমভিব্যাহারে লোক গর্হিত কার্য্য সকল করিয়াও তাহাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব সেই যৌবন মদমত্ত কুলকণ্টকীগণের কথা কি কহিব; তাহারা আপনার পরিতৃপ্ত করণার্থ যদি অন্যের প্রতি অশেষ প্রকার অনিষ্টাচরণ করিয়াও তদ্বিষয় সম্পাদন করিতে হয়, তথাপি তাহা অনায়াসে ধর্ম্মমার্গে কণ্টক প্রদান পূর্ব্বক সমাধান করিয়া থাকে। এবং চরমে পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রজ্জ্বলিত কোপ দহনে দাহন ভয় না রাখিয়া পরদারা হরণে ও অন্যের প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করণে স্বীয় প্রভুত্ব বলিয়া ব্যাখ্যান করে। রিপু শব্দার্থ শত্রু ইহা কদাচ বিশ্বাস না করিয়া, বরং উহাদিগকে মনুষ্যের সুখের হেতু সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জন সমাজে প্রকাশ করিয়া থাকে। এবং তৎপ্রেরিত কার্য্যের প্রতি বিরতি না হইয়া বরং অনুরাগ প্রকাশ করে। অতএব এবমুক্ত জ্ঞানহীন যৌবনমদ প্রমত্ত কুলপাংশনগণে, সহস্র সহস্র ধিক্! আর কি বলিব, যেহেতু ঐ সকল পথাচারী উভয় লোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। সেই হেতু তোমাকে সাবধান করিতেছি, যেন তুমিও দুরন্ত পরাক্রান্ত রিপুদিগের পরতন্ত্র হইয়া দুরাচারিদিগের মত বেদপ্রণিহিত এবং আর্য্য সংস্থাপিত চির প্রচলিত ধর্ম্মপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া মনকে পাপপঙ্কিলাচ্ছন্ন ভূরি২ সঙ্কট কণ্টক সংলগ্ন অধর্ম্ম পদবীতে পদার্পণ করিতে উৎসাহ প্রদান করিও না। যে সময়ে ঐ দুরন্ত

রিপুগণ তোমাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিবে সেই সময়ে সুমার্জ্জিত বুদ্ধির অম্বুবলে মনকে ধৈর্য্য রজ্জুদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক বস্তু বিচার, ক্ষমা এবং চিত্ত প্রসন্নতা, ইহা-দিগকে সহায় করিয়া সুশাণিত জ্ঞানখড়্গের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি প্রবল অরিকুলকে ছেদন করতঃ কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে, যেন মানসবিকার বারিবাহ হইতে চঞ্চল বায়ু উত্থাপিত করিয়া শেষে তরঙ্গ ভয়ে সদ্গুরুপোদেশজনিত জ্ঞান রূপ কর্ণকে স্মৃত হইয়া আত্ম তরী বিপৎ সমুদ্রে নিমজ্জন করিও না। তাহা হইলে অজ্ঞানতা হেতু শেষ দিবসে তোমার প্রতি সেই ভূতভাবন বিশ্বপতি অনুকম্পার অভাব হইবে। এবং তজ্জন্য তোমাকে দুস্তর তমস লোকে পতিত হইতে হইবে; কারণ পরিণামে পরমপিতা পরমেশ্বরের করুণা সুহৃদ্ব্যতীত অন্য কেহ তাহা হইতেউদ্ধর্ত্তা নাই। সেই হেতু সর্ব্বদা তাঁহাকে চিন্তা করিও; এবং সেই পরমেশ্বরকে জীবগণ, কি প্রকার উপায় অবলম্বনে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ অন-ধিকারী জন্য স্বজাতীয় আশ্রম বর্ণিত ক্রিয়ার দ্বারা নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইলে, জ্ঞান গুরু কথিত শ্রুতি বাক্যের প্রতি ও তন্নির্দ্দিষ্ট অভীষ্ট মন্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হয়। কারণ বিশ্বাস না থাকিলে কোন ফল দর্শে না; অতএব সেই কৃত বিশ্বাস বাক্য ক্রমশঃ চিত্তে বিবেক অবলম্বন পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে রত হইবে। পরে যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও চিত্তের একাগ্রতা হইলে, ক্রমে

আপনি সেই স্বয়ম্প্রভ স্বরূপ জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইবে; এবং উহা সমুদিত হইলেই অমনি তৎক্ষণাৎ সেই নিষ্কল পরব্রহ্মেতে যিনি বিবিধ প্রকার ভ্রম অধ্যারোপণ করণ-কারণ স্বরূপিণী অবিদ্যা,তাঁহার তিরোহিত হইয়া যাইবে। অপিচ যখন এবমুক্ত শ্রুতিযুক্তি ও সাধনানুবলে, অজ্ঞান তমোরাশি নাশ করিয়া জ্ঞানরূপ সূর্য্য উদয় হইবে, তখন সুতরাং সেই প্রণষ্ট মায়া জীবন্মুক্ত যোগীর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাবের অভাবে ব্রহ্ম বিদ্যার প্রকাশ হেতু এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সর্ব্বত্রাবভাসমান হইতে থাকিবেন।

সুদীন, গুরু নিকটে জ্ঞানরূপা ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবি-দ্যার নাম শ্রবণ করিবা মাত্র, প্রথমতঃ তাহার চিত্ত আনন্দনীরে ভাসমান হইল বটে, কিন্তু বিদ্যা শব্দের বহুমত তাৎপর্য্যার্থ প্রচলিত থাকা বিধায়, চিত্তে কিঞ্চিৎ সংশয়াপন্ন হইয়া, তদ্বিষয়ক সংশয় নিরাকরণ মানসে ধরণীবিলুণ্ঠিত হইয়া গুরুচরণে প্রণিপাত পুরঃসর যুগ্মকরে ভক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। হে অজ্ঞান তমোনাশন প্রভাকর! হে ভবার্ণব পোত নাবিক গুরো! এ অনভিজ্ঞ জনের প্রশ্ন সাময়িক, যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোন স্খলিত বাক্য মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তদ্বিষয়ে নিতান্ত শরণাগত জানিয়া অপরাধ ক্ষমা করিবেন। এবং জিজ্ঞাসা প্রশ্নের সংশয় চ্ছেদপূর্ব্বক শরণা-গত শিষ্যের অভিলাস পরিপূর্ণ অর্থাৎ যাহাতে আমি এ অজ্ঞান অপারবারিধি হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি তাহা করিবেন।

প্রশ্নারম্ভ।

প্রঃ। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, বিদ্যা শব্দের অনেক অর্থ আছে, কিন্তু সেই অর্থ, কি কি প্রকার তাহা কখন কাহারও মুখে শ্রুত হওয়া যায় নাই। অতএব অদ্য আপনার নিকট দুই প্রকার বিদ্যা শব্দার্থ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্নচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বিদ্যা শব্দের কএক প্রকার তাৎপর্য্যার্থ তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া অর্থ প্রকাশ করুন্।

উঃ। বিদ্যা দুই প্রকার, শিক্ষাবিধি ব্যাকরণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অর্থাৎ যে সকল বিদ্যা দ্বারা সংসার প্রবর্ত্ত জীব সকল, অর্থাদি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। ঐ সকল ত্রিবর্গ সাধন শাস্ত্রাদির কারণ স্বরূপ যিনি, তিনিই জীবের ভ্রান্তিরূপা অবিদ্যা। এবং যিনি জীবের জীবস্বভাব প্রণষ্ট কারিণী জ্ঞানরূপা, তিনিই সাক্ষাৎ মুক্তিদায়িনী ব্রহ্ম বিদ্যা।

প্রঃ। ত্রিবর্গ কাহাকে বলে?

উঃ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

প্রঃ। অর্থ কি? যাহাকে পরমার্থ কহে, না, অপর কোন অর্থ আছে?

উঃ। না, এ সে অর্থ নহে; ইহা দ্বারা কেবল পোষ্যবর্গাদি প্রতিপালিত হইতে পারে, অর্থাৎ বিষয় ভোগ সাধনকর অর্থ *।

* যদ্দ্বারা বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

প্রঃ। এ অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম কিম্বা আচারাদি রক্ষা হইতে পারে ?

উঃ। না, না, যাহারা কেবল সর্ব্বদা ধনোপার্জ্জনে ব্যাকুল, তাহারা প্রায় মিথ্যা, হিংসা, বিরোধ, ও বান্ধববর্গের অনাদর করিয়া, স্বেচ্ছাচারি চতুষ্পদের মত অনবরত অহংমদে মত্ত থাকিয়া কেবল মনুষ্যলোকে ধুমকেতুর ন্যায়, লোকানিষ্টকারী হইয়া জীবন যাপন করে। তন্মধ্যে যে মহাত্মারা ঐ স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা রীত্যনুযায়ি, পিতা মাতার ভরণ পোষণ এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞাপালন ও তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়ভক্তি, এবং সহোদর সহোদরার প্রতি অভিন্নভাব, ও মুক্তিপথে মনোনিবেশ, সতত সাধুপন্থায় পাদ বিহরণ, অন্যান্য পরিজনের সহিত অকৃত্রিম প্রণয়, আর স্বদেশীয় বিদেশীয় লোকের সহিত সরলহৃদয়ে সম্ভাষণ, দরিদ্রের প্রতি দয়া বিতরণ, আত্মাভিমান পরিত্যাগ, সকলের প্রতি সমভাব প্রকাশ, ন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জন, সদা প্রিয় অথচ সত্যবাক্যে সম্ভাষণ, ইন্দ্রিয় সংযমন এবং অতিথি সৎকার অর্থাৎ এবমুক্ত শাস্ত্র ও সাধুসম্মত কার্য্য সকল করিয়া থাকেন তাঁহারাই ইহলোকে ধন্য ও সংসারাশ্রমে থাকিয়াও জ্ঞানময়ী ব্রহ্মবিদ্যাকে লাভ করিয়া চরমে মুক্তির ভাজন হইতে পারেন। অন্যথা সেই অর্থ এবং অর্থকরি বিদ্যা উভয়ই ভয়ঙ্কর ও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠে; অর্থাৎ কথিত নিয়মের বিপরীতাচারি কর্ত্তাকে অধঃপতিত হইতে হয়।

প্রঃ। মোক্ষ জ্ঞানদাত্রী ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কি শরীর পাত ভিন্ন ইহলোকে অর্থাৎ শরীর বর্ত্তমানে মুক্তি বা জ্ঞানলাভ হইতে পারে না?

উঃ। অনন্য চিত্ত হইয়া সেই পরম পুরুষে উপাসনা করিলে ব্রহ্ম বিদ্যা প্রকাশ পান; তাহা হইলে জীবৎ শরীরেই মুক্ত হইয়া যোগী, সেই পরাৎপর নির্ব্বিকার নিরাময় জগদাশ্রয়ের অপার মহিমার প্রভাব অনুভব করতঃ সদা ব্রহ্মজ্ঞানানন্দে আনন্দিত থাকেন।

প্রঃ। ভাল, ত্রিবর্গান্তর্গত যে ধর্ম্মের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা কোন ধর্ম্ম?

উঃ। উহা সংসার প্রবৃত্তি রূপ ধর্ম্ম।

প্রঃ। কাম কাহাকে বলে?

উঃ। বিষয়াদিতে সম্ভোগ বাসনা।

প্রঃ। এ সকল এক প্রকার বোধ গম্য হইয়াছে এক্ষণে, প্রস্তাবিত জ্ঞানময়ী ব্রহ্মবিদ্যা কি রূপে উদ্ভব হইতে পারে, তাহা প্রকাশ্য রূপে বর্ণন করুন্।

উঃ। মনে গৃহীত বৈরাগ্য হইয়া সদা অধ্যাত্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের সমালোচনা, আচার্য্য সেবা, ইন্দ্রিয় বিনিগ্রহ, জন্ম মৃত্যাদি দুঃখ মনে মনে পর্য্যালোচনা এবং শ্রুতির মতানুসারে ঈশ্বরে নিষ্ঠ হইয়া নিত্য নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক যোগাভ্যাস, এই সকল কর্ম্ম অভিমান শূন্য হইয়া মনঃ শুচি পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্ম বিদ্যা উদয় হইতে পারে।

প্রঃ! ব্যাকরণ, অভিধান, ধাতুপাঠ, কাব্য ইত্যাদি কি, তবে সত্য ধর্ম্ম প্রতি পাদক শাস্ত্র নহে?

উঃ। না, তদ্দ্বারা কেবল সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান জন্মে মাত্র; নচেৎ তাহাতে মুল ফল কিছুই নাই

তবে যে, অহংবাচ্য শব্দের পোষককারকগণ, কেবল কাকি শিক্ষায় অতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল তাহাদিগের ধর্ম্মে ফাকি দিয়া ফাকিতে পড়া লাভ হয় মাত্র; কিন্তু ব্যাকরণ সাহিত্যাদিকে জ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ উপযোগি বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আহা! কি আক্ষেপের বিষয়, আধু-নিক আরোপিত মাত্র, প্রাস্ত্রগণ প্রতিপাদ্য পরিহার করিয়া কেবল প্রতিপাদক শাস্ত্রাদির আন্দোলন করি-য়াই বৃথা কালক্ষেপণ করেন। অতএব তোমার ব্যাকর ণাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; সত্যধর্ম্ম বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বল।

প্রঃ। ইদানীং আপনার প্রসাদে ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় বুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয় করিলাম; পুনশ্চ সত্যধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, পুরুষার্থ সাধন বিদ্যা, এই যে, গৌরবান্বিত বাক, মহাত্মগণ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লিখিত আছে; সে অর্থকরি বিদ্যা কি মোক্ষজ্ঞানকরি বিদ্যা?

উঃ। সেই মোক্ষ জ্ঞানদাত্রী ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রঃ। সে কি মহাশয়! ইদানীন্তন বহুভাষি পণ্ডি-তাভিমানি মহাশয়গণ যে, সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া দোষারোপণ করিয়া থাকেন?

উঃ। দেখ, আপাততঃ ক্ষণিক সুখকর অর্থই ব্রহ্ম, ইত্যাকার জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্যগণ, চির সুখকর তত্ত্ব-জ্ঞানাম্বুধির অমৃতরূপ *অমৃত আস্বাদনে আপনারা স্বয়ং বিমুখ হইয়া শেষে স্বীয় আচরিত পথের অন্য পন্থাশ্রয়ি বিমূঢ় লোকদিগকে আপন গতি অনুযায়ি পথাবলম্বন করা ইবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করিয়া থাকে। যেমন মাদক দ্রব্য সেবনশীল ব্যক্তি স্বীয় স্বভাব বিক্রীত অসৎমার্গের প্রশংসা করিয়া আপন পথের অন্যথাচারি পথিকগণকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করে না। তেমনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি গণও অনর্থকর অর্থোপার্জ্জন বিমুখ, সুবিজ্ঞ জ্ঞানদক্ষ সদাচারিগণকে মনুষ্যত্ব বিহীন ভণ্ড বলিয়া সম ব্যবহারি নীচ প্রকৃতি যাবজ্জীবন অর্থপরায়ণ দ্বিপদ পশুর নিকটে বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত কি তাহাতে ক্ষোভিত হওতঃ ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তদ্ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হইবে? না, তাহাদের সেই অশ্রোতব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধিত হইতে হইবে? অর্থাৎ জ্ঞানিগণের তাহা কদাপি সম্ভবে না; কেন না, সুরাপানে ঘূর্ণায়মান অরুণনয়নযুক্ত কটুভাষি ব্যক্তির প্রতিকার করিতে গিয়া কেহ কখন সুরাপান করিয়া থাকে না। ভাল, আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, অঙ্গ সৌষ্ঠব সমন্বিতা সুখোপভোগিনী বারাঙ্গনার স্বাধীনতা দর্শনে, কি কুলকামিনীগণের সতীত্ব, লজ্জা, ধৈর্য্য, কুল গৌরবাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই পাপজনক

* জল।

ধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হওয়া কর্ত্তব্য? প্রবর্ত্ত হওয়া দূরে থাকুক্ তাহা পতিপরায়ণাদিগের ভ্রমেও স্মরণ করা অকর্ত্তব্য। তবে সংসারে স্থিত হইয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ধর্ম্মানুগত অর্থোপার্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল আত্ম অনিষ্টকর মিথ্যা, দ্বেষ, ক্রোধ, বঞ্চনা, চৌর্য্যাদি ব্যবসায় আশ্রয় করিয়া যে, ধন উপার্জ্জন করা, সে নিতান্ত বিমূঢ়ের কর্ম্ম। যেহেতু ইহলোকে লোকতঃ বিলক্ষণ নিন্দা ও রাজশাসন, পরিণামে ক্রিয়াফল ভোগজন্য ভয়ঙ্কর সূর্য্যাঙ্গজশাসন, ইহা উভয় লোকেই সংস্থাপিত রহিয়াছে; তবে এমন প্রত্যক্ষরূপ দণ্ডবিধান স্বত্বে, কেবল কুটুম্ব পরিপোষণ নিমিত্ত ভূরি ভূরি অধর্ম্ম সঞ্চয়ে ধনোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় শ্লাঘ্য প্রকাশে প্রয়োজন কি? কেবল তাহাতে অসৎক্রিয়া করণের সাহসী হওয়া মাত্র।

প্রঃ। ভাল মহাশয়! সর্ব্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ * হইয়াও ঐ সকল দুষ্টগণ, সাধুসম্মত, শাস্ত্র ও যুক্তিযুক্ত বিষয়ে, অশ্রদ্ধা এবং আপনাতে অখিল গুণ সম্পন্ন গুণের প্রতীয়মান করে, তাহার কারণ কি?

উঃ। ইহার কারণ, অজ্ঞান দর্পণে আপন অনুরূপ দর্শন করিয়া তৎপ্রযুক্ত এই জড়দেহে মনের আত্মবোধ হওয়াতেই যত অনর্থ ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ কাহাকেও বা সেই মনের অজ্ঞান প্রতিচ্ছায়া প্রাপ্ত অহঙ্কারের আধিক্য হেতু ইহলোকে লোকাচার সম্বন্ধে হাস্যাস্পদ ও

---

* নির্ব্বোধ বোধগম্য।

পরলোকে পরম পুরুষার্থ সাধনে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএত উহার আধিক্য হইয়া উভয়লোক হইতে পতিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ আমি ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী, সদ্বিবেচক, সুচতুর, সদ্বক্তা, সদাশয় ইত্যাদি গুণসম্পন্ন আপনাতে বোধ হইয়া থাকে। যেমন, মনুষ্য মাত্রে সকলেরই বহুক্ষণ দর্পণে আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াও আপনাকে কদাপি কদাকার বোধ হয় না, বরং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়াই বোধ হয়; তেমনি মনঃ, অজ্ঞান দর্পণে চৈতন্যের প্রতিচ্ছায়া দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে স্বয়ং বিকার বিশিষ্ট হইয়া আমি সকলের শ্রেষ্ঠতম ইত্যাকার অহঙ্কারের উৎপত্তি করিয়া থাকে। অতএব সেই মানসবিকারোৎপন্ন পাপাচার সাধনবিঘ্নকারক, অহম্ভাব স্বত্বে নিস্তার নাই। কেবল, ইন্দ্রিয়জেতা যোগিগণই, সেই সর্ব্বানিষ্টকারি অহঙ্কারকে পরাজিত করিয়া প্রতিনিয়ত জগদীশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বাণপদকে লাভ করিয়া থাকে।

প্রঃ। জগদীশ্বর কি প্রকার রূপধারী?

উঃ তিনি নিরাশ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অমৃতের আকর এবং দগ্ধদারু অনলের ন্যায় নির্ম্মল, দৃষ্ট বস্তু হইতে ভিন্ন, বাঙ্মনোঽগোচর, প্রতিনিয়ত স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।

প্রঃ। ভাল, সাকার দেব দেবী তবে কি?

উঃ। বাঙ্মনঃ অগোচর ব্রহ্মে পুত্তলিকাদিচ্ছলে, সামান্য বালকবৎ অজ্ঞদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হেতু, অথচ

চিন্তার যোগ্য কল্পিতরূপের প্রতিপত্তি করা মাত্র অর্থাৎ যদি অপ্রশান্তমনাঃ অনধিকারি ভক্তগণের উপাসনার নিমিত্ত, সেই অচিন্ত্য অব্যয় অব্যক্ত অদ্বৈত চিন্ময় নিষ্কল-ব্রহ্মের, কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও প্রস্তরাদিতে, শাস্ত্রকারকেরা এরূপ যুক্তি কৌশলে ধ্যেয় রূপের কল্পনা না করিতেন তাহা হইলে ঐ সকল অনভিজ্ঞ জন্তুগণ, নাস্তিকতাবর্ত্মে বিচরণপূর্ব্বক এই জগতীতলে, ধর্ম্মকণ্টক স্বরূপ হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট উৎপাদন করিত।

প্রঃ। জগদীশ্বর, এ জগতের কারণ কি না এবং তাঁহার কারণত্ব প্রমাণ সিদ্ধ হইলেও কিরূপ যুক্তিবলে অনুমান হইবে এবং ঐ অনুমিতি পদার্থই বা কিরূপ উপায়াবলম্বনে সুস্পষ্ট অনুভব হইতে পারিবে?

উঃ। আদিত্যাদি তৈজস পদার্থ অবধি, দেহাদি স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত নিখিল জগতের কারণ, যে সেই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু কারণ ব্যতীত কদাপি কার্য্য সমুৎপন্ন হয় না; অতএব এই জগতের সমস্ত কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াই ইহার কারণকে অনুমান দ্বারা স্থির করিতে হইবে। যখন কৌমরাবস্থায় কার্য্যাকার্য্য অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রথমতঃ কেবল বন্ধুবর্গ-দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া তাহাদের বাক্যমাত্রে নির্ভর করতঃ শরীরোৎপাদক উভয় দম্পতীকে তাৎপর্য্যার্থ বোধে সক্ষম না হইয়াই পিতা মাতা ইত্যাদি শব্দমাত্র প্রয়োগ করা যায়, এবং বয়ঃ প্রাপ্তে অর্থাৎ কথঞ্চিৎ বিষয় বোধানন্তর, আত্মবন্ধু প্রভৃতি জন্তু সমুহের মাতৃগর্ভ হইতে সংসারা-

গমন ক্রিয়াদি দর্শন করিয়া, দেহোৎপত্তির কারণ যে, পিতা মাতা, তৎকালে ইহা বিলক্ষণরূপে অনুমান হইয়া থাকে; পরন্তু স্বীয় পুর্ণ যৌবনকালে, সহধর্ম্মিণী সহ বৈকৃত কার্য্যানন্তর ঐ স্ত্রীর গর্ব্ভ সম্ভূত সন্তানে সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মদীয় কৃত বপন বীজই এই সন্তানোৎপত্তির কারণ, এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। তবে যদি একটী দেহমাত্র উৎপন্নের কারণ বিজ্ঞান করিতে হইলে, প্রথমতঃ বন্ধুবর্গের শ্রুত বাক্যে বিশ্বাস, দ্বিতীয়তঃ অপরের সন্তানোৎপত্তির দৃষ্ট করিয়া অনুমান, তৃতীয়তঃ আত্মজাত সন্তানে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টানুভব এবম্প্রকার বহু পরিশ্রম সাধ্য করিয়া ঐ কারণকে অবগত হইতে হইল, তখন এই সমস্ত জগতের কারণকে জানিতে হইলে, ঐরূপ পূর্ব্ববৎ যত্ন পাওয়াই উচিত অর্থাৎ প্রথমতঃ বেদোক্ত আচার্য্য বাক্যে বিশ্বাস করিবে। তদনন্তর, সোম, সূর্য্য, তারকাপ্রভৃতি জ্যোতিগণ ও নিদাঘ, প্রাবৃট, শরদাদি ঋতুগণ ইহাদিগের যথা নিয়মে উদয়াদি কার্য্যের প্রতি অবলোকন করিয়া ঐ সকল নিয়ম্যদিগের নিয়ন্তার অনুসন্ধান করিবে, তাহা হইলেই জগতের কারণ কে স্থির হইবে। অর্থাৎ যদি প্রশাসিতা না থাকিত তাহা হইলে যামিনীতে সূর্য্য এবং দিবাভাগে রজনীপতি ও নক্ষত্রাদির উদয় হইতে পারিত, অথবা প্রতিনিয়ত বিভাবরী বর্ত্তমান থাকিয়া এই জগতকে বিশৃঙ্খল করিয়া জন্তু সম্বন্ধে বহুমত অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারিত। অতএব এই সমস্ত কার্য্যকে সমালোচনা করিয়াই অবশ্য কারণকে অনুমান

করিতে হইবে তদনন্তর, আচার্য্যোপদিষ্ট মহাবাক্যে অহ-রহ স্মরণ করতঃ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিজনে যোগা-ভ্যাসপূর্ব্বক ধারণাশীলা বুদ্ধির দ্বারা যখন ঈশ্বর চিন্তায় চিত্তের একাগ্রতা হইবে, তখন সমাধিকালে সেই প্রশান্ত মনা জিতেন্দ্রিয় যোগী স্বচিত্ত প্রসন্নতা প্রযুক্ত অবশ্যই ব্রহ্মানন্দ প্রত্যগ্রূপে অনুভব হইবে।

প্রঃ। পূর্ব্বে কহিয়াছেন, ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় এবং সর্ব্ব ব্যাপী। ভাল, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও জ্যোতির্ম্ময়ত্ব সিদ্ধ হইলেও সর্ব্বব্যাপী বাঙ্মনঃ অগোচর সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে তবে কিপ্রকার সাধনসিদ্ধ অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবে? অনুগ্রহপূর্ব্বক এই জিজ্ঞাসিত বিষয়, বিস্তাররূপ ব্যাখ্যা করিয়া এ পদাশ্রিত শিষ্যের সংশয় নিরাশ করুন্।

উঃ। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, লতা, গুল্ম, আকাশ, মহী মহীধর অবধি সেই বিষ্ণুলোকপর্য্যন্ত, যাবতীয় দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ আছে, তাহা সমস্তই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পরা ও অপরা শক্তি প্রভাব মাত্র; তন্মধ্যে জন্তুগণ অর্থাৎ চেতন পদার্থ মাত্রে চৈতন্যরূপিনী পরাশক্তি প্রভাবে মনের ইচ্ছামত কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। এবং স্থাবর মাত্রেই অর্থাৎ পাদপ প্রস্তর প্রভৃতির অপরা শক্তি প্রভাবে শরীর পরিবর্দ্ধমান হইয়া থাকে। তবে সুতরাং সেই জগদীশ্বর হইতে জগৎ অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে, অতএব তিনি যে, সর্ব্বব্যাপী তাহার আর সংশয় নাই। এবং সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য পুরুষই পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিঃপদার্থদিগের পরম

জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ লোক প্রকাশক সূর্য্যও তাঁহার জ্যোতিঃ আশ্রয় করিয়া জগৎকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন। একারণ তিনি জগতীস্থ সমস্ত পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়েন এবং সকলের অন্তর্যামী, প্রাণি-দিগের প্রাণ, বুদ্ধির প্রেরণকর্ত্তা অর্থাৎ যিনি, অস্মদাদির বুদ্ধি বৃত্তিকে মোক্ষপ্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, তিনিই জন্মমৃত্যু ভয়যুক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক উপাস-নীয় জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম। অতএব জ্যোতির্ম্ময় বিষয়েও আর কোন সংশয় রহিল না, যেহেতু ইহা ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তবে যে তাঁহার বাঙ্মনঃ অগোচরত্ব ইহা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক এই এক সংশয় আছে। ইদানীং সেই বিষয়ের যথাশক্তি প্রত্যুত্তর করি-তেছি নিবিষ্টমনা হইয়া তাহা প্রণিধান কর। সম্মিলিত তন্ত্রী সহযোগে তাল সুসঙ্গত সঙ্গীত শ্রবণে তদন্তর্গত সুর লয়জনিত আনন্দ, উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া মনের চিন্তাদি বিনষ্ট করিয়া তৎকালীন যেরূপ অপার বিষয়া-নন্দের উদয় করে, তাহা প্রায় প্রত্যেক অন্তঃকরণে বিরা জিত থাকিয়া ও তথাচ অদৃশ্য ও অবক্তব্য এবং যেরূপ বেদনাস্থানস্থিত নিদর্শন স্বরূপ স্ফোটকাদি দৃষ্ট হইলে, তজ্জনিত বেদনা পদার্থ কদাপি দর্শনেন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না; কিন্তু অনুভব সিদ্ধ অনায়াসে হইয়া থাকে। সেইরূপ সংশয়রহিত বুদ্ধির নির্ম্মলতা প্রভাবে, অজ্ঞানতিমিরারিরূপ জ্ঞানসূর্য্যের সমুদিত হইলে, সেই

নিত্যজ্ঞানময় স্বয়ম্প্রভ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বানন্দময় পরমাত্মার অনুভব হইয়া থাকে।

প্রঃ। হে গুরো! বলদ্বারা নিয়োজিতের ন্যায়, ইচ্ছা না করিলেও প্রাণীসমূহ কাহার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পাপকর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকে?

উঃ। রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় মহাপাপ স্বরূপ এই কামই, ক্রোধ রূপে পরিণত হইয়া প্রাণিগণে পাপ কর্ম্ম আচরণে নিয়োজিত করে; অতএব ইহাকেই জগদ্বৈরি বলিয়া জানিবে। যদ্রূপ ধূমদ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ, গর্ভবেষ্টক জরায়ু দ্বারা গর্ভস্থ শিশু আবৃত থাকে; তদ্রূপ দুষ্পূরণীয় অনল স্বরূপ জগদ্বৈরি কাম দ্বারা জ্ঞানিদিগের জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ইহার আশ্রয় স্থান। এই কাম, আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদির সহযোগে জ্ঞানকে আবরণ করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। হে গুণাকর সুধীন! তন্নিমিত্ত তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদি সংযমন করণান্তর জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক স্বরূপ সেই পাপরূপ কামকে বিনাশ কর। হে সৌম! পরে অজেয় কামরূপ শত্রুকে বিনাশপূর্ব্বক সংশোধিত বুদ্ধিদ্বারা পরমানন্দস্বরূপ অমৃতময় পুরুষকে বিদিত হইয়া, এই জন্ম মরণরূপ নরকপূরিত সংসারকে পরাজিত করিয়া পবিত্র চিত্তে অহর্নিশ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের অধিকারী হইবে।

প্রঃ। দুর্নিমিত্ত সুখাকাঙ্ক্ষি সচঞ্চল মনের, স্বকর্ম্ম ভোগ হেতু, জড়দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ দুর্নিবার যন্ত্রণা হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ হইতে পারে?

উঃ। আহা! তোমার অপূর্ব্ব পতিতপাবনকর যুক্তি যুক্ত প্রশ্ন শ্রবণে প্রাণ শীতল হইল।

দেখ, প্রত্যেক মনুষ্যেরই মোক্ষার্থে বেদোক্ত যুক্তি-যুক্ত বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহার তাৎপর্য্যার্থ বিষয়ে চিন্তাভিনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ একেত ত্রিগুণময়ী মায়াপত্য মনঃ প্রবৃত্তি প্রেমে নবানুরাগি হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মিথ্যাচার ইত্যাদি প্রণয়ী সম্বন্ধীয় পরিবারবর্গ লইয়া সদা প্রমত্ত, তাহাতে আবার কি তাহাকে অসম্মার্গ প্রেরণকর্ত্রী ব্যভিচারিণী কুমতির প্রেম তরঙ্গে সংমগ্ন হইতে উৎসাহ প্রদান করা উচিত? অর্থাৎ কদাপি হইতে পারে না, স্বয়ং যত্ন পাইয়া কেহ কখন নরকালয়েরদ্বার মোচন করে না। অতএব মনকে ধারণাশীলা পরমার্থিক বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া বিষয়পথবৎ তত্ত্ববর্ত্মে সুচতুরতা প্রকাশ করান উচিত। এবঞ্চ প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত আপনার অনিষ্টকর রিপুগণের দোষ গুণ সকল বিচার করা উচিত। যেহেতু সতত চঞ্চল মনঃ দুর্নিমিত্ত সুখ আশান্বিত হইয়া কেবল কামাদি বশেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। আর দেখ, ক্ষণিক সুখার্থে জীবগণ যে সকল বৃথা কায়িক মানসিক কষ্ট পায়, তাহা কেবল বুদ্ধির অনিপুণতা প্রযুক্ত জানিবে অর্থাৎ যেমন অনিপুণ সারথির সন্নিহিতে রথ সংযোজিত অবশীভূত অশ্বগণ, প্রবোধ না মানিয়া যথেচ্ছিত পথে পদ সঞ্চরণ করে, এ স্থলেও সেইরূপ জানিবে অর্থাৎ বুদ্ধিসারথির কার্য্যে অপটুতাবশতঃ ইন্দ্রিয়

রূপ দুষ্টাশ্বগণ সদাতন বিষয়মার্গে ধাবমান হয়। কিন্তু যিনি, বিজ্ঞান বুদ্ধি সারথির সহায়ে মনোরূপ অশ্বরজ্জু-দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্টাশ্বগণকে বশীভূত রাখিয়া এইরূপ বিচারবান্ হয়েন, যে, অনাত্ম জড়দেহে মনের আত্মরূপ সঙ্কল্প হেতুতেই বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয় মাত্র, নচেৎ সর্ব্বই মিথ্যা অর্থাৎ মনের অবশীভূততাই যাতনার মুল কারণ, তিনিই উন্মত্ত বারণ সদৃশ দুর্নিবার মনকে শাসন করিতে সক্ষম হয়েন। অর্থাৎ পরাক্রান্ত রিপুকর্ত্তৃক আক্রান্ত প্রমত্ত মনকরীকে, পুরুষার্থ পঙ্কেরুহ বনদলনার্থ, গমনোন্মুখ দেখিতে পাইলেই অমনি তৎ-ক্ষণাৎ প্রবোধাঙ্কুশ অনুবলে প্রত্যাহৃত করিয়া সদুপ-দিষ্ট বাক্য সকল সমালোচনা পূর্ব্বক উদিত ভাবের অন্ত-র্দ্ধান করতঃ ক্রমশঃ বিবেক পথের আশ্রয় করিতে পারেন; অথবা উপায়ান্তর আশ্রয় দ্বারা অর্থাৎ প্রবল রিপুর কার্য্যে গমনোন্মুখী বায়ু সদৃশ সচঞ্চল স্বভাবাপন্ন আ-ক্রান্ত মনকে প্রত্যাহরণে অশক্ত জন্য, তৎকালীন সেই অভীপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উহা সমাধানন্তর সেই কৃত-কার্য্যকে অতি গর্হিত বিবেচনায়, যে ক্ষণিক বিরাগ জন্মে; অর্থাৎ যাহাকে উপরতি কহে, সেই সৎপর্য্যালোচিত উপরতিকে ধৈর্য্য ও ধারণাশীলা বুদ্ধি দ্বারা পরমেশ্বর উপাসনা সহযোগে অভ্যাস করিলে, তাহাতে ক্রমে ঈশ্বরে গাঢ়তরা ভক্তি জন্মে, এবং সেই জ্ঞানের অন্তর্গত ফলসাধনকর্ত্রী ভক্তিদ্বারা নির্ম্মলতা সংশয় মনের রহিত হেতু আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় প্রণষ্টকারি সূর্য্য স্বরূপ

স্বপ্রকাশক জ্ঞান পদার্থের উদয় হয় এবং ঐ সমুদিত জ্ঞান প্রভাবে জীব এই আরোপিত মায়াসমুদ্ভূত মনের, অনায়াসে নিরয় পরিপূরিত সংসার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ হইতে পারে। ইত্যাদি বাক্যাবসানে, সুদীন করপুটে দীনভাবে অতি কাতর পুর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে গুরো অধিরাজ! ইদানীং মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর উপনিষদ্বাক্য স্বরূপ কোন গীতাদির প্রসঙ্গ করিয়া মদীয় মানসিক বেদনা দূরীকরণ করুন্। শিষ্যসন্তাপহারক প্রসন্নভাবাপন্ন তত্ত্বদর্শি গুণার্ণব, প্রিয়বর সুদীনকে সৎসন্দর্ভ*উপদেশ করণেচ্ছুক হইয়া উপনিষদ সারসংগ্রহ অধ্যাত্ম রামায়ণান্তর্গত স্বয়ং ভগবন্মুখনিঃসৃত রামগীতার উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন। যাহা শ্রবণমাত্রে স্ববাসনা সংসার যাতনা ভস্মরাশি হইয়া যায়,এবং প্রোদ্দীপ্ত পাবকস্বরূপ জ্ঞানসূর্য্য, মানবনিকরের হৃদয়াকাশে সমুদিত হওত বিমল কর প্রদানে,এককালীন অজ্ঞানান্ধকারকে প্রণষ্ট করিয়া স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ সপ্রকাশ থাকে। অর্থাৎ যদনুবলে জন্তু সমূহ জীবোপাধি পরিত্যক্ত হইয়া চরমে পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। অতএব হে দেবি পর্ব্বত রাজনন্দিনি! সদা কুটুম্বদিগের সুরঙ্গ তরঙ্গময় সংসার সাগরে সমগ্ন জীবগণে, উদ্ধারকরণেচ্ছুক হইয়া সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ ভগবান রামচন্দ্র, উত্তর কোশলস্থ সিংহাসন লব্ধে পরম সুখে প্রজা পালন সময়ে, একদা নির্জ্জনাবস্থিত হইয়া যোগ জিজ্ঞাসু সুমিত্রা নন্দনে

---

* উত্তম প্রবন্ধ।

যে অনুত্তম যোগপ্রসঙ্গ দ্বারা অপার অজ্ঞান পারাবার হইতে নিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ যাহা মৎপ্রণীত অধ্যাত্ম রামায়ণ মধ্যে সযতনে প্রকাশ পাইয়াছে, রাজর্ষি গুণার্ণব, সেই অপূর্ব্ব অমৃতোগম রহস্য বিবরণ কহিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে বিশুদ্ধবুদ্ধি সুমিত্রানন্দন, নিজ রামচন্দ্রে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সেবিত পাদপদ্ম যুগলে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করতঃ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে মহামতে! আপনি বিশুদ্ধবুদ্ধ ও আত্মা স্বরূপ এবং সর্ব্ব দেহিদিগের নিয়োগকর্ত্তা, তথাপি আপনি স্বয়ং শরীরাদি রহিত হইয়াও আপনার চরণ কমল যুগলে মধুকর সদৃশ প্রাপ্ত সঙ্গ শুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট জ্ঞানদৃক্‌দিগের সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। অতএব হে প্রভো! আপনার যোগি যোগগম্য সংসার নিবর্ত্তক চরণারবিন্দে শরণাগত হইলাম; আমি যাহাতে অনায়াসে দুস্তর ভবজলধি হইতে সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন্। তখন লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভবরোগহারী প্রশান্ত বুদ্ধি ভগবান্ রামচন্দ্র, অজ্ঞান শান্তি করণার্থ রাজর্ষিদিগের ভূষণস্বরূপ শ্রুতি কথিত আত্ম তত্ত্বজ্ঞান বলিতে লাগিলেন। অগ্রে স্বজাতীয় আশ্রম বর্ণিত ক্রিয়া করণান্তর সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত নির্ম্মলান্তঃকরণে পূর্ব্বাবস্থার উপাসনা সমাপন অর্থাৎ ক্রিয়াদি নিবৃত্তি করতঃ বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া আত্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ সদ্গুরুকে সমাশ্রয় করিবে। রাগ

দ্বেষাদিযুক্ত পাপ পুণ্যানুরাগি মানবের সম্বন্ধেই, শরীরোদ্ভবের হেতুভূতা ক্রিয়া আদরণীয়া হয়; কারণ যদ্দ্বারা দেহ ধারণ করিতে হয় এবং দেহধারণ করিলেই পুনর্ব্বার ক্রিয়ার আরম্ভ হয়; এই নিমিত্ত এই ভব সংসারকে চক্রবৎ বলিয়া কথিত আছে। অজ্ঞানই ইহার মূল কারণ, অতএব সে বিষয়ের ত্যাগই বিধান হইয়াছে; কিন্তু সেই অজ্ঞানতা নষ্ট করিবার নিমিত্ত বিরোধের সহিত কথিত কর্ম্ম, অথবা তজ্জাত ফল উভয়েই পটুতর নহে; কিন্তু বিদ্যাই পটুতরা হইয়াছেন। কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানতার হানি এবং রাগ দ্বেষাদির সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হয় না, কিন্তু তাহা হইতে দোষের অর্থাৎ পুনঃ২ কর্ম্মসকলই উৎপন্ন হয়; সেই কর্ম্ম হইতে পুনরপি অবারিত সংসারই হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত তত্ত্ববিৎ সর্ব্বদা জ্ঞান বিষয়ে বিচারবান্ হইবেন। শ্রুত্যাদিতে যদ্রূপ বিদ্যাকে পুরুষার্থসাধন নিমিত্ত বলিয়া প্রকটিত হইয়াছে, তদ্রূপ ক্রিয়াকেও কথিত হইয়াছে, অতএব দেহবান্দিগের প্রথমতঃ নিষ্কাম হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ বাসনা রহিত ক্রিয়ার অন্তর্গত বিদ্যাকেই প্রাপণ সাধনীভুতা। নিত্যরূপা কর্ম্ম অকরণে শ্রুতি উক্ত প্রত্যবায় সেই হেতু অনধিকারি মুক্তি ইচ্ছুকজনকর্ত্তৃক নিত্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু চিন্মনা জনগণকর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষণকর্ত্রী, * কর্ম্মের অপেক্ষা করে না ব্রহ্মবিদ্যাই উপাসনীয়া অথবা কর্ম্মের অপেক্ষা করে? না; তাহা কদাপি

* দূরদৃষ্ট।

সম্ভবে না (এই শ্লোকের পরার্দ্ধভাগের অর্থান্তর) ভাল, স্বাধীনা রূপিণী ব্রহ্ম বিদ্যা, স্থির পুরুষার্থ সাধনকর্ত্রী হইয়া ইনি কি কাহার সহায়তার অপেক্ষা করেন? না, তাহা কদাপি করেন না। যেহেতুঃ তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধা হইলে কর্ম্মে অধিকার থাকে না। অনিত্য স্বর্গাদি ফলসাধক হইয়াও যেরূপ যাগাদি জ্ঞানের উৎপাদক হয়; সেই রূপ বেদোক্ত কর্ম্মের সহিত বিদ্যা মুক্তিবিষয়ে অধিকতরা বিশেষণীয়া (বিশেষ হয়েন)। কোন কোন বিতর্কবাদি গণ, এইরূপ অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমভাব বা একতা কহিয়া থাকেন, দৃষ্ট বিরোধ হেতু তাহা উভয়ই অসৎ * কারণ, ক্রিয়া দেহাদিতে অভিমান বশতঃ সর্ব্বতোভাবে অভিবর্দ্ধন হইয়া থাকে, এবং বিদ্যা গলিত দেহাভিমান জনসম্বন্ধেই প্রসিদ্ধ আছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ বেদান্ত বাক্য বিচারদ্বারা, যিনি ব্রহ্ম বিষয়ক অন্তঃকরণ বৃত্তিপ্রাপণকারিণী, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা; অতএব ইহা বিদ্বানগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, বিদ্যা সমস্ত কামাদি সহিত কর্ম্মকে বিনাশ করেন, এবং কর্ম্ম সমুদয় কামাদির সহিত উদিত হইয়া থাকে। অতএব তত্ত্ববিৎ, সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন; কারণ পরস্পর বিরোধ হেতু বিদ্যা, কর্ম্মের সহিত একতা হয়েন না। অনন্তর চিত্তশুদ্ধ হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিষয়-গোচর হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মানুসন্ধান পর হইবে। যাবৎ মায়া প্রভাবে জড়দেহে আত্ম-

* অর্থাৎ মুক্তির কারণ কর্ম্ম অথবা জ্ঞান কর্ম্মের সমুদয় কদাপি হইতে পারে না।

বুদ্ধি থাকিবেক, তাবৎ বেদ বিধি উক্ত কর্ম্মসমূহ অবশ্য কর্ত্তব্য। তদনন্তর তন্ন তন্ন এইরূপ বিচারে সমস্ত বিষয় তিরোহিত * করতঃ পরমাত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ানন্তর সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। যখন স্বীয়াত্মাতে পরমাত্মার অভেদ রূপ দীপ্তিবিশিষ্ট বিজ্ঞান প্রকাশিত হইবে, তখন স্বীয় ব্যাপারের সহিত মায়া সম্যক্ প্রকারে বিলীন হইয়া যাইবে। শ্রুত্যাদি প্রমাণযুক্ত মহাবাক্য দ্বারা সেই সংসার কর্ত্রী অবিদ্যা বিনষ্টা হইলে, পুনশ্চ কি প্রকারে উৎপত্তি হইতে পারিবে? অর্থাৎ বিমল অদ্বৈতানুভব জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা অবিদ্যা, কদাপি পুনরুৎপত্তি হইতে পারিবে না, যদি দেহি সম্বন্ধে অবিদ্যা নষ্ট হইয়া পুনরুৎপত্তি না হয়, তবে প্রকৃতি গুণ সম্ভূত কার্য্যে অহমিত্যাকার কর্ত্তাবোধ কি রূপে হইতে পারে? অর্থাৎ কদাপি পারে না। অত-এব স্বাধীনা ব্রহ্মবিদ্যা কেবল মোক্ষের নিমিত্ত বিশেষরূপে ভাসমানা হয়েন, কোন কর্ম্মেরই অপেক্ষা করেন না; সেই তৈত্তিরীয় শ্রুতি সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম পরিত্যাগ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যজুর্ব্বেদোপনিষদও এইরূপ বলিয়াছেন, যে, জ্ঞানই মোক্ষের নিমিত্ত সাধন কর্ম্ম নয়। বিদ্যার সহিত যাগাদির সমতুল্য ভাবে দর্শিত হইয়াছে, সে দৃষ্টান্ত কদাপি হইতে পারে না, অর্থাৎ বিদ্যার সহিত যাগাদির সমতুল্যতা কথিত নাই; যেহেতু উভয়ের ফল পৃথক্, যাগাদি বিবিধ বাসনার সহিত সাধনীভূত, এবং জ্ঞান তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিপরীত। সেই ব্যক্তির প্রত্য-

* অন্তর্হিত।

বায়ু* হইয়া থাকে, যাহার দেহে অহমিত্যাকার আত্মবুদ্ধি আছে; কিন্তু তত্ত্বদর্শি সম্বন্ধে নহে, অতএব বিকাররহিত তত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক বেদবিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করণ কর্ত্তব্য। প্রথমে শ্রদ্ধান্বিত হওতঃ গুরু প্রসন্নতায় তত্ত্বমসি বাক্য-দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার একত্ব বিদিত হইয়া, অচল সদৃশ অকম্পিতচিত্তে সুখী হইবে। তত্ত্বমসি মহাবাক্যার্থ অনুভব বিষয়ে অগ্রে তৎ, ত্বং, অসি এই তিনটী পদের অর্থ অব-গতি হওনাবশ্যক, বিধি উক্ত তৎ পদার্থের অর্থ পরমাত্মা, ত্বং পদের অর্থ জীব, অনন্তর অসি এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন দ্বারা ঐ দুই পদের ঐক্য করিলে সুতরাং এক পরমাত্মাই তত্ত্ব-মসি পদের অর্থ হয়। সেই উভয় পরমাত্মা জীবের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বিরোধ পরিত্যাগানন্তর লক্ষণা দ্বারা লক্ষিতা এবং সংশোধিতা, এক ধর্ম্ম চৈতন্য রূপতা গ্রহণ করতঃ স্বীয়াত্মাকে ব্রহ্ম জানিয়া দ্বৈতভাব রহিত হইবে। ঐক্য হেতু জহলক্ষণা ও বিরোধের হেতু অজহলক্ষণা এবং তিনি ইনিই। এবম্বিধ অপরাপর পদার্থের ন্যায় ভাগ লক্ষণা যুক্তি অভাব হেতু সম্ভবে না। অতএব নির্দ্দোষ হেতু তত্ত্বং পদার্থের প্রত্যক্ষতা ও অপ্রত্যক্ষতা এতদুভয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্যতা মাত্র বিদিত হইবে। পৃথিব্যাদি পঞ্চীকৃত ভূতোৎপন্ন সুখ দুঃখাদি কর্ম্মভোগের আলয় স্বরূপ, দুষ্কৃত্যাদি কর্ম্মজাতঃ মায়াময়, স্থূল শরীর

* অনিষ্ট।

। এবং তত্ত্বং পদার্থের নির্দ্দোষতা হেতু তিনিই এবম্প্রকার পদার্থের ন্যায় ভাগলক্ষণা যোজনা হয় (প্রকারান্তরার্থ)।

আত্মার উপাধি হয়। মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি বুদ্ধেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণাদি সেই অপঞ্চীকৃত ভুতোৎপন্ন সূক্ষ্ম শরীর, সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধন স্বরূপ হয়; পরন্তু তত্ত্ববিৎ পরমাত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ ইহা অবগত আছেন। অনাদি অব্যক্ত এই জগতের কারণ স্বরূপ, অজ্ঞান প্রধান উৎপন্ন এবং অন্য সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরাদি হেতুভুত; কিন্তু উপাধি ভেদ দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ শরীর হইতেই স্বীয় আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জানিবে। অসঙ্গরূপ, অজন্মা, অদ্বিতীয় এই আত্মা যেমন স্ফটি-কাদিতে নীল পীতাদির সঙ্গ দ্বারা সেই নীল পীতাদির দীপ্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই শরীরস্থ পঞ্চকোষে প্রকাশিত হয়েন, জ্ঞানীগণ, সর্ব্বতোভাবে এইরূপ বিচার করিবেন। সেই নিত্য পরম মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মেতে, ত্রিগুণা ত্মিকা বুদ্ধি হইতে জাগ্রত স্বপ্নাদি ভেদ করণক তিন প্রকার অবস্থা দৃশ্যমান হয়, কিন্তু অবস্থাত্রয় সমান হইলে পরস্পর ব্যাভিচার জন্য মিথ্যা জ্ঞান হয়। দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতিনিয়ত সঙ্গজন্য বুদ্ধিবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সেই অজ্ঞান লক্ষণা বুদ্ধি যাবৎ থাকে, তাবৎ এই ভবসংসার হইয়া থাকে। অতএব ইহা নয়, ইহা নয় এইরূপ প্রমাণ দ্বারা সমস্ত নিরাকৃত করতঃ চিদ্ঘনামৃত প্রাপ্তমানস দ্বারা সর্ব্বতোভাবে রসগৃহীত ফল পরিত্যাগের ন্যায় সার গ্রহা-নন্তর জগৎ পরিত্যাগ করিবে। কারণ এই আত্মা কদাপি মৃতঃ জাতঃ ক্ষয় বিশিষ্ট ও বিবর্দ্ধিত নহেন, ইনি সর্ব্ব হইতে অতীত, সুখ স্বরূপ, স্বয়ং প্রভ, সর্ব্বব্যাপী, দ্বিতীয়

রহিত, এইরূপ বিজ্ঞানময় সুখস্বরূপ আত্মাতে সুখ দুঃখা-দির আকর মায়িক সংসার কিরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে। কেবল অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত প্রকাশ হয়, পরন্তু জ্ঞান কর্ম্মের পরস্পর বিরোধ হেতু জ্ঞানানন্তর বিলীন হইয়া যায়। ভ্রম বশতঃ অন্য বস্তুতে অন্য বস্তুর যে জ্ঞান হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভ্রমবলিয়া থাকেন, যেরূপ অসর্প-ভূত রজ্জ্বাদিতে সর্প জ্ঞান হয, সেই রূপ ঈশ্বরে জগৎভ্রম হয়। বিকল্প, মায়া রহিত, চিদ্রূপ, নির্ম্মল, পরব্রহ্মেতে প্রথমতঃ অহমিত্যাকার যে প্রকল্পিত হইয়া থাকে ইহার কারণ ভ্রম মাত্র। ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্মাদিতে যে কল্পিত বুদ্ধি, ইহা কেবল এই সংসারের হেতু; যেহেতু আমাদিগের প্রগাঢ় নিদ্রাকালে, তাহাদিগের অভাব বশতঃ কেবল সুখাত্মক পরমাত্মাই ভাসমান হয়েন। অনাদি অবিদ্যা উদ্ভব বুদ্ধি প্রতি-বিম্বিত * চৈতন্য,জীবরূপে প্রকাশ ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন; কিন্তু আত্মা, বুদ্ধি সম্বন্ধে সাক্ষী রূপে পৃথক্ স্থিত, যিনি নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ জানেন তিনিই শ্রেষ্ঠ হয়েন †। চৈতন্য প্রতিবিম্ব সাক্ষ্যাত্মক বুদ্ধি-দিগের সম্বন্ধে, ভ্রম বশতঃ বহ্নিতপ্ত অয়সখণ্ডের ন্যায় একত্র বাস নিমিত্ত চিদ্রূপ এবং চিত্তের পরস্পর চিজ্জ-ড়তা প্রতীয়মান হয়। গুরু সমীপে উপবিষ্ট শ্রুতি বাক্যে, এবং তত্ত্বমসি মহাবাক্য দ্বারা সম্যক্ জাত বিদ্যা-

* প্রতিচ্ছায় প্রাপ্ত।

† প্রকারান্তরার্থ কিন্তু তিনিই বুদ্ধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পর হইয়াছেন যাহার বুদ্ধি সম্বন্ধে এই আত্মা সাক্ষী পৃথক্ স্থিত হয়েন।

নুভবে, উপাধি বর্জ্জিত আত্মবিষয়ে প্রকাশমান্ সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বতোভাবে জড়তা পরিত্যাগ করিবে। (আত্ম দর্শন কালে এইরূপ চিন্তা করিবে) শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, জন্ম রহিত, অদ্বিতীয়, আমি, একাকিই সর্ব্বতো প্রকাশমান্, অতি নির্ম্মল, বিশুদ্ধ জ্ঞানময় নির্ব্বিকার, সম্পূর্ণ আনন্দরূপ এবং অক্রিয় আমি নিত্যমুক্ত, অচিন্ত্য শক্তিমান্, ইন্দ্রিয়াদির অতীত, জ্ঞানরূপ, বিকার রহিত, দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বদা বেদবাদী তত্ত্ববিদ্গণকর্ত্তৃক চিত্তে চিন্তনীয়; এইরূপ অচঞ্চল চিত্ত দ্বারা আত্মাকে বিভাব্যমান্ পণ্ডিতগণের যে (সোহহং ইত্যাকার) বিশুদ্ধ উপাসনা, অচিরকাল মধ্যে বিবিধ বাসনার সহিত পারদর্শি ভিষক্ প্রস্তুত মহৌষধি দ্বারা, রোগ প্রতিকারের ন্যায় অবিদ্যাকে নষ্ট করিবে। নির্জ্জনে সমাসীন পূর্ব্বক বশীকৃত ইন্দ্রিয়ে জিতাত্মা হওতঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণে অন্যান্য সাধন দ্বারা কেবল আত্মাতে অবস্থিতানন্তর বিশেষ জ্ঞান দ্বারা অনুভব করিবে। * সর্ব্বত্র পরমাত্মদর্শনপর হইয়া জগতের হেতু স্বরূপ এই বিশ্ব সংসারকে, আত্মাতে বিলীন করতঃ পূর্ণ জ্ঞানানন্দময় রূপে অবস্থান পূর্ব্বক অন্তর্বাহ্য বিস্মৃত হইবে। সমাধি পূর্ব্বকালে (এই অখিল) সচরাচর জগৎ সংসারকে ওঙ্কার মাত্র চিন্তা করিবে; যেহেতু তিনিই বাচ্য, আর প্রণব বাচক স্বরূপ, বস্তুত অজ্ঞান বশতঃ এইরূপ ভাবনা করিবে জ্ঞানানন্তর নয়। (সমাধি পূর্ব্বাবস্থাত্রয়) বিশ্বরূ অকার

* অথবা বিজ্ঞানদৃক্ হইবে॥

আখ্যাযুক্ত হয়, তৈজস পুরুষ উকার আখ্যক, প্রাজ্ঞপুরুষ মকার সংজ্ঞক, নিখিল বিদ্বদ্ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। বহু প্রকার ব্যবস্থিত বিশ্বক অকার সংজ্ঞক পুরুষকে, তৈজস উকার সংজ্ঞক পুরুষে বিলীন করিবে; তদনন্তর প্রণবাস্তস্থ মকার সংজ্ঞক পুরুষে তৈজস পুরুষকে বিলীন করিবে। অনন্তর প্রাজ্ঞাখ্যসংজ্ঞক মকার পুরুষকেও জগৎকারণ চিদ্রূপ ব্রহ্মে বিলাপণ করিবেন। (তদনন্তর এইরূপ ভাবনা) আমি সেই ব্রহ্ম, অনুপাহিত, * বিমল, নিত্য মুক্তের ন্যায়, এবম্প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ আত্মাকে দর্শন করিবে † (আত্মদৃষ্ট জীবন্মুক্ত যোগীর অবস্থা বিশেষণ দ্বারা বলিতেছেন) এরূপ বিদিত পরমাত্মভাজন যোগী, ব্রহ্মানন্দে সন্তোষ-পূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে অখিলকে বিস্মৃত হইয়া বারিধি-বারিবৎ অচলভাবে অবস্থান করিবে; কারণ আত্মা, আত্মবিষয়ে নিত্য সুখ প্রকাশক। ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিবর্ত্তক, বশীকৃত রিপু, জিতষড়্গুণাত্মা এবম্বিধ সর্ব্বদা কৃতাভ্যাস সমাধি যোগিসম্বন্ধে আমি প্রতিনিয়ত দৃশ্য হই। মায়া-পাশ বন্ধনমুক্ত মুনি, এইরূপ আত্মাকে নিরন্তর ধ্যান করণান্তর আত্মাতে অবস্থান করিলে এবং অভিমানশূন্য হওত প্রারব্ধ ভোগ করিলে, সাক্ষাৎ আত্মার স্বরূপ আমাতেই প্রলীন হয়। ভয় শোকের কারণ ভবসংসারের, আদি, মধ্য, অন্তঃ বিদিত হইয়া শ্রুতি বাক্যোক্ত সমস্ত

---

* আরোপিত নয়।

† বিশেষ জ্ঞানরূপ আত্মদৃক্ হইবে।

কার্য্য পরিত্যাগ করণানন্তর সর্ব্ব জীবের ঈশ্বর স্বরূপ পরমাত্মাকে সম্যক্ ভজনা করিবেক অর্থাৎ স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মারূপে জানিবে। আত্মাতে এই জগৎ সংসার অভেদ রূপে চিন্তা করিয়া, অপরাপর উদক সাগরসলিলে, ক্ষীরে দুগ্ধ, মহাকাশে ঘটাকাশ, অখিল-বায়ুতে প্রাণ বায়ু আদির অভিন্ন দর্শনের ন্যায়, (আমার সহিত) পরমাত্মার সহিত স্বীয়াত্মাকে অভেদ দর্শন করে। মুনি, সংসারে অবস্থান করিয়াও শ্রুতিযুক্তি দ্বারা যদি জগৎকে দৃষ্টিদোষ বশতঃ দ্বিচন্দ্র দর্শন ও দিগ্বিষয়ে অন্য-দিগের ভ্রমের ন্যায়, নিশ্চিৎ মিথ্যাজ্ঞান করতঃ পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত পরমাত্মা দর্শন করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হয়েন। এই অখিলসংসার যাবৎকালপর্য্যন্ত মদীয় স্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম না হয়, তাবৎকাল আমার আরাধনা বিষয়ে তৎপর হইবে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত অতীব ভক্তি-লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহার মানসাকাশে সর্ব্বক্ষণ উদয় হই। এই যে শ্রুতিসারসংগ্রহভূত রহস্য নিশ্চিৎ করিয়া প্রিয়-তম হেতু তোমায় কথিত হইল, যে ব্যক্তি ইহা আলোচনা করে, সেইজন বুদ্ধিমান হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। হে ভ্রাত! এই জগৎ যাহা প্রকর্ষরূপে দৃশ্য হয় সমস্ত মিথ্যাভূত মাত্র। অতএব বুদ্ধিদ্বারা পরি-ত্যাগ করিয়া মদীয় স্বরূপ ভাবনায় কৃত শুদ্ধান্তঃকরণে বিগতজ্বর হইয়া পরমানন্দে সুখী হও। * যিনি, কদা-

* এই শ্লোকের অন্য অর্থ। হে ভ্রাত! এই জগৎকে কেবল মায়াহেতু প্রকর্ষ অর্থাৎ সত্যরূপে জ্ঞান হয়, অতএব বুদ্ধিদ্বারা জগদ্ভাব পরিহার করিয়া মদীয় চিন্তায় চিন্তিত হওও কৃতশুদ্ধান্তঃকরণে পরমানন্দময় হইয়া অসুখী হও।

চিৎ আমাকে মায়ার অতীত নির্গুণ পরব্রহ্ম স্বরূপ অথবা সগুণ ভাবে, অর্থাৎ রাম কৃষ্ণাদি বিবিধ প্রকার লীলা বিগ্রহ মূর্ত্তি, মানসে উপাসনা করেন, তিনি আমার স্বরূপ হইয়া স্বীয় পদলগ্ন ধূলী দ্বারা স্পর্শ করতঃ দিবাকরের ন্যায়, লোকত্রয়কে পবিত্র করেন। বেদান্তজ্ঞ পরব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াও রামরূপ চরণে, অর্থাৎ রামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত শ্রুতির সারসংগ্রহ মৎকর্ত্তৃক কথিত হইল, ইহা বিজ্ঞানস্বরূপ, যদি মদীয় এই সকল বাক্যে দৃঢ়ভক্তি হয়, অথচ যিনি শ্রদ্ধার সহিত গুরুভক্তিসংযুক্ত হইয়া অহরহঃ প্রকৃষ্টরূপে এই গীতা পাঠ করেন, তিনি দেহাবসানে আমার স্বরূপত্বকে প্রাপ্ত হয়েন *। গীতা সমাপ্তা।

এবম্প্রকার নবদূর্ব্বাদলগঞ্জিত শ্যামল মূর্ত্তি ভগবৎ রামচন্দ্র প্রোক্ত শ্রুতিসার সংগৃহীত যোগ সকল, রাজর্ষি গুণার্ণব, প্রিয়শিষ্য সুদীনকে বিধিমতে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রিয় সম্বোধনে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সৌম্য সুদীন! সংশয়মল সমন্বিত মনোময়পাত্রকে সৎসন্দর্ভরূপ অম্লরস দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া যথাবোধানুসারে আমার খ্যাত এই অতি গূঢ় যোগকথামৃত, অবহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণপুটকে পান করতঃ তাহাতে ধারণ করিয়াছ কি না; অপিচ, অবিদ্যাসম্ভূত ত্রিগুণরজ্জুকে যোগজনিত প্রবোধরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিদ্বারা ছেদন করিয়াছ কি না; কেমন বৎস সুদীন! অজ্ঞানধ্বান্তকে তিরস্কার করিয়া তোমার হৃদয়াকাশে

* অথবা আশংসাহেতু ভবিষ্যৎকালার্থে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে এই গীতা যিনি পাঠ করিবেন তিনি দেহান্তে আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

প্রবোধ প্রভাকর সমুদিত হইয়া বিমল কমলকর প্রদানে মানস পদ্মকে বিকসিত করিয়াছে কি না; অথবা সংশয় নিরাসের অপেক্ষা আছে; হে উদার প্রকৃতে! তাহা আমার নিকট সরলান্তঃকরণে প্রকাশ কর। গুরুর এবম্প্রকার সমাদৃতবাক্য আকর্ণন করিয়া গলসংলগ্নকৃতবাসা সুদীন, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরো! আপনার প্রসাদে ইদানীং মনঃ শোক মোহজনিত, সংশয়াদি বিগত হইয়া প্রাপ্ত চেতন হইয়াছে। অতএব আপনার যুগলচরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা এই যে প্রপন্নের প্রতি সতত করুণাপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিবেন। এবম্প্রকার উভয়োক্ত স্নেহসলিলাভিষিক্ত ও ভক্তিরস সমন্বিত বাক্যদ্বারা পরস্পর সম্ভাষিত হইয়া সুদীন, যথানির্দ্দিষ্ট বিশ্রামাবাসে গমন করিলে যুবরাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পরমসুখে বিভাবরী অবসান করিলেন। অনন্তর, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পুরঃসর কৃতাহ্নিক হইয়া রাজসিংহাসনে অধ্যারোহণ করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। পরন্তু তিনি প্রতিদিন এই রূপ রাজধর্ম্মানুসারে সুবিচার সহকারে প্রজা পালনে রত থাকিয়া সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সুদীন, প্রতিদিন গুরুগুণার্ণবের বদন বিনির্গত সুধাসম উপদেশ বাক্য সমস্ত শ্রবণানন্তর দৃঢ়ভক্তি সহকারে সেই বেদোক্ত বাক্যসমূহ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং তাহাতে চিত্তের পবিত্রতাপ্রযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর উদিত হওয়ায় আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি-

লেন। তদনন্তর, গুরুসকাশে কিছু দিবস সংসারে অবস্থান জন্য তদ্বিষয়ক হিতাহিত কার্য্য সমুদয় শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রায়ঃ একবৎসর অতীত হইলে এক দিবস, যুবরাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া সভামধ্যে সভ্যগণ সন্নিধানে কৃতবিদ্য শিষ্য সুদীনের দূরদর্শিতা লাভহেতু তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রথমতঃ ভূরিভুরি প্রশংসা করিলেন, পরে তাহাকে স্বদেশ প্রেরণজন্য ইচ্ছুক হইয়া কহিতে লাগিলেন; স্বদেশদ্বেষ্টা সুদীনকে একবার গন্ধর্ব্ব নগরীতে প্রেরণ করিতে হইবে; কারণ, উহার পিতা অতি প্রাচীন, বোধ হয়, তিনি সুদীর্ঘকাল সন্তানবিচ্ছেদে অতিশয় কাতরান্বিত আছেন। অতএব সুদীনকে সভামধ্যে সত্বরে আহ্বান কর। এই বলিয়া সম্মুখবর্ত্তি একজন প্রতিহারীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন। সুচতুর প্রতিহারী, মহারাজের অন্তর্গত ভাব অবগত হইয়া অতি দ্রুতগমনে সুদীনের বাসগৃহে উপস্থিত হওতঃ বিনয় নম্রভাবে রাজাজ্ঞা নিবেদন করিলে, গন্ধর্ব্বকুমার, প্রতিহারীর সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপনীত হওতঃ গললগ্নিকৃতবাসা হইয়া স্বীয় গুরুপদে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক করপুটে অনুমতি অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিলেন। গুণশালী গুণার্ণব, শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ সস্নেহ সম্বোধনে মনোঽভীষ্ট সিদ্ধিরস্তুতে* ইত্যাকার আশীর্ব্বচন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; হে প্রিয়সুদীন

---

* তোমার মনোভিলাষ সিদ্ধি হউক।

বৎস! তোমার সৌজন্য গুণে আমরা সকলেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট আছি; বিশেষতঃ আমি, তোমার ভক্তিপাশে এতদূর আবদ্ধ হইয়াছি যে তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশে পরিসীমা করিতে পারি না। এমন কি তোমার ভক্তিজনিতস্নেহ আমার হৃদাবাসে গাঢ়তর রূপে প্রবেশ করিয়া কৃতাধীন মনকে, নিরন্তর তোমাকে চক্ষুর অন্তর করণ জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতেছে। অর্থাৎ স্নেহাধীন মন তোমার স্বদেশ গমনে ভাবি বিরহ চিন্তা করিয়া অতীব ব্যাকুল হইতেছে; কিন্তু কি করা যায়, সুতরাং তোমাকে স্বদেশ প্রেরণ করিতে হইয়াছে। কারণ, তুমি যে আপন বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তমনা হইয়া সময়াতিপাত করিতেছ, ইহাতে আমার মনে বহুতর সংশয় জন্মিতেছে; বোধ হয়, তোমার শোকে পুত্রবৎসল বৃদ্ধ পিতা, প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবেন। অতএব সত্বর গমনে গন্ধর্ব্ব নগরীতে প্রয়াণ কর। কিঞ্চিদ্দিবস তথায় অবস্থান করিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করিও; কারণ, আমি তোমা ব্যতিরেক অতি কাতরান্বিত থাকিলাম। নরনাথ, এইমত প্রিয়সম্ভাষণে সুদীনকে গন্ধর্ব্ব রাজ্যে প্রেরণ করিয়া আপনি প্রায়ঃ সর্ব্বদা অতি বিষণ্ণ মনে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহার এবম্ভূত সবিষাদ চিত্তে কালাতিবাহন করণ সময়ে, একদা পরীরাজনন্দন সম্বিতিঞ্জয়, মহারাজ! চিরজীবীহউন্, হে জগৎপ্রিয় রাজন! আপনি সুচিরকাল জীবিত থাকিয়া এই সমস্ত পৃথিবীর স্বামী হওতঃ

বিভাবরী সময়ে রোদনের কোলাহল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অকস্মাৎ কোন ভয়ঙ্কর বিপৎ উপস্থিত হইল, এইরূপ অনুমানে সকলেই ব্যস্ত হওতঃ অতি বেগগমনে অন্তঃর্ভবন মধ্যে শোকতাপিতদ্বয় সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর অধিরাজের অবর্ত্তমানতার বৃত্তান্ত ও সসহোদরা রাজ্ঞীর রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সময়ে, জিজ্ঞাসিত বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের বাক্য, তাঁহাদিগের উভয়ের শ্রুতি-গোচরও হইল না। কেবল এক একবার, হায় কি সর্ব্ব-নাশ হইল। হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল। এইরূপ কাত-রোক্তি,বদন হইতে অতি মৃদুস্বরে নিঃসৃত হইতেছে মাত্র। বহুক্ষণ পরে সমিতিঞ্জয়, কিঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বদ-নাকাশ হইতে শত বজ্রপাতের সদৃশ সেই অত্যন্ত অশিব সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলের জিহ্বা একবারে শুষ্ক হইয়া গেল। ও শিরোদেশ ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল; এবং শরীরে, মুহুর্মুহু কম্প হইতে লাগিল। এমন কি, প্রায় সকলেই স্তম্ভিতেন্দ্রিয় হইয়া কিয়ৎকাল চিত্রিত পুত্তলীকার ন্যায় স্থিরনয়নে দণ্ডায়মান রহিল। কথঞ্চিত কাল পরে, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হা মহারাজ! তোমাকে বিহীন হইয়া, এক্ষণে আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব? ইত্যাকার কারুণ্যোক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন।

এমতে, প্রায়ঃ দিবসত্রিতয়, সর্ব্বসিদ্ধ নগরে হাহা-কার ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রোতৃবর্গের শ্রুতিগোচর হয় নাই। এমন কি, গৃহপালিত পশ্বাদি পর্য্যন্তও অর্থাৎ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গপ্রভৃতি সকলেই দুঃখ ভাব প্রকাশ পুর্ব্বক নয়ন হইতে অবিরত নয়নবারি বর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালে এই অমঙ্গলকর মহাবিপৎ সংঘটনে, শক্রু-গণেও দুঃখিত ছিল। যেহেতু, তৎকালে তাহারা তাঁহার রাজ্যের প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই। সে যাহা হউক্, এখানে প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন পরীরাজ-নন্দন সমিতিঞ্জয় মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করি-লেন; যে উপস্থিত সঙ্কটে বিমূঢ়ের ন্যায় শোক মোহা-দির দ্বারা নষ্টচেতা না হইয়া, বরং তাহার প্রতিকার করাই অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে; ইত্যাকার পর্য্যালোচনায় শোকাদি সম্বরণ করিলেন; এবং প্রধান অমাত্যের প্রতি বসুন্ধরার ভার সমর্পণ করিয়া স্বীয় সহোদরা ক্ষণ-প্রভাকে বিশেষতঃ প্রবোধ বাক্যের দ্বারা উপদেশ ও আশ্বাস প্রদান পুর্ব্বক তাঁহার শোকের কিঞ্চিৎ শমতা করিলেন। অনন্তর সসৈন্য সেনানীদিগকে আহ্বান করতঃ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া, অবশেষে স্বয়ং প্রিয় স্বসৃপতির অন্বেষণার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যাত্রা করিলেন। পরীরাজকুমার, নরপতির অনুসন্ধান করণার্থে সাধারণ জন প্রায় হীনবেশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকাপ্রভৃতি বহুল রাজ্য পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার কোন

অধিক সম্পত্তিশালী ও শত্রুবিহীন রাজ্যসম্ভোগী হইয়া প্রজাজনের মনোরঞ্জন পুরঃসর পরম সুখে সময় বিহরণ করুন্ তাহা হইলে প্রায় সদা দুষ্টভারে ভারাক্রান্তা, এই বিশ্বম্ভরা, কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত তাহা হইতে নিষ্ক্রান্তা থাকিয়া যোগ্যপতি প্রাপ্ত হেতু, পরমপরিতুষ্টভাবে লোক মঙ্গলকারিণী হইতে পারিবেন। ইত্যাদি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করণান্তর সদা নীতিবিশারদ সভ্যগণ পরিবৃত সেই মহতী রাজসভা মধ্যে উপনীত হইলেন।

অধিরাজ গুণার্ণব, মহান্ সম্ভ্রান্ত রাজকুলোদ্ভব শ্যাল-ককে সভামধ্যে সমাগত দেখিয়া সামাত্য সসভ্য হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বহুবিধ সমাদর সহকারে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। তদনন্তর কুশলবার্ত্তায় পরস্পর সম্ভাষিত হইয়া উভয়ে আনন্দাতিশয়ে দিবাবসান করিলেন এবং রজনীতে নৃপকুমার সমিতিঞ্জয়কে অন্ত-পুরমধ্যে লইয়া; এক রম্যস্থানে আসন প্রদান করিলেন। অপিচ আপনি স্বীয় প্রিয়তমা ক্ষণপ্রভার সহিত অপর এক আসন লইয়া তাহাতে সমাসীন হওত পরীরাজ্যের কুশল বার্ত্তাসমূহ বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু উভয়ে উভয়কর্ত্তৃক যথা কর্ত্তব্য বিধানে কুশল জিজ্ঞাসিত হইলে; ক্ষণপ্রভা স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর সমিতিঞ্জয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; ভ্রাতঃ! আমার জনক জননী শারীরিক কুশলে আছে-নত? এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানানন্দপ্রভৃতি অপরাপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধববর্গ সকলেই নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন

করিতেছেনত? না কাহার কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে? ভ্রাতঃ! সত্বর পিতৃরাজ্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা প্রদানে আমার উৎকণ্ঠা দূরীকরণ করুন্। ভাল, আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতা আমার এই কুশলসংবাদ প্রাপ্তে হর্ষ অথবা বিমর্ষভাব প্রকাশ করিলেন? জনকরাজ্যের কুশল অবগত হেতু উৎকলিকাকুল ক্ষণপ্রভার মুখ হইতে এই কএকটী প্রশ্ন নিঃসৃত হইয়াছে মাত্র, এমত সময়ে মহাভয়ঙ্কর কলেবরধারি একজন নিশাচর তরুণ দিবাকর সদৃশ আরক্তনয়নে; সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া মহিমাকর যুবরাজের করযুগলে ধারণ করতঃ ক্ষণকাল মধ্যে, স্বীয় গর্ব্বে আকাশ পথে চলিয়া গেল। ক্ষণপ্রভা ও সমিতিঞ্জয়, সহসা মেঘ বিহীন বজ্র পাতের ন্যায় এই অতি অদ্ভূত অমঙ্গলসূচক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া উপবিষ্ট আসনে কৃত্রিম পুত্তলিকারন্যায় উভয়েই স্পন্দন বিহীন নয়নে সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়াদি স্তম্ভিত হইয়া অবাক্স্ফুটভাবে থাকিলেন। কিয়ৎ অবসরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে,হাহাকার রবে চিৎকার করতঃ পৃথিবী শয্যায় পতিত হইলেন। বিশেষতঃ রাজ্ঞী ক্ষণপ্রভা, স্বীয় পতির দুর্জ্জন হস্তে পাতিত্য হেতু এবং তাঁহার জীবন রক্ষা বিষয়ে নিরুপায় বিবেচনায় সাতিশয় অধীরা হইয়া পড়িলেন। মহিষী, দয়িতের অশিবকর ব্যাপার স্মরণ করিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করতঃ পুরবাসি সকলকে সমশোক হ্রদে নিক্ষিপ্ত করিলেন। এখানে বহিঃ সভামণ্ডলস্থ অন্যান্য পরিজন ও বান্ধববর্গ, অন্তঃপুর মধ্যে সহসা

প্রকারে অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া পরিশেষে অত্যন্ত উম্মনা হওত পুনরপি সাগরান্তর্ব্বর্ত্তি সিংহল প্রভৃতি উপদ্বীপ সকল অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই লেন। এ দিকে, পতিবিরহ কাতরা ক্ষণপ্রভা, প্রাণাব-শেষা দীনহীনবেশাপ্রায়ঃ ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া হা নাথ! এবম্প্রকারে করুণাস্বরে ক্রন্দন করতঃ ক্ষণিক মূর্চ্ছাক্রান্তা ও ক্ষণিক চেতনপ্রাপ্তা এবং চৈতন্যোদয়ে গুণাকর গুণর্ণাবের গুণসমূহ স্মরণ করিয়া নিম্ন লিখিত বাক্য সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক অহর্নিশ বিলপমানা হইয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন।

পদ্য।

হায় হায় প্রাণ যায় প্রাণনাথ বিনে।
কিসে পাব পরিত্রাণ উপায় দেখিনে॥
প্রথম বিরহ আর সমুদ্রে ক্ষেপণ।
কোটালের হস্তেন্যস্ত রাক্ষসে অর্পণ॥
অবলা বলিয়া বিধি এত জ্বালা দিল।
সরলার প্রাণ তাই সকলি সহিল॥
নিদয় হৃদয় বিধি যে বাদ সাধিল।
প্রেম পরমাদ ফাঁদে অবলা মজিল॥
পতি বিনা পাপ প্রাণে কি কায যতনে।
অনলে ত্যজিব তনু অতনু কারণে॥
পরাণ ত্যজিয়া পুনঃ সেই পতি আশে।
করিব কঠোর তপ গিরি গুহাবাসে॥
নতুবা সহেনা আর অবলার প্রাণে।
দিবানিশি পোড়ে প্রাণ পতিশোক বাণে॥
তাহাতে বিষম আর কুসুমের শর।
কামিনী কেমনে প্রাণে সবে নিরন্তর॥

কুহু কুহু রবে যবে পিক কুহরিবে।
শরে শিহরিবে প্রাণ কে রাখিবে তবে।।
প্রতিকূল হয়ে তাহে বকুলের মালা।
ব্যাকুল করিবে প্রাণ কে সহিবে জ্বালা।।
গুণ গুণ তুলি তান যত অলিদলে।
দলিবেক নলিনীর প্রতি দলে দলে।।
কান্ত বিনা শান্ত বল কে আর করিবে।
দহন দাহনে যবে অবলা দহিবে।।
রসিকা রসিক যত বুঝিবেন মনে।
যে যাতনা ঘটে প্রিয়জন প্রয়োজনে।।
হা নাথ। কোথায় গেলে ত্যজি এ দাসীরে।
প্রাণ যায় না হেরিয়া সে মুখ শশিরে।।
দুখভোগে দুখিনীর * যাবে চিরকাল।
বুঝিলাম বিধি মোর ভালে নহে ভাল।।
বুঝি ওহে নাথ আর না হইল দেখা।
সেই খেদ শেল সম হৃদে † রৈল রেখা।।

এইমত বিলাপ করিতে করিতে প্রিয়তমা মূর্চ্ছাসখীর সমভিব্যাহারে কিয়ৎসময় অতিবাহিত করণানন্তর পুনর্ব্বার চৈতন্যলাভ করিয়া দৈব সম্বোধনে আক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হে নৃশংস বিধাতঃ! এতদিনের পরে কি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন হইল; অনাথা অবলা বালার বিবাহ কালাবধি ক্রমশঃ শত্রুতা ব্যবহার করিয়া তথাপি তোমার দুরাকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ হইল না; হায়! যদি আমার প্রাণ গ্রহণ করিয়াও প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষা করিতে, তাহা হইলে তোমাকে নির্দ্দয় বলিয়া কদাচ

* পদ্য ছন্দ অনুরোধে যুগল দুঃখ শব্দের বিসর্গ লোপ হইয়াছে।
† এস্থানে কেবল শ্রাব্য হেতু হৃদি স্থানে হৃদে এই শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নির্দ্দেশ করিতাম না। ইত্যাকার শোকস্খলিত বাক্যে বিধাতার প্রতি প্রিয় পতিবিচ্ছেদজন্য দোষারোপণ করিয়া পুনরপি শোক বশতঃ মূর্চ্ছাক্রান্তা হইলেন।

পুনঃ ক্ষণিক চেতন প্রাপ্তে, স্বীয় প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। রে কঠিন প্রাণ! তোমা হইতে নিন্দাভাজন আর অন্য কেহ নহে; কারণ সেই প্রিয়তম হৃদয়বল্লভ ব্যতীত তোমার অন্য প্রিয়তম বস্তু জগতীতলে আর আছে? না কেহ হইবে? অতএব তুমি বৃথা বাসনায় কেন দারুণ যন্ত্রণা সমূহ সহ্য করিতেছ অতএব আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে এই শোক আবাসস্বরূপ শরীরের মায়া পরিহার করিয়া স্বীয় স্বামীর অন্বেষণার্থ বহির্গত হও। বিশেষতঃ তোমাকে আরও এক বিষয়ে বিশেষ দোষারোপণ করি, কারণ, যৎকালীন ক্রোধনস্বভাব কাল সদৃশ রাক্ষসাধম তোমার সর্ব্বস্ব সম্পত্তিস্বরূপ গুণাকরের করাকর্ষণ করিয়া অন্তর্হিত হইল; তৎকালে তুমি, কেন তাহার সহচর হইলে না? অতএব, রে দুরাত্মন! তুমি মৎ সম্বন্ধে অতীব নিন্দনীয় হইয়াছ, এ কারণ আমি আর তোমার অপেক্ষা না করিয়া ত্বদীয় অধিষ্ঠানস্বরূপ এই দেহ প্রজ্জ্বলিত অনলে ভস্মীভূত করিব; নচেৎ তুমি এখনি প্রিয়তমের অন্বেষণার্থ গমন কর। এইরূপ আত্ম প্রাণকে ভূরি ভূরি তিরস্কার করিয়া সাধ্বী ক্ষণপ্রভা, হা নাথ! তোমার শরণাগতা এ অধীনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলে, একবার দয়া প্রকাশ

করতঃ দর্শন প্রদান কর। এইরূপ আক্ষেপযুক্ত চিত্তে ভূয়ো ভূয়ো বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পুনর্বিলাপ যথা।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত কে করিয়া শিরে।
হরিল ফণীর মণি আসিয়া শুষিরে * ॥
অমাতিথি হরে নিলে নিশীর শশিরে।
তমোময় হয় যেন এ দশ দিশিরে॥
সেইমত দেখি এবে মোর সব হয়।
সে শশি বিহনে দশদিশি তমোময়॥
প্রাণধন হীন হয়ে এই কি হইল।
তাপিনী সাপিনী সম পাপিনী রহিল॥
অধীনী অপরাধিনী নহেত কাহার।
তবে কেন মম প্রতি হেন ব্যবহার॥
বালাবধি নিরবধি বিধি বাদী হয়ে।
সাধে সাধিলেন বাদ তবু থাকি সয়ে॥
তথাচ হলোনা পূর্ণ কামনা তাঁহার।
অবশেষ সে প্রাণেশ হরিল আমার॥
বিধি যদি এত বাদী মোরে নাহি হবে।
অবলা বলনা কেন এ যাতনা সবে॥
করাল কালের সম আসি নিশাচর।
প্রাণপতি হরে লয়ে হলো অগোচর॥
অস্থির তখন মন জ্ঞান হত হয়ে।
নতুবা দিতাম প্রাণ পতি বিনিময়ে॥
আশ্বাস প্রদান করি অগ্রজ আমার।
গিয়াছেন বিশেষ জানিতে সমাচার॥
তিনি নাহি অদ্যাবধি আইলেন কি করি।
বুঝিনু এসব সেই বিধির চাতুরি॥

* শীষ।

এইরূপ শোকে সতী প্রিয়পতি বিনা।
কাতর হইয়া অতি হলো মতিহীনা॥
ঊর্দ্ধমুখে চারুমুখি চারিদিকে চায়।
দশদিক শূন্য দেখি আর খিন্ন তায়॥

এই প্রকার চার্ব্বঙ্গী ক্ষণপ্রভা, পুনঃ পুনঃ হা নাথ! ইত্যাকার ধ্বনি করতঃ ধরাশায়িনী হইয়া কদাচিৎ মূর্চ্ছা, কদাচিৎ প্রাপ্তসংজ্ঞায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে, ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসপ্রধান, স্বীয় বাঞ্ছিত পরী-দুহিতার পরিণেতা * রাজতনয়ে, বলদ্বারা হরণ করিয়া স্বকীয় আবাস স্থানে প্রতিগমন করিল। এবং ক্রোধ পূরিতনয়নে স্ববাসে আনীত অধিরাজের প্রতি কটাক্ষ ঈক্ষণ করিয়া মুহুর্ম্মুহু তর্জ্জন গর্জ্জনে কহিতে লাগিল। অরে নির্ব্বোধ! প্রজ্জ্বলিত অনলে পতঙ্গবৎ পতনেচ্ছা করিয়াছ? নচেৎ কি সাহসে তাদৃশী অমরভোগ্যা মদীয় চিরাভিলষিতা বরারোহা কামিনী পরীনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া অনায়াসে সম্ভোগ করিতেছ। এই কারণ তোমার শমন ভবনে গমন নিমিত্ত সুলভ সম্ভাবনা দেখিতেছি। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় রাজবংশসম্ভূত প্রাজ্ঞসন্তানেরা পরাভিলষিত প্রমোদাগণকে গ্রহণ করা দূরে থাকুক কখন স্পর্শও করেন না। অতএব রে রাজকুলাধম! যদি জগতীতলে কিছু দিন জীবিত থাকিয়া এই বহুরত্নসঙ্কুলা মেদিনীকে ভোগের লালসা থাকে, তবে অবিলম্বে সেই তোমার প্রিয়পত্নী অবনীললামভূতা পরীরাজকুমারীকে মদীয় করে সমর্পণ কর। অন্যথা আমার শালপ্রাংশু

* ভর্ত্তা।

সদৃশ বিশাল বাহুযুগল হইতে তোমার আর পরিত্রাণের উপায়ান্তর দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে এ দুস্তর সঙ্কটসাগর হইতে নিস্তরণেচ্ছা থাকে, তবে অনন্য কর্ম্মা হওত মদীয় বাক্য সম্পাদনে যত্নাধান কর। নিশাচর এইরূপ কঠোর বাক্য সকল উক্তি করিয়া বারম্বার আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভীষণমূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোট করিতে লাগিল।

সর্ব্বগুণসমন্বিত সত্যপ্রতিজ্ঞ যুবরাজ, পরুষভাষি রাক্ষসের এই সকল মরণাতিরিক্ত মনঃপীড়দবাক্যে অসহ্যতা-প্রযুক্ত নিরুত্তরে ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া কহিলেন। রে নিশাচর কুলপাংশন দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার বজ্রসদৃশ মর্ম্মভেদকবাক্য সকল সহ্য করিতে শরীর ক্রমে অত্যন্ত অক্ষম হইয়া উঠিল। অতএব বোধ করি সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিপত্তারণ পরমেশ্বর, তোমার এবম্বিধ অত্যাচারে অসহিষ্ণু হইয়া ত্বরায় প্রতিকার করিবেন, সন্দেহ নাই বিশেষতঃ রে দুরাচার! তুমি যে, আমার প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপণ করিতেছ, আমি তদ্বিষয়ের বিচারজন্য তোমার প্রতিই ভারার্পণ করিতেছি; সেই পরমেশ্বরের শপথপূর্ব্বক সত্য করিয়া বল দেখি যে, কৃতপরিণয় বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি তোমার সহিত সন্দর্শন সংঘটনার বহুদিন পূর্ব্বে সেই যদৃচ্ছা গতা কামিনী রপাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনন্তর, দুর্দ্দৈবকর্ত্তৃক সেই ললনা অপহৃত হওয়ায় তুমি তাহাকে সহায়হীনা একাকিনী পাইয়া আপনার অভিলাষ সিদ্ধকরণ মানসে বিবিধ

প্রকার যত্ন করিয়াছিলে; কিন্তু স্বীকার না হওয়াপ্রযুক্ত বহুতর প্রেমাশায় নিতান্ত নিরাশ হওত যন্ত্রণা প্রদান করণানন্তর তাহার মরণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া, একাকিনী কামিনীকে জনশূন্য অরণ্য মধ্যে পরিহারপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিলে। তদনন্তর, আমি পরমকরুণাকর পরমেশ্বরের অনুকম্পা বলে, সেই পূর্ব্ব বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এবিষয়ে তোমার কোপ সমুৎপন্ন হইবার কোন কারণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তবে কেবল স্বকীয় জাতিত্ব স্বভাব অবলম্বনে, ঈর্ষার পরতন্ত্র হইয়া আমাকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইতেছ। অপরিমিত বলশালী নিশাচর এই সমস্ত ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া যথার্থ বিচারে আপনাকে দোষী বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎকাল তুষ্ণীম্ভাবে থাকিলো, কিন্তু আসুর স্বভাববশতঃ হিংসা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অবশেষে আত্ম কর প্রসারণপূর্ব্বক, পুরুষসত্তম নৃপকুমারের করগ্রহণানন্তর প্রোদ্দীপ্ত পাবকমধ্যে প্রক্ষেপ করিল। তদনন্তর স্বীয় পালিততনয়া বিদ্যুল্লতা নাম্নী কন্যাকে অগ্নিপ্রহারিকা কার্য্যে নিযোজিত করতঃ স্বীয় ভোজনীয় দ্রব্য অন্বেষণার্থ দিগন্তরে প্রয়াণ করিল।

বিদ্যুল্লতা, এই উপস্থিত ঘটনার কিছু মাত্র অবগত ছিলেন না। তিনি যেমন, নিত্য নিত্য পশুদাহন দহনকে নির্ব্বাপণ করিয়া ভস্মমিশ্রিত দগ্ধ পশুকে পরিচ্ছন্ন করতঃ নিশাচরের ভোজন নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক রক্ষণ করিতেন; সে সে দিবসও তদনুসারে বারিকুম্ভ কক্ষে লইয়া

সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলেন, অনলাভ্যন্তরে জ্বলৎ অনল নিভমূর্ত্তি এক ভুবনমনোহর পুরুষ অবলীলাক্রমে অবস্থান করিতেছেন। অনূঢ়াযুবতী তাদৃশাবস্থা গুণার্ণবে দেখিয়া দেবতাজ্ঞানে প্রথমতঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তুতি-পাঠ করিতে লাগিলেন। হে দয়াময় ভগবন্! এ নিরবলম্বিনীকে অশেষ যন্ত্রণাকর দেহ ভারবহন হইতে বিমোচন কর। এইরূপ, অশেষ প্রকারে স্তুতি প্রণতি সহকারে জনমনোরমণী রমণী বিদ্যুল্লতা, ধরণী পতিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন; হে প্রভো! পুনর্ব্বার তোমায় প্রণাম করি। এইরূপ কাতরতা পূর্ব্বক ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করণানন্তর কহিলেন; বোধ হয়, এতদিনের পর অনুকূল ভগবান্ স্বয়ং মূর্ত্তিমান হওতঃ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন প্রদানে দুষ্কৃত কর্ম্মভোগ হইতে পাপানলসন্তপ্তা রমণীকুলের অপদার্থ স্বরূপিণী কামিনীকে নিস্তার করিলেন। হে কৃপাকর কৃপাকর! যদি আমায় অভিলষিত বর প্রদান কর; তবে মদভিলষিত যোগ্য বর প্রদান কর। এই দুরাত্মানিশাচর যদিচ, আমাকে আত্মজার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছে; তথাচ পিতা মাতা প্রভৃতি বিস্তৃত রাজকুলের সমূলে বিনাশকারীর পূর্ব্বকৃত ক্রূর-তার বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইলেই, অমনি তৎ-ক্ষণাৎ বৈরনির্য্যাতন * করিবার নিমিত্ত চিত্ত একবারে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু কি করি, সহায় বিহীনা একাকিনী কামিনী কোন উপায়ান্তর না থাকা

* শত্রু প্রতিকার।

অন্য, সুতরাং মানসিক বেদনা মনেতেই বিলীন করিয়া ক্ষান্ত হইয়া থাকি। বিশেষতঃ মস্তকে ফণা বিস্তীর্ণ বিষম বিষধরের ন্যায়, একেত যৌবনাহি দংশনে, অবলা সদা-তন জ্বালাতন হইতেছে, তাহাতে আবার দুরন্ত রতি-পতি, বিবিক্ত স্থানে সহায় হীনা পাইয়া সর্ব্বদা স্বীয় শূরত্ব প্রকাশ করিতে থাকে। তাহার সেই শরপ্রভাবে যেন শরসংবিদ্ধ কুরঙ্গীকুলের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া সময়া-তিপাত করি। মনোহর রূপা বালিকার এবম্মুক্ত করু-ণাস্বর সংযুক্ত স্তুতিপাঠ শ্রবণ করিয়া গুণার্ণব, গুণার্ণব কর সঞ্চালন দ্বারা কহিলেন। অয়ি চার্ব্বঙ্গি-বালে! বিপদাগ্রস্ত মনুষ্যের উপাসনা করিলে তোমার কি ফল লাভের সম্ভাবনা আছে? আমি দেবতা নহি, মানব জাতি। রাক্ষস অতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া আমায় এ স্থানে আনয়ন করিয়াছে। এবং আমায় বিনাশ মানসে প্রজ্জ্বলিত অনল রাশিতে প্রক্ষেপ করিয়া স্বীয় ক্রোধের শান্তি লাভ করিয়াছে। অতএব হে বরাননে! আসন্ন-মৃত্যু জনের বিবরণ এক্ষণে বিস্তার রূপে আর কি বর্ণিত হইবে; এইরূপে আক্ষেপ করিয়া নৃপচুড়ামণি, আপন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত, সেই অপরিমিত রূপশালিনী কামিনীকে বিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর, মধুরভাষিণী চারুহাসিনী বিদ্যুল্লতা হুতাশন হইতে অধিরাজের প্রাণ পরিত্রাণ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি শিক্ষক দত্ত অঙ্গুরীয়কের অশেষ প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় আপনাকে, একাকী ও শস্ত্র-

বিহীনতা হেতু জনশূন্য রাক্ষস স্থান হইতে নিস্তারণ করণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, সুতরাং আপনার মরণ কৃতনিশ্চয়ে স্বীয় সীমন্তিনী দ্বিরদগামিনী ক্ষণপ্রভা বিনিন্দিত রাজ্ঞী ক্ষণপ্রভার অনির্ব্বচনীয় প্রেমবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অতিশয় খিন্নমনে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে বিলুপ্তাঙ্ক শশধর বদনে! প্রিয়ে-ক্ষণপ্রভে! এই সময় একবার দর্শন দিয়া বাক্যসুধা প্রসেকে সন্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল কর। তোমার বদন সুধাংশুর বিরহিত সুধাপান তৃষিত চাতকে বুঝি এইবার জন্মের মত ইহলোক হইতে বিদায় হইতে হইল। হায়! মনে এই বড় খেদ রহিল, যে, চিরবিদায় কালে প্রাণসমা প্রণয়িনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল না। হা বিধাতঃ! একে নৃশংস নিশাচর জাতির হস্তে পাতিত করিয়া অগ্নি মধ্যে প্রক্ষেপ করিলে, তাহে আবার প্রিয়াবিয়োগ প্রোদ্দীপ্ত হুতাশন রাশিতে অনিবার অন্তর্দ্দাহন করিয়া অবশিষ্ট বাসনা পুরণের শেষ করিতেছ। হা পাষাণসদৃশ সহিষ্ণু প্রাণ! এতাদৃশ পরিক্লিষ্ট হইয়াও কি তোমার এই অশেষ যন্ত্রণাকর শরীরে অবস্থান করিতে ঘৃণা জন্মিতেছে না? পামর! তোমাকে ধিক্। যেহেতু, তাদৃশী গুণশালিনী পতিপ্রাণা কামিনীর বিয়োগজনিত শত শত শেলাঘাতসম দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তথাপি এই পাপভোগের আলয়স্বরূপ শরীরকে পরিত্যাগ করিতে স্পৃহা করিতেছ না। অতএব তোমায় আর কি বলিব আহা! যদি পরম পিতা পরমেশ্বরের কিপর্য্যন্ত

সর্ব্বভূতে দয়া ও স্বীয় জন্মার্জ্জিত আদি অন্ত কর্ম্মভোগ এই সকল সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সময় বিহরণ করিতে,তাহা হইলে তোমাকে এতাদৃশ নরকের আলয় স্বরূপ সংসার মধ্যে দুষ্ক্রিয়াজনিত যাতনা ভোগ করিতে হইত না।

গুণার্ণব, যখন এবম্বিধ নিতান্ত উন্মত্ততা প্রযুক্ত তৎকালীন স্বীয় প্রাণবিয়োগ সম্ভাবনা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া, মহিলার বিচ্ছেদ জন্য শোকে একবারে চৈতন্য হীন হইলেন; তখন তদীয় মঙ্গলাভিলষিত রাক্ষস প্রতিপালিতা রাজদুহিতা বহুপ্রয়াসপূর্ব্বক রাজনন্দনের চেতন করাইয়া, যুগ্মকরে অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন; হে মহাত্মন্! ভবাদৃশ সুবিজ্ঞ লোকের উচিৎ যে, উপস্থিত বিপদে অতিভূত না হইয়া বিপদ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওনার্থ সদ্যুক্তিরূপ তরীর আশ্রয় গ্রহণ করা। তাহা না করিয়া তাহার বিপর্য্যয় পথকে অবলম্বন করিলেন কেন? অর্থাৎ ঈদৃশ ঘোরতর সঙ্কট সময়ে অনার্য্যসেবিত অকীর্ত্তিকর মোহ আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হইল কেন? বিশেষতঃ হে মহামতে! তোমাতে ঈদৃশী প্রজ্ঞানহারিণী মায়া উপস্থিত হওয়া কদাচ সম্ভব হয় না। অতএব (কাতরতা) সাধারণ প্রকৃতিপ্রায় সহসা উদ্ভূত হৃদয়ের দুর্ব্বলতাভাব পরিহার পূর্ব্বক, রাজকুলসম্ভূত সন্তানদিগের কুলোচিত সাহসকে অবলম্বন করুন্। গুণার্ণব, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সুলোচনে! সেই প্রাণসমা প্রিয়তমা বিরহজন্য শোককে, অবহার করিয়া স্বয়ং জীবিত

থাকিতে অভিলাষ করি না। কাতরতা ও একান্ত ভাবি বিচ্ছেদজন্য শোকপ্রযুক্ত আমার স্বাভাবিক শৌর্য্যাদি অপহৃত হইয়াছে, এবং চিত্তও সেই হেতু বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে, আমি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কিছুই স্থিরীকরণ করিতে পারিতেছি না। অতএব, আমার শোকাপনয়ন ও জীবনরক্ষা পক্ষে যদি কোন শ্রেয়স্কর উপায় থাকে, তবে তদ্বিষয়েরই উপদেশ প্রদান কর; নতুবা বিপৎ হইতে উদ্ধার না করিয়া অগ্রে অভিযোগ করা বিধেয় নহে। এই বলিয়া বিপদাক্রান্ত মহীপসুত, বিদ্যুল্লতা সম্মুখে তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলেন। তখন মতিমতী যুবতী, মৃদুমন্দহাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন; হে সুধীর! অনুগৃহীতা অধীনী হইতে বোধ করি ইহার কোন প্রতিবিধান হইতে পারিবে। আপনি আর চিন্তাকুল হইবেন না; বরং এসময়ে শত্রু নাশনে সাহসকে অবলম্বন করুন্। তাহা হইলে, অনায়াসে অহঙ্কারী অরিকে জয় করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ প্রাজ্ঞগণ আসন্ন বিপৎকালে কদাপি বিষণ্ণ হয়েন না, কারণ বুদ্ধির অপ্রসন্নতা হেতু কোন সদুপায় উপস্থিত হইতে পারে না। মহাশয়! হীনবুদ্ধি মহিলাজাতির উপদেশ প্রদান করায়, যদিচ প্রাগল্‌ভ্য প্রকাশ হইতেছে, তথাচ এ অধীনী আপনার বিপদুপশম আকাঙ্ক্ষিণী হইয়াই, বারবার কথিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। বিশেষতঃ শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে, বিপৎসময় স্ত্রী জাতির নিকট হইতেও সমন্ত্রণা গ্রহণ করিবে। সে

যাহা হইক্, মহারাজ! যদি কোন স্খলিতবাক্য নির্গত হইয়া থাকে, তাহা অবলাজাতি বিবেচনায় ক্ষমা করিবেন। নৃপতনয়, বিদ্যুল্লতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; ভীরো! এত শঙ্কান্বিত হইবার আবশ্যক নাই। সত্বর ত্রাণোপায় অনুসন্ধান কর। বিদ্যুল্লতা কহিল, চিত্তরঞ্জন! যদ্দ্বারা সেই দুরান্ত নিশাচর বিনাশ হইতে পারিবে, আমি সেই উপায় স্থির করিয়াছি। কিন্তু মহাশয়! আমার এতদ্বিষয়ে এক নিবেদনণীয় আছে অর্থাৎ রক্ষঃপতি বিনষ্ট হইলে, এ অবলম্বন বিহীনা বিদ্যুল্লতা কোন তরুবরকে আশ্রয় করিবে? যেহেতু, ত্রিসংসার মধ্যে আমায় রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন আর কেহই নাই। দুরাত্মা সকল সংহার করিয়া কেবল চিরদিন শোকরাশির ভারবহন নিমিত্ত আমাকেই অবশিষ্ট রাখিয়াছে। আর্য্য! বলিব কি, দুরাত্মা রাক্ষস কর্তৃক যে দিবস, পরিবারবর্গ বিনাশিত হইল, সে দিবস বারম্বার স্বীয় প্রাণ প্রদানোদ্যতা হইয়া আমি তাহার নিকটস্থ হইলাম, তথাচ স্পর্শমাত্রও করিল না। এমন কি, তৎকালীয় বিবরণ সকল স্মরণ হইলে অদ্যাপিও আমার হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইতে থাকে। বোধ হয়, তখন বালিকা স্বভাব বশতঃ বিশেষ জানিতে পারি নাই, নচেৎ তাদৃশ প্রজ্জ্বলিত শোকানল ভয়ে যে প্রাণবায়ু স্থানান্তরে পলায়ন করিত তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই। আহা! আমার প্রতি সদয় হইয়া দুঃখসূচক আহা ধ্বনি করে, এমন প্রাণীমাত্রও দৃষ্টি গোচর হয় না। বোধ হয়, সম্মুখবর্ত্তি

বৃক্ষ সকল আমার দুঃখে দুঃখী হইয়াই প্রভাতে নিশাতুষারচ্ছলে অশ্রুপাত করিয়া থাকে। ও পশুগণ, স্বীয় স্বীয় ধ্বনিতে এবং অচেতন পদার্থ প্রস্তরাদি স্বেদনির্গমনচ্ছলে অদ্যাবধি আমার দুঃখে সমদুঃখী হওত রোদন করিয়া থাকে। অতএব দুঃখের কথা কি বর্ণনা করিব; বুঝিলাম, সংসার প্রবর্ত্তকারিণী ত্রিগুণময়ী মায়াজনিত যে দেহশোষক শোক, সে, কেবল স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্মভোগ মাত্র। অতএব ও সমস্ত বাক্যের আন্দোলনে আর অধিক প্রয়োজন নাই, এক্ষণে যদি, আপনি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর আমাকে স্বীয়পত্নীত্বে স্বীকার করেন, তাহা হইলে—এই পর্য্যন্ত বলিয়া লজ্জানম্রমুখী সেই সুশীলাবালা, প্রগল্‌ভতা প্রকাশ ও কুমারমূর্ত্তি সুকুমার রাজকুমার সম্বন্ধে আপনাকে অযোগ্যা এই উভয় আশঙ্কায়, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজনন্দন, অনিমিষলোচনে কিঞ্চিৎকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন; হে বরবর্ণিনি! ভাল, তোমার পাণিগ্রহণ করিব; তাহার অন্যথা হইবে না; কিন্তু, সেই মনোহরা মহিষী ক্ষণপ্রভার অনুমতি হেতু কিয়দ্দিবস প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি তাঁহার মনোগতভাব বিশেষ বিদিত আছি, তিনি আমার অভীষ্টকার্য্যের প্রতি কদাচ প্রতিহন্ত্রী হইবেন না। বিশেষতঃ তুমি আমার পুনর্জ্জীবনদা স্বরূপিণী। অতএব তোমার প্রতি সপত্নীত্ব হেতু ঈর্ষাভাব না করিয়া বরং রাজ্ঞী স্বয়ং অভিপ্রেতকার্য্য সম্পাদনার্থ অতিশয় হর্ষ

প্রকাশ পুরঃসর যত্নাধান বরিবেন। তবে যে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে, সে কেবল প্রধান মহিষীর গৌরব রক্ষার্থে ; কারণ উহা ক্ষাত্রিয় ধর্ম্মের নিয়মিত কার্য্য। সে যাহা হউক্ এক্ষণে তুমি আসন্ন বিপদ্বিষয়ের ত্বরায় প্রতিকার বিধান করণে সুচেষ্টিতা হও ; আমিও তোমার অভিলাষ পুরণ বিষয়ে অঙ্গীকৃত হইলাম। বিদ্যুল্লতা স্বীয়া অভীষ্ট সাধন বিষয়ে আশ্বাস প্রদত্তবাক্য শ্রবণ করতঃ হর্ষোৎ-ফুল্ললোচনে,অধিরাজের প্রতি তির্য্যগদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন ; মহাভাগ! নিশাচর প্রাণ বধ চেষ্টায় পরতন্ত্র হওতঃ অনল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আপনার মৃত্যু বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার আর অনুসন্ধান করিবে না। অতএব হে মহোদয়! আপনি এই সুতীক্ষ্ণ অসিধারণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ঐ নিভৃত গৃহে অব-স্থান করুন্। পাপিষ্ঠ, যখন আসিয়া শ্রম উপশমার্থে শয়ন করিবে ; সেই প্রসুপ্তকালে, আমার শঙ্কেতা-নুসারে আপনি অমনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া, শাণিত খড়্গাঘাতে দুর্ব্বিনীতের মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবেন। তাহা হইলে অনায়াসেই এই ভীষণ রাক্ষস স্থান হইতে উত্তীর্ণ হওতঃ ভবদীয় পৈত্র্য রাজ্যে গমন করিয়া, গ্রহপাশ বিনির্ম্মুক্ত নলরাজ সদৃশ চিরসুখী হইতে পারিবেন। অতএব এক্ষণে, সত্বর নির্দ্দিষ্ট গৃহাভ্যন্তরে গমন করুন্, কারণ, নিশা প্রায় অবসন্না হইল। আহা! ঐ দেখুন, বহুনায়িকা নায়কের, পূর্ব্বসম্ভুক্ত বিলাসবতী নায়ি-

কাকে কল্পিতাশ্বাস প্রদানে প্রতারিত করতঃ নবানু-রাগিণী নবীনার প্রতি গাঢ়ানুরাগ প্রকাশের ন্যায়,বিলাসিনী যামিনী ও কুমুদিনীকে বঞ্চনা পূর্ব্বক দয়িতা রোহিণীর ইষ্টসম্পাদন লালসায়, নিশাসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদিত করিয়া বিশানাথ বিহারস্থান অস্তাচলে যাত্রা করিতেছেন। তিমির, দিবাভীতের ন্যায় কিরণভয়ে গিরি-গুহায় পলায়ন করিতেছে, বোধ হয়, এই প্রভাত কাল সমভিব্যাহারেই রাত্রিচর আগত। অতএব মহিমাকর! আর অপেক্ষা করিবেন না। এই প্রকার প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রভাবে যুক্তি স্থির করতঃ এক নির্জ্জন গৃহে রাজনন্দনে প্রেরণ করিয়া, যুবতী, নিশাচরের বিশ্রামার্থে শয়নাগারে এক প্রকাণ্ড শয্যা সজ্জিত করিয়া রাখিল, এবং তাহার অনতীতকাল বিলম্বেই প্রবল বায়ুর ন্যায় বেগগতিতে রাক্ষসপ্রধান উপস্থিত হইয়া; আ! ইত্যাকার বিরামসূচক ধ্বনি পূর্ব্বক, প্রস্তুত শয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই গাঢ়নিদ্রায় অচেতন হইল।

জলদবিনিঃসৃতা বিদ্যুল্লতা সদৃশী রূপবতী বিদ্যুল্লতা, শত্রু বিনাশে সুযোগ্য সময় বুঝিয়া মরালগমনে অধি-রাজের সদনে গমন করিয়া মৃদুলস্বরে বলিতে লাগিলেন। মহাভাগ! আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন্, দুরাত্মা আসিয়া এই সময়ে অচেতনে নিদ্রা যাইতেছে; শত্রু নাশের যোগ্য সময়ই এই উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বিলম্ব করিবেন না, বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য সাহসকে অবলম্বন পূর্ব্বক খড়্গপাণি হইয়া শত্রু বিনাশার্থ গমন করুন্।

গুণার্ণব বিদ্যুল্লতার বাক্য শ্রবণমাত্রে তৎক্ষণাৎ করে খরশান খড়্গধারণ করিয়া আপনার জীবনারি ও অশেষ গুণালঙ্কৃতা মহিষী ক্ষণপ্রভার প্রেমাশ্রমপীড়ক নিদ্রিত রাক্ষসাধমের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বীর্য্য, ও গাম্ভীর্য্য প্রভায় তাহার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে, জাতক্রোধ লেলিহান্ বিষ বিষম আশীবিষের ন্যায় মহান্ গর্জ্জন পূর্ব্বক, সক্রোধে তীক্ষ্ণীকৃত অসি আঘাতে নিদ্রিত রাক্ষসে দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন, সেই ছিন্নমস্তক দেহ হইতে একটী ওঙ্কার শব্দমাত্র বিনির্গত হইয়া প্রজ্জ্বলিত দীপশিখাবৎ সেই জ্যোতিঃ নভোমণ্ডলে উদ্গমনপূর্ব্বক দিব্য এক তেজঃপুঞ্জ যোগীর মূর্ত্তিধারণ করিয়া অধিরাজে সম্বোধন পুরঃসর বলিতে লাগিলেন। হে গুণার্ণব আখ্যাধারিন্ মহাত্মন্! এত দিনের পর আমায় পরিত্রাণ করিলেন। গুণার্ণব, ছিন্ন রাক্ষসদেহ বিনিঃসৃত ওঙ্কার রূপ জ্যোতিরুৎপন্ন মহাপুরুষ দেহ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত শ্রবণার্থ সম্যক্ উৎসুক হইয়া প্রণামকরতঃ করপুটে নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! আমি এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, অতএব অনুকম্পা প্রকাশপুরঃসর মদীয় সংশয়াবিষ্ট চিত্তের সংশয়চ্ছেদ নিমিত্ত আত্মপরিচয় প্রদান করুন্।

নব নরনাথের বাক্যাবসানে রাক্ষস দেহ বিনির্ম্মুক্ত সেই যোগেন্দ্র পুরুষ অতিশয় যত্ন সহকারে করুণরসাভিষিক্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে ভূপাল বংশাবতংস সর্ব্বপ্রিয় রাজন! এক্ষণে অনন্য চেতা হওত মদীয় আসুরযোনিপ্রাপ্তবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। প্রালেয়াচল সন্নিহিত বদরিকাশ্রমনিবাসি ভগবদ্বাদরায়ণের প্রধান শিষ্য জৈমিনি নামক এক মহর্ষি আছেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট তপস্যা স্থান দ্বৈপায়নাশ্রমের কিয়দংশ দুরবর্ত্তি মাত্র। বলিব কি, তাঁহার আশ্রম এতাদৃশ নিরুদ্বিগ্নরূপে দৃষ্ট হয়, যে, তাহা বর্ণনাতীত। আহা! মহাত্মার তপঃপ্রভাবে বোধ হয়, যেন, তপোবন স্বয়ং প্রশান্ত চিত্ত হইয়া, একতান মনে বিশ্বপতির আরাধনামানসে সমাধি যোগাবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এ দিকে, কোন স্থানে আশ্রম বাসি ঋষিসমূহ, সমিৎকাষ্ঠ আহরণপুরঃসর স্বহা, স্বধা ইত্যাদি বেদমন্ত্রোচ্চারণ করতঃ ভগবান বৈশ্বানরকে আহুতি প্রদান করিতেছেন, এবং সেই হুতধুমকেতুর সশিখধুমস্নিগ্ধ অরণ্যস্থ পাদপরাজি সকল বোধ হয় যেন্য চঞ্চলা সহযোগি মেঘমালা কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে, সুস্বাদু ফলভরে বিনম্রমান ও মৃদুমন্দ বায়ুকর্ত্তৃক ঈষদ্রূপে সঞ্চালিত হওয়ায় বোধ হয় যেন মহীরুহগণ ক্ষুধিত জনে ফলদানার্থ সতত শিরশ্চালন পূর্ব্বক দূরবর্ত্তি পান্থগণে আহ্বান করিতেছে। এবং নভোমণ্ডলস্থ উড্ডীয়মান পক্ষি সকলের কলধ্বনিতে বোধ হয়, তাহারা ঋষিগণের সমীপে কৃতাধ্যয়ন বেদসমূহের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এবং হিমগিরি বিনির্গতা তটিনী নির্ঝরবারি সকল ঝর ঝর শব্দে অহ-

রহঃ আধিত্যকা হইতে প্রপতিত হইয়া তপোবন মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আর সেই নদীর মধ্যে মধ্যে বিকসিত অরবিন্দনিচয় জলহিল্লোলে লোলিত হওত যেন ভ্রমরবৃন্দকে আপন ক্রোড়ে স্থান প্রদান মানসে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে ও পাতিত শুক্লবর্ণ বস্ত্র পুঞ্জের ন্যায়, সেই তটিনীর বালুকাময় তটে কলহংসমালা যেন বিলীনভাবে অবস্থান করিতেছে। কোন দিকে বা, মৃগকুল জল পিপাসু হইয়া সমাকুলচিত্তে, কূলে উপস্থিত হওত নীম্নগার নির্ম্মল সুশীতল সলিলকে নিরীক্ষণ করিয়াই আত্মাত্মচিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। এবং কোন স্থানে মৃগান্বিষ্ট ব্যাধ সকল, পশুহিংসা বিষয়ে বিফলীকৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্তভাবে সেই তাপসাশ্রমে আসিয়া মহীরুহমূলে উপবেশন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ মলয়া সমীরণ সঞ্চালনে ভূতল শয্যাতেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে; পরে সহসা গাত্রোত্থান করতঃ অন্তিকস্থ মৃগদর্শনে অতীব ব্যগ্রতা পুরঃসর ধনুকে দৃঢ়মুষ্টি হইয়া, যখন লক্ষ্য প্রতি কটাক্ষ নিপাতকরতঃ শায়ক সন্ধানোন্মুখী হয়, আহা! তাপসদিগের এমনি তপঃপ্রভাব যে, নৃশংস স্বভাবান্বিত নিশাদজাতিরাও মুনিগণের মধ্যাহ্নিক চিত্তার্দ্রকর বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় লক্ষ্য বস্তুতে শরসন্ধানবিরত হইয়া দূরে ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করতঃ অমনি অবসন্নাঙ্গে সেই স্থানে কিয়ৎকাল স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। তপস্যার কি প্রভাব! মহর্ষির মহত্তপঃ প্রভাবে অসম্ভব কার্য্য সকলও সর্ব্বদা

সৌকার্য্যরূপে সমাধান হইতেছে। তপোবনের কোন কোন নিভৃতস্থলে; আশ্রমবাসি ঋষিগণ, কেহ বা ঈষ-ন্মুদ্রিতনয়নে, হৃৎপদ্মে করপদ্ম সংযোগ করতঃ পদ্মা-সনার হৃদয়বল্লভ পদ্মপলাশলোচনের শ্রীপাদপদ্মে অনন্য-মনা হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিয়া সমাধিতে বসিয়া আছেন।

এবম্বিধ তাপসবর্গ বেষ্টিত তপোনিধি জৈমিনি মানব-দেহের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া দেবতুল্যদেহে কালা-তিপাত করেন; একদা, মহাত্মার সর্ব্বক্ষণ সন্তুষ্ট মানস হইতে মদ্দেহের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবামাত্রে, প্রতিশব্দবৎ সেইক্ষণেই অন্য একটী দেহী উৎপন্ন হইল। এবং মহা-ত্মার মহত্ব ও তপোজ্ঞান প্রভাবে সেই মানসোৎপন্ন বালকদ্বয়ের অর্থাৎ আমার এবং মদীয় সহজন্মার বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রাতঃকালীয় পুর্ব্বদিকভাগের অঙ্গ প্রভার ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানারুণ উদিত হইল। এবং উভয়ে সর্ব্বদা একত্র সহবাসে ক্রমে উভয়েরই মানস ভুমিতে সৌহৃদ্যাঙ্কুরের সঞ্চার হইল। কি আশ্চর্য্য! প্রণয় পদার্থ কি চমৎকার ব্যাপার! শৈশবকাল হইতে উহা ক্রমে এতদুর প্রবল হইয়া উঠিল, বোধ হয় যে, প্রেমের সীমারূপ আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াও দৈর্ঘের খর্ব্বতা করিতে পারিল না। এইরূপ নিগূঢ় প্রেমফাঁশে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে এক মতানুসারে কালাতিক্রম করণানন্তর বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রাপ্ত সুযোগ্য বয়সে, সচেতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সেই বাণীবিরাজিতজিহ্বা যোগিবর

জৈমিনির সকাশে পাঠারম্ভ করিলাম। তাহাতে, যামিনী বিরহে অভিসারবৃত্ত্যবলম্বি প্রতিদিন পরি বর্দ্ধমান সিতপক্ষস্থ চন্দ্রমার ন্যায় বেদাধ্যয়নে, তমোরাশি নাশ করিয়া বর্দ্ধন সহকারে জ্ঞানচন্দ্রের উদয় হইতে লাগিল। পরন্তু, পূর্ণযৌবনকালে এক দিবস, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে ভ্রমণেচ্ছা প্রবল হওয়ায়, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্দ্বয়ে অমরনগরীতে গমন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর, প্রিয়-বান্ধবের অভিমতস্থান সকল ভ্রমণ করিয়া দিবাবসান কালে, নন্দনবনে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মনোহরণীয় শোভা সন্দর্শনে তৎক্ষণাৎ সৌন্দর্য্যভাবার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। জন্মগ্রহণাবধি তপোবন ভিন্ন অন্য কোন স্থান কখন দর্শন করিনাই; সুতরাং সন্তোষরূপ সন্তরণকে আশ্রয় করিয়া তৃপ্তিতীর লাভ করিতে পারিলাম না। তাহাতে আবার, অভিনবাভিনব দর্শনরূপ তরঙ্গের আন্দোলনে ইতস্ততঃ নীয়মান হইয়া পরস্পর ক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়িলাম। এদিকে প্রাণাধিক বন্ধু, চিত্তবৃত্তি বৈলক্ষণ্য ভাবাপন্নে, স্বীয়াচার বহির্ভূত বৃথা সুখপ্রদ দুরাচার অনঙ্গ শাসিত দ্বীপে উত্থানপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে, দুর্ভাগ্য বশতঃ হাব ভাবাদি কুরঙ্গরূপ ধূলী সহ ঘূর্ণায়মান প্রবল বায়ু সদৃশ, তিলোত্তমা ও উর্ব্বশীনাম্নী স্বর্গবেশ্যাদ্বয়ে নয়নের পথবর্ত্তি করতঃ তদ্রূপ বাত্যা-প্রভাবে উড্ডীন চিত্তে চিত্রিতপুত্তলিকাবৎ অচল নয়নে দণ্ডায়মান থাকিলেন। যদিচ, জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা মনোমত্ত

বারণে বশীভুত করণের চেষ্টা করিতে ছিলেন, তথাপি কোন ফল দর্শিল না। অর্থাৎ তাহা স্রোতস্বতী জলে বালুকাবিনির্ম্মিত সেতু সদৃশ অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল। কারণ, বসন্তকালীয় কোকিল ও ভ্রমরসমূহের কলধ্বনি শ্রবণে, এবং মলয়াচল অনিলসঞ্চালিত সুগন্ধ পুষ্প-সৌরভে বিচলিত থাকিলেন। এদিকে, প্রাগুক্ত স্থির-যৌবনা অমরবারাঙ্গনাদ্বয়, কুমারসদৃশ মুনি কুমারের উপমারহিত অঙ্গলাবণ্য দর্শনে, বিমোহিত হইয়া ভ্রূশরা-সনে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষবাণ সংযোজিতকরতঃ মুহুর্ম্মুহু সন্ধান করিতে লাগিল। আর যদিচ, দুরাত্মা দগ্ধ মদন, হরনেত্রে একবার দগ্ধ হইয়াছিল বলিয়া পুনঃ সেই আশঙ্কাপ্রযুক্ত, ঋষিতনয়েরপ্রতি পুর্ব্বে কোন প্রতিকু-লাচার করেনাই, কিন্তু দৈব প্রেরিত নিজাস্ত্রগণের প্রাদুর্ভাব দর্শনে, স্বীয় শ্লাঘায় সম্মোহন বাণাঘাতে প্রিয়তমের চেতনা হরণ করিতে পরে আর অপেক্ষা করিল না। তখন, মদস্রাবি মাতঙ্গবৎ সখা প্রমত্তচিত্তে মনোহরাদিগের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হইতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে, আমি দুরদর্শনে প্রিয়বান্ধবের অবস্থা অবলোকন করতঃ দ্রুতগমনে নিকটস্থ হইয়া পশ্চাদা-কর্ষণে তাঁহাকে ধারণ করিলাম। এবং সেই কুলটা-দ্বয়ের প্রতি আরক্তলোচনে কৃত্রিমরোষ প্রকাশপূর্ব্বক নীরসবাক্যসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। রে মন্দভাগিনী কামিনীদ্বয়! পতঙ্গবৃত্তি আশ্রয় করতঃ

উদ্দীপ্ত হুতাশনে আত্ম সমর্পণ করিতে কামনা করিতেছিস! জানিস্ না, মহাত্মা গুরু জৈমিনির অনুকম্পা, ও স্বীয় তপোবলে এখনি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব। এবম্বিধ মদুক্ত বাক্যাবসানে, নৃশংস নিশাদজাতির স্বরশ্রুতমৃগীকুলেরন্যায় ত্রাসে সেই কামিনীদ্বয় পলায়ন পরায়ণা হইল।

প্রিয়তম, চিন্তাপহারিণী সেই কামিনীদ্বয়ের দর্শন অপ্রাপ্ত বিধায়, তাহাদিগের অনুগমনার্থ পাদ বিক্ষেপের উপক্রম করিতে লাগিলেন। যদ্রূপ নবধৃত মত্তমাতঙ্গ লৌহ শৃঙ্খলপাশে আবদ্ধ থাকিয়া, স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ করণার্থ অর্থাৎ পলায়ন জন্য অনুক্ষণ সচঞ্চল থাকে। তদ্রূপ মম বাহুপাশ নিবদ্ধ প্রিয়সখা, গমনাশক্ত বিধায় গ্রীবাবক্র করতঃ বারম্বার পশ্চাৎ দৃষ্ট করিয়া তৃষিত চাতক-নয়নে, মদীয়বদনাবলোকন করিয়াও অজ্ঞান অন্ধতা প্রযুক্ত সহবর্দ্ধিতজনে কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন না। আহা! দুরাত্মা দগ্ধ মদন, প্রতিকুলাচার করিলে আর নিস্তার নাই। উহার বাণপথবর্ত্তি প্রগাঢ় ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মাগণও সামান্যপ্রকৃতি মনুষ্যের ন্যায়, অসৎক্রিয়াতেই সর্ব্বদা মদমত্ত মাতঙ্গবৎ পরিভ্রাম্যমান্য থাকেন। ঐ পাপাচার মদনের অমোঘশস্ত্র প্রাদুর্ভাবেই বিশ্বসৃড্ ব্রহ্মা, আত্মকন্যাসন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হইয়া ধাবিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র, গুরুপত্নী অহল্যায় রতি করিয়াছিলেন। চন্দ্র, বৃহস্পতি পত্নীর গুপ্তপতি হইয়া কিয়ৎকালাতিবাহিত করিয়াছিলেন। এবম্বিধ

দেবগণও যখন, উহার শাসনানুবর্ত্তিন্, তখন সামান্য মনুষ্য প্রকৃতির কথা কি কহিব। দেবাদিদেব মহাদেব, ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূতঃ করতঃ পুনর্ব্বার প্রাণদান দিয়া জগদ্বিপক্ষের কেবল সাহস বিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন। নতুবা, কদাচ এমন মহাবিপৎ সংঘটন হইত না। সে যাহা হউক, অলৌকিক গুণময়ীদুস্তরা মায়াপ্রভাবে বিমোহিত হইলে, জ্ঞানবিষয়কসুযুক্তিসকল গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তৎকালে পূর্ব্বোপার্জ্জিত সংস্কার সকলও তিরোহিত হইয়া যায়। এই জগৎপ্রসুতা মায়াই সকল অনর্থের মূল। কি আশ্চর্য্য! উহার এক জনমাত্র অনুচর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেই, দেহিগণ, প্রায় সতত বিপদার্ণবে নিপতিত হইয়া থাকে। আহা! ঐ মায়াই আমায় দারুণ যন্ত্রণায় প্রক্ষেপ করিবার মূল কারণ। সেই নিমিত্ত, প্রিয়বয়স্যে তাদৃক্ ভাবাপন্ন দর্শন করিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না; নচেৎ মায়াপাশ ছেদন করিয়া আশ্রম মুখিন্ হইলে, আর কোন বিপদুপস্থিত হইবার সম্ভব ছিল না। তখন, ভাবিলাম, সদুপদেশ মহৌষধ প্রদানে কন্দর্প পীড়াক্রান্ত বান্ধবে আরোগ্য করণের চেষ্টা করা উচিৎ। কারণ, বিপদ্রূপ পরীক্ষণ-প্রস্তর ভিন্ন, সুহৃদ-সুবর্ণের পরীক্ষা হয় না। এই বিবেচনায়, মহাসঙ্কট হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টিত হইয়া, তাহার অভিমুখবর্ত্তী হওত বলিলাম। সখে! অদ্য তোমার এমন চিত্ত বিভ্রান্ত হইল কেন? মহাত্মা জৈমিনি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সুশিক্ষিত সদুপ-

দেশ বাক্য সকল কি নিষ্ফল হইল? অগ্রে যে ইন্দ্রিয় বৃত্তিনিবৃত্তি, ও ক্রোধাদি রিপুগণে এবং ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি ষড়্গুণে অশেষতঃ পরাভব করিয়া সমাধি অভ্যাস করিয়াছিলে, সে সমস্ত শমদমাদি তোমায় পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে কোথায় গমন করিল? অপিচ, অধুনা কোন পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ, একবার তাহার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে না। অধিক কি কহিব তোমায় ধিক্! অধিরাজ! যেমন, আসন্নমৃত্যু জনের মহৌষধ সেবনে অভিরুচি হয় না, সেইরূপ মদুক্ত এই সকল ধর্ম্মার্থযুক্তিযুক্ত হিতকর বাক্যৌষধ সেবনে কাম-রোগাক্রান্ত প্রিয়সখায় কিঞ্চিন্মাত্র প্রবৃত্তি জন্মিল না। আমি, যেন অরণ্যে রোদন করিলাম। এবং, আমার বাক্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং এতাদৃশ স্বাভিমত পথ প্রতিরোধক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, মুখভঙ্গি দ্বারা বিরস বিজ্ঞাপন করিলেন; এবং করপুট অপরিচিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাভাগ! সেই শরৎশশধর সদৃশ লাবণ্যসম্পন্ন সুন্দরীদ্বয় আমায় কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিল, বলিতে পারেন? আমি তাহাদিগের পশ্চাদ্‌ গমনার্থ পাদবিক্ষেপ করিয়াও, দুর্ভাগ্যবশতঃ বাহুপাশাবদ্ধপ্রযুক্ত অনুগামী হইতে পারিলাম না। অতএব হে মহাত্মন্! সেই মনোরমা বামাদ্বয় কি কারণ বশতঃ আমায় পরিত্যাগ করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিল, এবং কি উপায় দ্বারাই বা তাহাদিকে প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহা আমাকে ত্বরায়

বলিয়া দিন্। নিতান্ত প্রমত্তের ন্যায় সখা, এবম্প্রকার স্খলিতবাক্যসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমি উহা শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্তও উহার ভয়ানক ভ্রম দূরীকরণ ও চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় নাই। অতএব, কৃত্রিম রোষ ভাব প্রকাশকরতঃ কহিলাম্ ভ্রান্ত! তোমার কি চেতন হইল না? বারম্বার ঐ কথা উত্থাপন করিতেছ; নির্লজ্জ তোমায় ধিক্! তুমিই যেন অজ্ঞানান্ধতাপ্রযুক্ত, সদসম্মত লোকবিগর্হিত আত্মানিষ্টকর পন্থায় আরূঢ় হইয়া সকল বিস্মৃত হইয়াছ; আমিত আর তোমার মত কুপথাবলম্বী নহি। যে তোমার মতাবলম্বী হইব; বরং দূর হইতে তোমার পশ্বাচার ব্যবহার দর্শন করিয়া দ্রুত গমনে সমাগত হইয়া, বাহুলতায় তোমায় বদ্ধ করিলাম; এবং পরুষবাক্যদ্বারা সেই বেশ্যাদ্বয়কেও এস্থান হইতে দূরীকৃত করিয়াছি; আর তাহাদিগের সহিত কোন মতে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা রাখি নাই। তোমার আশালতার অবলম্বন স্বরূপ কণ্টকতরুকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি; পুনরাশ্রয় করিবার উপায় নাই, অতএব এক্ষণে নিরবলম্বিনী আশালতাকে উচ্ছিন্ন করিয়া আশ্রমে প্রতিগমন করি চল। হে মহোদয়! দস্যু কখন ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করে না; যেমন ভুজঙ্গশিশুকে দুগ্ধ দানে পুষ্টি করায় কেবল বিষবর্দ্ধন হয়মাত্র, তদ্রূপ মূর্খে উপদেশ প্রদান করিলে তাহার কেবল উত্তরোত্তর কোপেরই বৃদ্ধি হইতে থাকে; কদাচ শান্তিলাভ করিতে

পারে না। মহাত্মাগণকথিত এই যে যুক্তিযুক্ত বাক্য উল্লেখিত আছে, কদাপি তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কারণ, মদীয় এই সকল উপদেশ স্বরূপ তিরস্কৃত বাক্যনিচয় শ্রবণ করিয়া, সখা, ক্রোধ পরিপূর্ণ অরুণকার ঘূর্ণায়মাননেত্রে ঊর্দ্ধস্থ দশনপংক্তিতে অধর দংশন করতঃ সহসা আমার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া গুরুতর অভিসম্পাত করিলেন রে প্রণয় বিস্ম-কারক দুরাত্মন কল্পক! যেমন, রাক্ষসজাতির ন্যায় ব্যবহার করিলি তেমনি অবিলম্বে রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ কর।

অধিরাজ! তাঁহার এই দারুণ মর্ম্মভেদি অভিশাপ বাক্য শ্রবণেও ভয়ঙ্কর চপেটাঘাতে, তৎকালে বোধ হইল যেন, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, আমার প্রাণহরণার্থ মুনি বালকরূপে মদীয় সমভিব্যাহারে আসিয়া স্বীয় বাসনা সিদ্ধ করিল। হা গুরো জৈমিনে! কোথায় রহিলে, মরণসময় তব শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলামনা মনে এই আক্ষেপ রহিল। এইরূপ কাতোরোক্তি বাক্য বিন্যাস করিতে২, চেতনশূন্য হইয়া কুঠারচ্ছিন্ন বৃক্ষেরন্যায় একেবারে ধরাশয্যায় নিপতিত হইলাম। কিঞ্চিৎ চেতন প্রাপ্তে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম; অসৎসঙ্গপ্রাপ্ত হইলে মানব-গণকে প্রায় প্রতিদিন, এইমত মৃত্যুবৎযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এবং ঐ সঙ্গদোষে সেই নীচ প্রকৃতিস্থিত (অসৎক্রিয়াদি) মানদোষ (পানদোষ) মদ্যাদি সেবন

জন্য প্রায় যন্ত্রণার ও জনসমাজে নিন্দারভাজন হইতে হয়। অতএব আমার সাধুসম্মত উচিৎ প্রতিফল ফলিয়াছে; ইহাতে ক্রোধিত হইবার আবশ্যক নাই। ক্রোধ বড় দুরাচার, কারণ শ্রুতিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, এই দুরাত্মা বিশ্ববৈরি ক্রোধ, চতুর্ব্বর্গসাধনে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহার বিপরীত ফলপ্রদান করে। অতএব, আমিও এ সময় দুরন্ত কোপের পরতন্ত্র হইয়া কি, বিন্ধানুবিন্ধ দৈত্য, ও প্রভব যদুবংশধ্বংসের ন্যায় উভয়েই ধ্বংস হইব? আমার ভাগ্যে যাহাছিল তাহাই ঘটিল; বরং এ বিষয়ে ক্ষমা করা অতি কর্ত্তব্য। কারণ ক্ষমাগুণের তুল্য জগন্মণ্ডলে আর কি গুণাধিক্য আছে; বিশেষতঃ উহারই বা দোষ কি? সে জ্ঞান থাকিলে এমন অদ্ভূতব্যাপার সংঘটন হইবে কেন? অতএব এস্থলে মদনই তিরস্কার ভূমি। রে দুরন্ত মদন! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যে কর্ম্ম করিয়া লোক একবার উচিৎদণ্ড ভোগ করিয়া থাকে; পুনশ্চ তাহা করা দূরে থাকুক, স্মরণকরাও কি উচিৎ? একবার হরকোপানলে অনঙ্গ হইয়াও পুনরায় সেই লোকপীড়দ কার্ম্মুক করে ধারণ করিয়াছ; কি আশ্চর্য্য, না হইবে কেন, অর্থাৎ যখন তোমার তাদৃশ ভয়ঙ্কর প্রতিফলেও চৈতন্য হয় নাই, তখন জগদবধ্য মুনিকুমার বিনাশে তোমার শঙ্কার বিষয় কি? আর তোমারইবা দোষ কি। জগদীশ্বর, জগদুৎপাদনার্থ তোমাকে মদন আখ্যায় নিমিত্ত মাত্র রাখিয়াছেন, নচেৎ, এ সমস্ত কার্য্যের তিনিই হেতুভূত। না, না,

নচেৎ, এ সমস্ত কার্য্যের তিনিই হেতুভূত। না, না, আমি অতি মূঢ়। সেই নির্ম্মলগুণে দোষারোপণ করিয়া কেবল স্বয়ং নরকের দ্বারমোচন করিতেছি। কারণ, এ সকল ঘটনা কেবল আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে হইয়াথাকেমাত্র। যাবৎ প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়, তাবৎ জীবে, এইরূপ কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়; তন্মধ্যে দুষ্কৃতিহেতু দুর্ম্মতি ও সুকৃতিহেতু সুমতি উপস্থিত হইয়াথাকে। তবে, এতদ্বিষয়ে কেবল অজ্ঞগণই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঈশ্বরে দোষারোপণ করিয়া থাকে। অতএব, আপনার ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভবপারাবার উত্তীর্ণহওন নিমিত্ত সর্ব্বদা সদ্বিবেচনা রূপ জ্ঞানতরীর আশ্রয় গ্রহণকরা অতিকর্ত্তব্য। কাহারও প্রতি দোষারোপণ করিবার আবশ্যকনাই। হায়! হায়! এক্ষণে আক্ষেপের বিষয় এই যে, রাক্ষসযোনিতে পতিতহইতে হইল। কি করি, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, আর বৃথা মনোদুঃখে প্রয়োজননাই। নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ! রক্ষ * এই বাক্য স্মরণ করতঃ মুনিবাক্য রক্ষার্থ তাপসদেহ পরিত্যক্তহইয়া, তোমার অভিমুখ পতিত ঐ অধুনাভাক্ত আসুরদেহ প্রাপ্তহইয়াছিলাম, অর্থাৎ মহরাজ! আপনারদ্বারা যে দেহহইতে পরিত্রাণ পাইলাম। এক্ষণে যাই, বহুদিবসাবধি গুরু জৈমিনির শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিনাই, আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সেই পদসরসীজে অভিবাদন করিয়া পরিতৃপ্ত

* নিরাশ্রয় আমাকে জগদীশ রক্ষাকর।

হই। যদিচ, সর্ব্বজ্ঞ মুনিরাজ এই বিষয় সমস্ত জ্ঞাত আছেন; তথাচ, আমার যেন লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু সেই পরাৎপরগুরু ভিন্নত অন্যগতি নাই, অতএব মহারাজ! অনুমতি করুন্ গমন করি। গুণার্ণব, উদার স্বভাব ঋষিতনয়ের অপূর্ব্ব বৃতান্ত শ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত হওতঃ করপুটে বলিতে লাগিলেন। হে যোগিবর! আহা! ভবসংসারে ভবাদৃশ লোক অতি বিরল। আপনার তপঃ প্রভাব ও প্রশান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন হইল। যদি, অনুগ্রহ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদানে চরিতার্থ করিতে ক্লেশ বোধ করিলেন না; তবে, আমার এক নিবেদন আছে, সেই আপনার মিত্ররূপ ব্রহ্মরাক্ষস কামবিমোহিত মুনিকুমার তদনন্তর কি করিল; তদ্বিষয় শ্রবণজন্য ইচ্ছুক হইয়া স্পৃহা যেন বারম্বার জিহ্বাকে জিজ্ঞাসা করণার্থ অনুরোধ করিতেছে। অতএব, এ অনুগ্রহীত জনের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়া ভবদীয় সহচর বৃত্তান্ত বর্ণন করুন্। মহামোহজেতা মহাত্মা বালযোগী কহিলেন; মহারাজ! তাঁহার সমাচার আমি অবগত নহি। যেহেতু, আসুরদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমি, ব্রহ্মশাপজনিত পাপ সংস্পর্শে যোগবলজনিত সর্ব্বজ্ঞত্ব ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব, এক্ষণে সানুকূল হইয়া বিদায় দানকরুন্। এবং মহারাজ! মদীয় মঙ্গলার্থ পরমেশ্বর সমীপে এইরূপ প্রার্থনাকরুন্ যে যাহাতে আমি স্বীয় আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সেই পতিতপা-

বন গুরুর কৃপার ভাজনহওতঃ পুনর্ব্বার স্বীয় সাধনারম্ভে পরমানন্দে পূর্ব্ববৎ অবস্থানকরিতেপারি। কারণ গুরু-কৃপা এবং সাধনধন, যোগিজনের সর্ব্বসম্পত্তি স্বরূপ। সুতরাং মহারাজ! ইহা হইলেই আমাদিগের যথেষ্ট লাভ হইল। অপিচ রাজতনয়! ভবদীয় জিজ্ঞাসু মানসের বাসনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া ক্ষোভিত হইবেন না। যেহেতু নিশ্চয়ই উহা সম্প্রতি আমার জ্ঞানাতীত, তবে যদি কখন কোন প্রসঙ্গে উক্ত বিষয় শ্রবণ করিতেপাই অঙ্গীকার করিতেছি অবশ্য আপনাকে সুবিদিত করিয়া যাইব। এই বলিয়া বাল তপোনিধি, মুহূর্ত্ত মধ্যে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এই অলৌকিক অদ্ভূতব্যাপার দর্শন করিয়া নৃপাত্মজ, বহুক্ষণ অন্তরীক্ষপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন; এবং বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। অয়ি ভদ্রে! সমস্ত স্বচক্ষে দর্শন করিতে? আমি জন্ম গ্রহণাবধি কখন এতদ্রূপ আশ্চর্য্যকরবিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিনাই। আহা! এই ক্ষণকালমধ্যে কি আশ্চর্য্য কার্য্যনিষ্পাদিত হইয়াগেল। স্বপ্নেও কখন এরূপ অনুভব হয়না। বিদ্যুল্লতা, বিনীতবচনে কহিলেন; নরনাথ! এবম্বিধ ঐন্দ্রজালিকবৎকার্য্য দর্শনে চিত্তের ভ্রান্তি জন্মিবে তাহার সংশয় কি কিন্তু মহারাজ! সেই অপরিমিত তেজসম্পন্নযোগিপুরুষকে অবলোকনকরিয়া নিরন্তর ইচ্ছা, দর্শনেচ্ছু হইতেছে; যেহেতু তাঁহার দর্শনে নয়নের চরিতার্থতা লাভ হইয়াছে।

সে যাহাহউক, এক্ষণে এই ভয়ানকস্থান হইতে স্থানান্তর হইবার শীঘ্র উপায় চিন্তাকরুন্। গুণার্ণব সেই জনশূন্য অরণ্যমধ্যে অধিককাল অবস্থানকরা অবিধেয়, বিবেচনায়, ঈশ্বরের স্মরণপূর্ব্বক বিদ্যুল্লতা সমভিব্যাহারে নিবিড় অরণ্য হইতে নির্গতহইয়া স্বীয় রাজ্যাভিমুখে গমনকরিতে লাগিলেন। এবং আসুরযোনি বিনির্ম্মুক্ত ঋষিতনয় ঘটিত লোকাতীত ব্যাপার আন্দোলন করিতে করিতে বহুলরাজ্য অতিক্রমণকরিয়া সূর্য্যাস্তকালে এক মনোহরউদ্যান দর্শনে নিরুদ্বেগে রাত্রযাপনাকাঙ্ক্ষায় তাহাতেপ্রবেশ করিলেন; কিন্তু সেই অমর বাস-বাঞ্ছিত স্থলে কোনপ্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় চিত্তে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, উদ্যানস্থ সুশোভা সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অথবা যদি কোন মানবের সহিত সন্দর্শন হয়, এই উভয় কারণে তিনি তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। এ দিকে বিরহিণী অমাযুক্ত যামিনী, স্বীয়পতি সুধাকরের অদর্শনে বিষণ্ণ হইয়া ঘনতিমিরাম্বরে বদনা গুণ্ঠিতা হইয়া চতুর্দ্দিগে তাঁহার অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। দিকসমুহ একবারে তিমিরপটলে আচ্ছন্নহইয়াগেল। এমন কি, সর্ব্ববস্তু নিদর্শক দর্শনেন্দ্রিয় প্রায় সামান্য ত্বকেরন্যায় ব্যবহার করিতেলাগিল। তখন, উভয়েই অগত্যা সেই স্থলে স্তম্ভেরন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া যুবরাজ বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেলাগিলেন; অয়ি বরাননে! তুমি কোথায়? তোমায় আর দেখিতে পাইতেছি

না। অতএব ত্বরায় আমার নিটবর্ত্তিনী হও। এই কএ· কটি বাক্যমাত্র বদনহইতে নিঃসরণ হইতেছে; ইত্যবসরে স্পষ্টানুমান হইল, যেন, সম্মুখ দিগ্‌ভাগে কাহারা দুইজন পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! নয়ন, ধ্বনি শ্রুতমাত্রেই অমনি তৎক্ষণে সেই শব্দ অনুসারি হইয়া তাহার আকরের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ তাদৃক্ গাঢ়ান্ধকারে কলুষিত নেত্র থাকিয়াও মহারাজ, সেই শব্দাকর দর্শনেচ্ছায় দৃষ্টি নিঃক্ষেপমাত্র দেখিলেন। আপনাদিগের কিঞ্চিদ্দূরে একটি আলোকময়-মন্দির দৃষ্টিপথে প্রকাশ পাইতেছে। দর্শনমাত্রেই বোধহইল, তাহারমধ্যে যেন দুইটী স্থিরসৌদামিনী বিরাজকরিতেছে। বিদ্যুল্লতা কহিলেন; নরনাথ! আলোকময় আলয়ে বুঝি কিন্নরবধূগণ, একান্ত পাইয়া বিহার করিতেছে। অতএব, চলুন অদ্য উহাদিগেরই আশ্রয়গ্রহণকরিয়া, নিরুদ্বেগে যামিনীযাপনকরিব। মহীপতি, অগত্যা ঐ কথাতেই স্বীকার করিলেন; অর্থাৎ সশঙ্কচিত্তে উভয়েই সেই প্রাসাদমধ্যে প্রবেশকরিলেন। প্রবেশানন্তর দেখিলেন, চতুর্দ্দিগে সন্নিবেশিত সহস্র সহস্র সমুজ্জ্বলিতপ্রস্তরসকল প্রভাগুণে সূর্য্যকিরণেরন্যায় দীপ্তিপাইতেছে; কিন্তু কোন সচেতনদেহধারীর সহিত সন্দর্শন না হওয়ায়, মহারাজ আশ্চর্য্যান্বিতহৃদয়ে তাহার পার্শ্বস্থিত আর একগৃহে উপস্থিতহইবামাত্র, দেখিলেন; গৃহান্তর হইতে উত্তম সুস্বাদুফল ও প্রচুর ভোজ্য পূর্ণপাত্র হস্তে ত্রিভুবন মনমোহিনীকামিনীদ্বয়

আগমনপুরঃসর সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনাকরিল। এবং উক্ত সুন্দরীদ্বয় অতিবিনীতভাবে গুণার্ণবে বলিতে লাগিল। হে মহাত্মন্! যদিচ আমরা স্বীয়কর্ম্মভোগ হেতু দারুণযন্ত্রণায় চিরদিন প্রপীড়িতআছি, তথাচ অদ্য আপনার আগমনে আমরা পরমপ্রীতিলব্ধহইয়া শুভদিন অনুমানকরিতেছি। যাহাহউক, আপনি কোনবংশে উদ্ভবহইয়া স্বীয়সৌন্দর্য্যপ্রভায় জগতের আনন্দবর্দ্ধনকরিতেছেন। বোধহয়, কোন যোগভ্রষ্ট যোগিপুরুষ, বিষয়-ভোগ-বাসনায় জন্মগ্রহণ স্বীকার করিয়া স্বীয়জন্ম পরিগৃহীত বংশকে পবিত্রকরিয়াছেন। কিম্বা ক্রোধিত কৃত্তিবাসে, কোন কারণে সন্তুষ্টকরিয়া, পুনর্ব্বার প্রাপ্তদেহে দেহিদিগের হৃদয়ভেদিধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করতঃ ত্রিলোকে আপনার বিখ্যাতঅনঙ্গাখ্যা পরিবর্ত্তনমানসে রতিসহিত স্বীয়াকার প্রদর্শনার্থ রতিপতি এইরূপে পরিভ্রাম্যমাণ আছেন। আহা! যাহারা আপনার এ সুকুমারঅবয়ব দর্শনকরেননাই তাহাদিগের নয়ন ধারণের ফল কি? অপিচ, যে ব্যক্তি, একবার এই নির্ম্মলমূর্ত্তি দর্শনকরিয়া দর্শন-বিচ্ছেদে কালযাপন করিতেছে, তাহাদিগের হৃদয় কি কঠিন? আহা! যত দেখি, তত যেন তৃপ্ত না হইয়া অভিনব জ্ঞান হইতেথাকে। অতএব হে সুরূপাকর! আত্ম পরিচয় ও ভ্রমণেরকারণ সমস্ত বর্ণনাকরিয়া চির-দুঃখিনীদ্বয়ের সংশয়চ্ছেদ করুন।

গুণার্ণব, যুবতীদ্বয়ের সুধাভিষিক্তবচনে পরিতৃপ্ত

হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্তআত্মবৃত্তান্ত বর্ণনকরিতে লাগিলেন। অধিরাজ, পরিণয় সংক্রান্ত ও বিদেশ পর্য্যটনের কারণসমূহ এতাদৃশ বিস্তীর্ণরূপে বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন; যে, যামিনী প্রভাতাহইয়াগেল তথাপি তাঁহার কথিত প্রস্তাবের শেষ হইল না। যাহাহউক, নিশাবশেষে ঐ রমণীদ্বয় ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া সহসা নিশাময়ীহইয়া শয্যায় নিপতিতহইল। এমন কি অচিরকালমধ্যে সেই অবলাদ্বয় নির্ম্মিত জড়ময়ী পাষাণ পুত্তলিকার ন্যায় অচেতন হইয়া স্থিরভাবে রহিল। গুণার্ণব, পুনর্ব্বার এই অদ্ভূতব্যাপার দৃষ্ট করতঃ বিস্ময়াপন্নচিত্তে এই আশ্চর্য্যকরব্যাপার অবগত হওনার্থ নিতান্ত উৎসুকহইয়া রমণীদ্বয়ের পুনশ্চেতন প্রাপণ পর্য্যন্ত কাল প্রতীক্ষা বিষয়ে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই উপবনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এমতেদিবসদ্বয় অতীত হইয়া গেল, তথাচ প্রাক্‌দৃষ্ট কামিনীদ্বয় সংজ্ঞালাভ করিল না দেখিয়া, যুবরাজ, অতিশয় খিন্নমনে প্রাসাদোপরি উপবিষ্টহওতঃ বিদ্যুল্লতাসহ কথোপকথন করিতেছেন; ইত্যবসরে বিদ্যুল্লতার পূর্ব্বশিক্ষিত আকর্ষণীমুনিমন্ত্র স্মৃতি পথারূঢ় হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ করপুটে বিজ্ঞাপনকরিলেন। মহারাজ! আমি, এক আকর্ষণীমন্ত্র জানি, তদ্দ্বারা যাহার নামোচ্চারণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করাযায়, সেই স্মরণীয়ব্যক্তি অনতিকালবিলম্বেই স্মরণকর্ত্তার নিকট সমাগত হয়। কিন্তু আর্য্য! মন্ত্র শিক্ষা করণাবধি কখন

পরীক্ষাকরিয়া দেখিনাই। কারণ, আমারত কোন আত্মীয়জন নাই যে, তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক মন্ত্রপরীক্ষা করিয়া দেখিব। যদিস্যাৎ এ অধীনির নিকট শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হয়, বলিতে প্রস্তুতআছি শ্রবণকরুন্ এই বলিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভকরিলেন। তদনন্তর, গুণার্ণব তাহারনিকট শ্রবণমাত্রে; অনায়াসে স্বীয় শ্রুতি ধরতা ও মেধাশক্তিপ্রভাবে সেই মুনিমন্ত্রশিক্ষা ও ধারণা করিলেন। এবং সহর্ষে, বিদ্যুল্লতায় ভূয়োভূয়ো ধন্যবাদ প্রদানকরিতেলাগিলেন। অনন্তর একদিবস রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া, প্রাণাধিকা প্রিয়-তমা ক্ষণপ্রভায় স্বপ্নদর্শনে দর্শনকরিয়া, শয্যাহইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উপবিষ্টহইয়া মনেমনে বলিতে লাগিলেন; হা! আমায় ধিক্। আমি কি নির্দ্দয়? বৃথা মায়াকৌশল দর্শনলালসায় হৃদয়রত্ন বিরহিত হইয়া কালহরণ করিতেছি। আহা! বোধ হয়, সেই হৃদয়-পর্য্যঙ্কশায়িনীভামিনীও আমার ন্যায় এই রূপ বিরহে নিতান্ত কাতরীভূতাআছেন। নচেৎ মদীয়প্রাণ, এত ব্যাকুল হইবেকেন? এবম্বিধ শোকসূচক বাক্যসমূহ, আন্দোলন করিতে২ অকস্মাৎ উপস্থিত বিরহবেদনায় অতিশয়কাতরান্বিতহওতঃ সংজ্ঞাহীনহইলেন, এবং অশ্রুধারাসকল বারিধারাবৎ তাঁহার নয়নযুগল হইতে বিগলিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিদ্বিলম্বে লব্ধচেতনরাজ-নন্দন; হা প্রিয়ে ক্ষণপ্রভে! তোমাব্যতিরেকে আর জীবনধারণ করিতেপারি না, এই বলিয়া একবারে

উচ্চৈর্নাদে রোদনকরিয়াউঠিলেন। বিদ্যুল্লতা সচীৎ-কাররোদনশব্দে নিদ্রাভঙ্গে সহসা তাঁহাকে শোকাভিভূত দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসাকরায়, কহিলেন, বিদ্যুল্লতে! বোধ হয়, প্রিয়তমা অদ্যাবধি জীবিতানাই। এইমত বলিতে২ সাধারণ জনপ্রায় বিলাপারম্ভ করিলেন।

বিদ্যুল্লতা গুণার্ণবকে তাদৃশ বিলপমান দেখিয়া নিবেদন করিল; হে ধীর! আপনি মহাত্মা হইয়া, সাধারণ জনপ্রায় অকস্মাৎ মহাবিপদুপস্থিতের মত শোক করিতে আরম্ভকরিলেন? কি আশ্চর্য্য! হে মহাত্মন্! একটা সামান্যঅবলার নিমিত্ত আপনার এতাদৃশ শোকাভিভূতহওয়া কদাপি সম্ভাবিতনহে। অতএব অধীনীরবাক্যে যদি হতাদর না করেন, তবে একটী যুক্তি বলি গ্রহণকরুন, অর্থাৎ ত্বরায় কোনপ্রকারে তথায় আপনার মঙ্গল সংবাদ প্রেরণকরুন, নচেৎ বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাআছে। বিশেষতঃ এ সময়ে সেই আকর্ষণী মন্ত্রের পরীক্ষা হইতে পারিবে; অতএব আপনি শীঘ্র কোন পরিজাতিকে আহ্বানকরিলে উত্তম হয়; কারণ দৈববলে তাহারা মনোগামিন, এইহেতু তাহাদিগের দ্বারা সমস্তসমাচার আশু অবগত হইতেপারিবেন। গুণার্ণব, বুদ্ধিমতীবিদ্যুল্লতার যুক্তিযুক্ত সুমন্ত্রণা শ্রবণে আহ্লাদিতহইয়া শ্যালক সমিতিঞ্জয়ের নামোল্লেখ করতঃ মন্ত্রপাঠ করিতেলাগিলেন। কি আশ্চর্য্য!! দৈবমন্ত্রপ্রভাবে অমনি তৎক্ষণাৎ পরিরাজনন্দন উপবনে

মধ্যে গুণার্ণবসন্নিহিতে উপনীতহইলেন; এবং রাজত-নয়কে জীবিতাবস্থায় অবলোকন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন। হে পুণ্যাত্মন্ মহারাজ! কি প্রকারে সেই দুরাত্মরাক্ষসহস্তহইতে পরিত্রাণপাইলেন? বর্ণন করুন্। রাজকুমার গুণার্ণবরাক্ষসকর্ত্তৃক হৃতাবধি অধিষ্ঠিতউদ্যানে আগমনপর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতার বিবরণ সহকারে তাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণনকরিলেন। অনন্তর, প্রাণা-ধিকা ক্ষণপ্রভার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সমিতিঞ্জয়, যুবরাজের অন্বেষণার্থ তথা হইতে বিদায় হওনাবধি সমস্তনিবেদন করিলে, গুণার্ণব, ত্বরায় এক পত্রিকারচনাপূর্ব্বক অভিজ্ঞান দর্শনার্থ স্বীয় করাঙ্গুরীয় দিয়া শ্যালককে বিদায়করিলেন। পরিরাজকুমার, কুশল সংবাদপ্রদাপত্রিকা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে ত্বরায় আকাশগতিতে যাত্রাকরিলেন; এবং পর দিবস মধ্যাহ্নকালে সর্ব্বসিদ্ধনগরে অবতীর্ণহইয়া, সাধারণ সমীপে অধিরাজের কুশলসমাচার প্রচারকরণান্তর অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরস্থা স্বীয়সহোদরার সমীপে উপস্থিতহইয়া তাঁহাকে আহ্বানকরিতেলাগিলেন। ক্ষণপ্রভে! গাত্রোত্থান কর। আমি সমিতিঞ্জয়, গুণা-র্ণবের কুশলসংবাদ আনয়ন করিয়াছি। বারম্বার উচ্চৈঃ-স্বরে এবম্বিধ আহ্বান করিতেলাগিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত না হইয়া, শেষে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ক্ষণপ্রভা বিনিন্দিত সেই স্থিরক্ষণ-প্রভার আর সে রূপ প্রভানাই। বাক্‌শক্তি রহিতহইয়া

ভূশয্যায় মৃতকল্পশরীরে রহিয়াছেন। প্রত্যুত্তর প্রদানে নিতান্ত অক্ষমা; স্বামীর কুশল সংবাদদাতাজ্যেষ্ঠসহোদরকে দেখিয়া উত্থানে অক্ষমপ্রযুক্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল তাঁহার মুখমণ্ডলপ্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকিলেনমাত্র। এমন কি, হস্ত প্রসারিত করিয়া পত্রিকাখানিও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সমিতিঞ্জয়, আপন স্বসার অলৌকিকসতীত্ব সন্দর্শনে, ব্যাকুলান্তঃকরণহইয়া পিতৃ মাতৃ উদ্দেশে ভর্ৎসন করিতে লাগিলেন। হে মাতঃ! তুমি কুলোজ্জ্বল কারিণী নন্দিনীর প্রতি যে অত্যাচার প্রচারকরিয়াছ, তাহা শ্রবণ করিলে, জগতীস্থ প্রাণীসমূহ তোমাকে নিতান্ত নির্দ্দয় স্বভাবা মহিলা বলিয়া উল্লেখ করিবে। এবং তুমিই যে ইহার অশেষ যন্ত্রণার মূলকারণ, তাহা জনসমাজে আর অপ্রকাশ রহিল না। হে নৃশংস! পাষাণ বিনির্ম্মিত হৃদয়! পিতঃ! তুমি নির্ম্মলপরিকুলে অবতীর্ণ হইয়া, আপন সন্ততি প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ তাহা কি আপনার স্বতঃ সিদ্ধ? না জাতিত্ব ব্যবহার? না কি নিজমাহাত্ম্য প্রকাশ করণাকাঙ্ক্ষায় এবম্বিধ কিরাতেরন্যায় ব্যবহার করিয়াছ? তাহা কিছুই অনুভূত হইল না। তবে ইহাতে কেবল এই রূপ বোধহইল, যে পরিজাতি অতিনিন্দিত, ইহা প্রচারিত কারণ মানসে এবম্বিধ অনিষ্টকরব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলে। অতএব, তোমাদিগের উভয় দম্পতীকেই ধিক্! এবম্প্রকার যথোচিত উদ্দেশ্য তিরস্কার শ্রবণে

ক্ষণপ্রভা হস্তসঞ্চালনের দ্বারা নিষেধ করিয়া আপনার ললাটে করাঘাত করিলেন। অনুমানে তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ ব্যক্ত হইল, যেন পিতা মাতার প্রতি অনৃত দোষারোপ না করিয়া কেবল আপনার ভাগ্যের প্রতি দোষার্পণ করিলেন। তদনন্তর ভর্ত্তৃপ্রেরিত নিদর্শনস্বরূপঅঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া পত্রিকা শ্রবণ বাসনাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার পত্রিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিব্রাজকুমার প্রিয়ভগিনীর অভিমত অবগত হওতঃ বৃথা কালবিলম্ববিবেচনায় পত্রিকা উন্মোচনানন্তর পাঠারম্ভ করিলেন।

যথা।

হে জীবিত সহায়ে! বিধিকৃতবিচ্ছেদসাগরে নিমগ্ন হইয়া যে, কি পর্য্যন্ত দুঃখিত আছি, তাহা অচেতন লেখনীদ্বারা প্রকাশকরিতে যদিচ অক্ষম; তথাচ যথা শক্তি বিদিত করণার্থ কিঞ্চিল্লিখিতেছি দৃষ্টিপাতকরিবে।

পদ্য।

গুণময়ি! তব গুণ করিয়া স্মরণ।
না পারি রাখিতে প্রাণে করিয়া ধারণ॥
যাতনা অনলে সদা জ্বালাতন হয়ে।
স্থাপিত হয় না আর তাপিত হৃদয়ে॥
বন্দি আছে সর্ব্বক্ষণ তব প্রেমফাঁসে।
তাই না ত্যজিয়া যায়, পড়ে আছে আশে॥
সতত জ্বলিছে প্রাণ বিরহে তোমার।
আর না সহিতে পারি এই শোকভার॥

চতুষ্পদী।

ইচ্ছা হয় শশিমুখি! হৃদয়েতে সদা দেখি, নয়ন চকোর দুঃখী,
দেখিতে না পাইয়ে।
তোমার বিরহানলে, বারিপতনের ছলে, হৃদিভাসে আঁখিজলে,
মিলনের লাগিয়ে।
রাখিয়া হৃদয়াসনে, যুড়াইব সম্মীলনে, বাসনা আছয়ে মনে,
হে সুধাংশু বদনে।
দেখ২ রেখো মনে, প্রেমাধীন অকিঞ্চনে, নিতান্ত আপন জেনে,
চেয়ো কৃপা নয়নে।

হে হৃদয়পর্য্যঙ্কশায়িনি! দিবা রজনী তোমা ব্যতিরেকে কিপ্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন। যাহাহউক, অতি সত্বরে নিকটস্থ হইতেছি; কিন্তু তুমি পত্রিকাপাঠমাত্রে, স্বীয় হস্তাক্ষর পত্রীদ্বারা এ তাপিত প্রাণকে শীতল করিবে। আমি চাতকসদৃশ, তোমার পত্রিকারূপবারিদান্তর্গত শুভসমাচার কৃপাবারিলালসায়, আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলাম। পরীরাজদুহিতা প্রিয়তমের লিখিত এইরূপপত্রীস্থ প্রণয়গর্ভবিবরণ শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে আর বিকসিত থাকিতে না পারিয়া, সুতরাং নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া রহিলেন; ও অতিমৃদুলস্বরে কহিতে লাগিলেন। ভ্রাতঃ! আমি স্বয়ং লেখনীধারণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর লিখনে অক্ষমা; অতএব তুমি প্রাণেশ সন্নিধানে স্বয়ংপ্রমুখাৎ, কেবল আমার বর্ত্তমানাবস্থা বিবরণ, এবং যাহাতে ত্বরায় তাঁহার চরণারবিন্দ দর্শন করিতে পারি, আপনি তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। সমিতিঞ্জয়, ক্ষণপ্রভাকে বহুবিধ প্রবোধ

বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা এবং আশ্বাস প্রদান করতঃ সত্বর বিদায় হইলেন। এবং পর দিন প্রাতে সেই মনোহর উদ্যানে অধিরাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, শুভ সংবাদ প্রদানোদ্যত সময়ে ক্ষণপ্রভার তত্তদবস্থা; স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব সিদ্ধপতি, আগন্তুক শ্যালক পরীরাজকুমারকে সহসা অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া, প্রিয়তমার কোন অনিষ্ট ঘটিয়াছে বিবেচনায়, হা ক্ষণপ্রভে! কোথায় গেলে। এইরূপ কাতরোক্তিতে সম্বোধন করিয়া, কেবল অকস্মাৎ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। সমিতিঞ্জয়, আসন্ন বিপদ্দর্শনে আপন শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া স্পন্দরহিত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত মহারাজকে উত্তোলনপূর্ব্বক সযতনে চেতন করাইয়া নিবেদন করিলেন। মহারাজ অন্য কোন অমঙ্গল সংঘটনা হয় নাই, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি কেবল সেই তববিরহকাতরীভুতা ক্ষণপ্রভার বিষম বিরহ বেদনা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছিলাম। কৃশাঙ্গীর যে প্রকার অবস্থা অবলোকন করিয়া আসিলাম, তাহাতে বোধ হয় সেই প্রকার অবস্থায় আর কিছু দিন গত হইলে নিশ্চয় প্রাণবায়ু পয়ান করিবে তাহার আর সংশয় নাই। অতএব অতি সত্বরে রাজধানীতে গমন করুন্। আর আমি, বহুকাল হইল স্বীয়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তজ্জন্য বোধ হয় সকলেই উৎকণ্ঠিত আছেন। এবিধায় আমিও এক্ষণে এইস্থান হইতে বিদায় হইলাম। পরী-

রাজনন্দন, এইপর্য্যন্ত বলিয়া রাজকুমার সন্নিধানে বহুবিধ সম্মানের সহিত গৃহীত-বিদায় হইয়া পরীনগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজকুলদীপক গুণার্ণব, পাষাণাকার প্রাপ্ত কামিনীদ্বয়ের চেতন লাভ জন্য যদিচ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই উদ্যান মধ্যে কালহরণ করিতেছিলেন; কিন্তু রাজধানীতে গমন না করিলে সেই বামলোচনা মহিষী ক্ষণপ্রভার সাতিশয় অনিষ্ট ঘটনা সম্ভব বিবেচনায়, গাঢ়তর চিন্তায় ব্যাকুলিত হওতঃ মনে মনে কাতর স্বরে জগদীশ্বরে স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে সর্ব্বশক্তিমন্! সর্ব্বান্তর্যামিন্! গুণাতীত জগৎপ্রভো! একবার এ অধীনের প্রতি কৃপা কটাক্ষে লক্ষ করিয়া দুস্তর চিন্তাসাগর হইতে পরিত্রাণ করুন্; এবং অলৌকিক রূপবিশিষ্টা পাষাণাকার প্রাপ্ত কামিনীদ্বয়ের বিবরণ অবগত হওনার্থ আমি যে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম, তদ্বিষয় অবগত না হইয়াই আমাকে রাজধানী গমন করিতে হইল। অতএব হে বিশ্বপতে! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। কারণ, আপনার করুণাভিন্ন বিপদার্ণব হইতে পরিত্রাণের উপায়াভাব। গুণার্ণব, ভক্তিভাবে এবম্প্রকার অশেষতঃ স্তুতিপাঠ করিলে, অকস্মাৎ দৈববাণী হইল; যথা, রাজনন্দন! তোমার চিন্তানীরে নিমগ্ন থাকিয়া জনশূন্য স্থানে নিরর্থক কালহরণ করিবার আবশ্যক নাই, সত্বর স্বীয়রাজ্যে গমন কর। আর পাষাণময়ী কামিনীদ্বয়ের অপূর্ব্ব প্রস্তাব অবগত-বিষয়ক যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কা করি-

তেছ, তাহা অচিরকাল মধ্যে স্বীয়রাজধানীতেই সেই পূর্ব্ব পরিচিত তাপসকুমার প্রমুখাৎ সমস্ত সংবাদ বিদিত হইতে পারিবে। গুণার্ণব, এইরূপ আশ্বাসপ্রদ দৈববাণী শ্রবণে অতীব কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে, আপনাকে কৃতার্থবোধ করিয়া সত্বর বিদ্যুল্লতাসহ সেই উপবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। এমতে, ক্রমশঃ দিবসদ্বয় নিরন্তর গমন করত নানাদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে স্বীয়রাজধানীতে উপনীত হইলেন। প্রজাগণ, দীর্ঘকালাবধি রাজ্যেশ্বর বিহীন হইয়া সকলে জীবন্মৃত্যুবৎ ছিল; এক্ষণে অকস্মাৎ সেই গুণশালী গুণার্ণবে সন্দর্শন করিয়া, বনপ্রত্যাগত শ্রীরামচন্দ্রের মুখারবিন্দ দর্শনে সম্পূর্ণ সন্তোষিত অযোধ্যাবাসিগণের ন্যায় আনন্দার্ণবে ভাসমান হইল; এবং সকলে স্ব স্ব আবাসে মঙ্গলধ্বনিসূচক বাদ্যোদ্যম করাইতে প্রবৃত্ত হইল। নরনাথ, অন্যান্য বান্ধববর্গের সহিত ও অমাত্যসমূহের সহিত কিঞ্চিৎকাল প্রিয়ালাপন করিয়া, ত্বরায় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক মহিষী পরীরাজনন্দিনীর শয়ন গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দীনহীন বেশা কৃশা প্রাণাবশেষা প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ক্ষণপ্রভা, অঙ্গ-প্রভাশূন্যা হইয়া ধরাতলে পতিতা আছেন। রাজনন্দন, মহিষীকে তাদৃশী পরিক্লিষ্টা দর্শন করিয়া অতি মৃদুস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে পতিব্রতে ইন্দিবর লোচনে! একবার গাত্রোত্থান কর; আমি তোমার সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষী গুণার্ণব আসিয়াছি। হে সহচে! তোমার পবিত্রকর পাতিব্রত্য ধর্ম্মজনিত

প্রণয়ের বিষয় শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া জগজ্জন, সাধ্বী পতিপরায়ণা গণের মধ্যে তোমাকে অগ্রগণ্যা করিয়া পূজা করিবেক। সে যাহা হউক্, একবার করুণা-কটাক্ষে লক্ষ কর। গুণার্ণবের অমৃত বর্ষণ বাক্যে শীর্ণাঙ্গী পুলকিতাঙ্গে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক নাথ! আপনি একবার আমায় স্পর্শ করুন্ এবং দগ্ধ মদনকর্ত্তৃক এই দগ্ধহৃদয়ে আপনার হৃদয়ার্পণ করুন। বিধাতা নির্ম্মল প্রেম দর্শন করিলেই বোধ হয়, অমনি ঈর্ষা বশতঃ বৈরভাব প্রকাশ করিয়া থা:কন; নচেৎ আমাদিগের উভয়ের বিচ্ছেদঘটনা হইবে এমন কথন মনে বিশ্বাস ছিল না। রাজনন্দন, ক্ষীণাঙ্গী কুরঙ্গনয়না ললনাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, স্পর্শ সুখানুভবে পরস্পর প্রেমামৃতসাগরে নিমগ্ন হইলেন; এবং পরস্পর অধরামৃত পান করিতে লাগিলেন। বিদ্যু-ল্লতা সৌধস্থ স্তম্ভান্তরাল হইতে উভয়ের অকপট সৌহার্দ্দ নয়নগোচর করিয়া নয়নের চরিতার্থতা লাভ করিলেন। তদন্তর গুণার্ণব, পত্নী ক্ষণপ্রভার সপত্নী দর্শনে যদি ঈর্ষা জন্মে, এই আশঙ্কায় আপাততঃ বিদ্যুল্লতার বাসস্থান অন্য একটী গোপন স্থানে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইমত কতিপয় দিবস, যুগল মিলন হইয়া অভিন্ন হৃদয়ে একত্র বাস করিলে পরে, একদিবস ক্ষণপ্রভা নৃপতনয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন নাথ! দুরাত্ম রাক্ষস হস্ত হইতে আপনি কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইলেন? আহা! যখন পাপিষ্ঠ বিকট বেশে গৃহাঙ্গনে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাকে হরণ করিল, তখন আমি জীবিতাবস্থায় কি

মৃত্যুবস্থায় ছিলাম তাহা কিছু বলিতে পারি না। সে ভয়ঙ্কর সময় ও ভয়ঙ্করাকার দুরাত্মার ভয়ঙ্কর কার্য্য স্মরণ হওরায় এখনও আমার হৃৎকম্প হইতেছে। কান্ত! পরিত্রাণ করুন পরিত্রাণ করুন্ এই বলিয়া মহারাজ্ঞী অকস্মাৎ মূর্চ্ছাক্রান্তা হইলেন। ভূপাল, কৃশাঙ্গীকে অকস্মাৎ রাক্ষস স্মরণ ভয়ে অতি কাতরান্বিতা দেখিয়া কহিলেন; অয়ি ভীরুস্বভাবে! ভয় নাই, এই যে আমি নিকটে আছি, চিন্তা কি? গাত্রোত্থান করিয়া এসো আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর। এই বলিয়া মূর্চ্ছা-পনয়নার্থ সযত্নে বহুবিধ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে রাজ্ঞী,চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া রাজতনয়ের ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন; এবং কিঞ্চিদ্বিলম্বে বলিতে লাগি-লেন, মহারাজ! সেই মহাভৈরবাকার রাক্ষসাধমকে স্মরণ করিয়া এতাবৎ আমার প্রাণ, যেন, কদলীপত্রের ন্যায় কম্পান্বিত হইতেছে। যে পাপাত্মার ঘোররূপ, এবং নৃকপাল বিনির্ম্মিত কুণ্ডল, যুগল শ্রুতিযুগে দোদুল্য-মান রহিয়াছে; এবং পিঙ্গলজটাজড়িত সমুহ, কেশ যেন অনলশিখার ন্যায়, আর বিস্তীর্ণ জিহ্বাটা অহরহ লহলহ করিতেছে; উঃ! কি ভয়ঙ্কর! দৃষ্টিমাত্র শরীরস্থ শোণিত সকল একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়, কি ভীষণ মূর্ত্তি! যেন সাক্ষাৎকৃতান্ত। শ্যেনপক্ষী, যেমন অন্য ক্ষুদ্র পক্ষী প্রতি লক্ষ করিয়া তদুপরি এককালীন পতিত হয়, তেমনি সেই পাপাত্মা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয়রত্ন স্বরূপ আপনাকে গ্রহণ করিয়া অতি বেগে গগণ মার্গে

গমন করিয়াছিল। নাথ! কি মানসে সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আপনাকে হরণ করিল? এবং পরেই বা আপনার প্রতি কি রূপ আচরণ করিয়াছিল? অপিচ, কি প্রকার মন্ত্রণা বলেই বা তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। সবিশেষ বিস্তার করিয়া বলুন। গুণার্ণব কহিলেন, প্রিয়ে! যে দুরাত্মা তোমাকে অরণ্য মধ্যে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া গতপ্রাণা বোধে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, এ সেই রাক্ষস। অধুনা তোমায় পুনর্জ্জীবিতা অথচ রাজ সম্ভোগ্যা অবলোকন করিয়া, অতি ক্রোধে আমায় হরণ করতঃ স্বীয় বাসস্থানে লইয়া গিয়া প্রথমতঃ বহুমত তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শেষে তোমাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। পরে যখন তব প্রদান বিষয়ে আমার নিতান্ত অসম্মতি ও রক্ষা বিষয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ দেখিল, তখন আমাকে প্রজ্বলিত জ্বলন মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া আহারান্বেষণে প্রস্থান করিল। আমি তাহাতে কেবল সেই শিক্ষকদত্ত অঙ্গুরীয় প্রভাবে জীবিত থাকিলাম। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, সেই পাপাচার রাত্রিচর প্রতিপালিতা বিদ্যুল্লতা নাম্নী একটী কন্যা, অগ্নি মধ্যে আমাকে অদগ্ধ শরীর দেখিয়া দেবতা জ্ঞানে বহুবিধ স্তুতি করিতে লাগিল। নৃপাত্মজ গুণার্ণব, এই পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনমন করিলে, পরীরাজনন্দিনী কনকপ্রভা, অকস্মাৎ মহারাজের লজ্জা প্রাপ্তের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-

লেন। প্রিয়তম! কেন এত লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন যে? তৎপরে কি হইয়াছিল বর্ণনা করুন। কেন সহসা লজ্জান্বিত হইবারত কারণ দেখি না, বলুন্ বলুন্; তার পর কি হইল? রাজকুমার কহিলেন প্রিয়ে! তার-পর সেই নিশাচর প্রতিপালিতা অনূঢ়া নবযৌবনা বালা, পরিণয় জন্য অগ্রে আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া শেষে রাক্ষস বধ যোগ্য সুমন্ত্রণা ধার্য্য করিয়া দিলেন; আমি সেই মন্ত্রণাবলেই পাপিষ্ঠের প্রাণ সংহার করিলাম। এবম্বিধ পূর্ব্ব সংঘটিত বিবরণ সমূহ অবনীশ্বর, আনুপূর্ব্বিক প্রিয়তমা কামিনীর নিকট বর্ণনা করিলে; ক্ষণপ্রভা সসম্ভ্রমে বলিলেন; আমার বোধ হয় সেই বুদ্ধিমতী কোন বসুন্ধরানাথের কুলোজ্জ্বল করতঃ জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক, অবশেষে স্বীয় দুর্দ্দৈববশতঃ পাপাচার নিশাচর কর্ত্তৃক আত্মজনবিহীনা হইয়া কিরাতজালে কুরঙ্গী বদ্ধের ন্যায় বদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছিল। পরে সৌভাগ্যোদয়ে সদাশয় রাজর্ষি স্বরূপ আপনার সমাগমে পুনর্মুক্তিত্বকে লাভ করিয়াছে। যাহাহউক সেই প্রাণদাত্রী স্নেহময়ী অবলা এক্ষণে কোথায়? রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়া তোমার অনুমতির প্রতি নিভর করিয়া বিবাহ করি নাই; এবং তাঁহারই প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি একজন ভূপাল বংশজা কন্যা। আমি, অনাথা বিবেচনায় সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; এবং এক্ষণে তিনি এই রাজান্তঃপুর মধ্যেই আছেন। আমি তোমার

ভয় প্রযুক্ত একটা গোপন আগারে রাখিয়াছি। সাম্রা-জ্যেশ্বরী ক্ষণপ্রভা, প্রিয় দয়িতের এতাদৃশ নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণে আহ্লাদ সাগরে নিমগ্না হইয়া পরিচারিণী গণকে সমীপে আহ্বান করতঃ তন্মধ্যে একজনকে কহিলেন। পরিচারিকে! মদীয় আজ্ঞানুসারে নবা নীতা অপরিসীম গুণশালিনী আশু মানসোৎফুল্লকারিণী বিদ্যুল্লতা নাম্নী রজনীচর পরিবর্জ্জিত রাজনন্দিনীকে মৎসন্নিহিতে আনয়ন পূর্ব্বক দর্শনকাঙ্ক্ষী নয়নদ্বয়ের সার্থকতা সম্পাদন করহ। দেখ যেন বিলম্ব না হয়।

এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহিষী নিরস্ত হইলে, আজ্ঞাচরী রাজ্ঞীর আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ শিরোহবন-মন পূর্ব্বক বিদায় হইয়া বিদ্যুল্লতা সমীপে উপনীত হওতঃ রাজবল্লভার আজ্ঞা ব্যক্ত করিয়া যুগ্মকরে সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিল। মহারাজ গুণার্ণবের কিয়ৎকাল বিচ্ছেদে চঞ্চল কুরঙ্গীর ন্যায় নির্জ্জনবাসে একাকিনী অতীব চিন্তানীরে ভাসমানা বিদ্যুল্লতা, সহসা প্রধানা মহিষীর আহ্বান শ্রবণে আনন্দভীর লাভ করিলেন। কারণ এই সূত্রে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবেক; কিন্তু স্ত্রী জাতির স্বতঃসিদ্ধ লজ্জা হেতু নতমুখী হইয়া কহিলেন, অয়ি রাজপ্রিয়া সঙ্গিনি! কি! মহারাজ্ঞী আমাকে আহ্বান করিয়াছেন? চল চল, সেই সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মানসকে সন্তোষ করি; এই বলিয়া কর্ম্মকরীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া সেই গজেন্দ্রগামিনী, মৃদু মন্দ গমনে সুধাম-

নাসীন দম্পতী সকাশে উপনীত হইয়া বিনয়াবনত ভাবে অনুমতি প্রতীক্ষায় কথঞ্চিতকাল দণ্ডায়মানা থাকিলেন। পরীরাজনন্দিনী ক্ষণপ্রভা, জন মনোহারিণী বিদ্যুদ্বর্ণা বিদ্যুল্লতাকে একজন সামান্যা সহচরী সদৃশী আপনাভিমুখে দণ্ডায়মানা অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহার যুগল কর, স্বকরে গ্রহণ করতঃ স্বীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন। তদনন্তর, যখন কুন্দকুসুমনিভ শয্যা সুশোভিত পর্য্যঙ্কোপরি সহচরী মধ্যেভাবী সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে নৃপতনয়াভিমুখে উপবেশন করিয়া ঈষৎ হাস্যাননে বিরাজমানা থাকিলেন, তখন বোধ হইল যেন দিনপতির নবোদয় সন্দর্শনে অতীব আনন্দিতা হইয়া সরোবরের অন্যান্য দিক্‌বাসিনী কুমুদিনীগণকে স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করণার্থ বিলাসিনী সরোজিনী, মানস পদ্মোদর বিকসিত করতঃ অভিনব অরবিন্দের উদ্ভব করিয়া হাস্যচ্ছলে পরস্পর বিকসিত হইতেছে। যাহা হউক, রাজ্ঞী ক্ষণপ্রভা প্রথমতঃ বিদ্যুল্লতাকে সস্নেহ সম্বোধনে কহিলেন সুশীলে! তুমি এক্ষণ হইতে আমার প্রিয়সখী রূপে উল্লেখিত হইয়া প্রিয়তমের পত্নীত্ব ব্যবহারে অর্দ্ধাধিকারিণী হওতঃ চিরজীবনের নিমিত্ত সুখে কালহরণ কর। হে জীবিতেশ্বর! যদিচ সপত্নু সংঘটনা, পতিপ্রাণা মহিলাগণের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ বটে; তথাচ পতি-জীবনপ্রদা স্বরূপা এই মহদুপকারিণী কামিনীকে স্বয়ং সপত্নীর পদে অভিষিক্ত করিয়া সরলান্তঃকরণে আপনার করে সমর্পণ করিতেছি

গ্রহণ করুন্। প্রিয়তম! বোধ করি এ চিরানুগতা অনুচরীর উপহার অবহেলন না করিয়া বরং অধীনীর ন্যায় ইহাকেও অনুগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। নরনাথ, প্রিয়তমার এবম্প্রকার সাদরসম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে কহিলেন, প্রিয়ে। অধীন জনে এত অধীনত্ব জানাইয়া কেবল সঙ্কুচিত করা মাত্র। যেমন আজ্ঞা করিবে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি, এই বলিয়া গুণার্ণব, আহ্লাদে গদ্গদ হওতঃ কান্তা হস্ত হইতে নিজ কর প্রসারণ পূর্ব্বক বিদ্যুল্লতার পাণিগ্রহণ করতঃ পরম করুণাময় পরম পিতা পরমেশ্বরের করুণার প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

যুবজন যৌবন গর্ব্বখর্ব্বকারি গুণার্ণব, অসামান্য রূপবতী কামিনীদ্বয় সহকারে নিত্য নিত্য নবরস বিলাসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর, এক দিবস তিনি রাজসভায় সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া জ্ঞানদক্ষ পণ্ডিত এবং অমাত্যবর্গ সহ, ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক উপনিষদ্বাক্য-সম্মতানুসারে কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ ও নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ; বিচার উত্থাপন করতঃ আনন্দার্ণবে ভাসমান আছেন ঈদৃশ সময়ে বার্ত্তাবহ দূত, সভামণ্ডলে উপস্থিত হওতঃ রাজনীত্যনুসারে শিরোঽবনত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিসহকারে নিবেদন করিল। মহারাজ! সুবিজ্ঞ সুশীল গন্ধর্ব্ব নন্দন সুদীন, বহির্দ্বারে বহু সংখ্যক গন্ধর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া অনুমতি প্রতীক্ষায়

দণ্ডায়মান আছেন; মহারাজের আজ্ঞা হইলে শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আপন অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন। প্রফুল্ল রাজীব সদৃশ বদন সুশোভিত গুণার্ণব, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন সন্তান সদৃশ স্নেহ ভাজন শিষ্য সুদীনের আগমন শ্রবণে, অতি-মাত্র ব্যগ্র হইয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন; বার্ত্তাবহ! অতি সত্বরে বাহিনীগণের বাসস্থান নিরূপিত করিয়া সুদী-নকে সভায় আনয়ন কর। বার্ত্তাবহ, নৃপ নিদেশানুসারে শীঘ্রগতিতে গন্ধর্ব্বকুমার সমীপে সমাগত হওতঃ বিনয়-গর্ভ বচনে কহিল। মহাভাগ! মহিমার্ণব মহীপাল আপ-নাকে সভাস্থ হওনের অনুমতি করিলেন; অতএব অতি-শীঘ্র রাজসন্দর্শন করিয়া স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ করুন। রাজ দর্শনেচ্ছু সুদীন বার্ত্তাবহ প্রমুখাৎ নৃপ অনুজ্ঞা বিদিত হওতঃ সত্বর সভাস্থলে সমুপস্থিত হইয়া স্বীয় গুরু গুণার্ণবে প্রণাম পূর্ব্বক করপুটে দণ্ডায়মান থাকিলেন। যুবরাজ, সুদীনকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিতে আদেশ করি-লেন। সুদীন, প্রাপ্তাসনে উপবিষ্ট হইলে, মহীপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! স্বজনবর্গের সমস্ত মঙ্গলত? অপিচ, তুমি স্বয়ং কুশলে ছিলে কি না? তাহা ব্যক্ত করিয়া চিত্তস্থ চিন্তা দূরীকরণ কর। বহু দিবসাবধি তোমায় না দেখিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলাম; এক্ষণে সে সমস্ত চিত্তস্থ দুঃখভার দূরীভূত হইল। সুদীন, ধরা-নাথের বদন বিনির্গত সুধাভিষিক্ত সুমধুর বচন শ্রবণে গভীরানন্দনীরে নিমগ্ন হওতঃ অতীব গুরুভক্তি হেতু বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অশক্য

বিধায়, কেবল মনেমনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন; এবং কিঞ্চিদ্বিলম্বে মৃদুমন্দস্বরে বলিলেন; হে জগৎপ্রিয় অবনীশ্বর! প্রভো! আপনার অনুগ্রহ প্রসাদে এ পদাশ্রিতের সমস্তই মঙ্গল, এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া সুদীন পুনরায় করপুটে কহিলেন; মহারাজ! আমার এক নিবেদন আছে শ্রবণ করুন। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রসাদে কৃতবিদ্য হওতঃ স্বদেশে প্রতিগমন করিলে, আমার প্রমুখাৎ আপনার দয়া ও মহিয়সীকীর্ত্তি এবং পরীরাজকুমারীর সহিত অলৌকিক পরিণয় ঘটনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে, ও ভবদীয় সতত শরণাগত শিষ্য সুদীনের বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ক কৃতি কুশলতা ও শীলতা দর্শনে, একমাত্র আপনাকে অশেষ শাস্ত্র মর্ম্মাভিজ্ঞ বিদ্যাবিশারদ শৌর্য্যসম্পন্ন, কোবিদ শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি সর্ব্বগুণসমন্বিত সামর্ষির ন্যায় জানিয়া গন্ধর্ব্ব নগরবাসি গন্ধর্ব্বগণ মানবমণি লইয়া উল্লেখ করণান্তর সকলেই আপনার পবিত্রমূর্ত্তিকে সন্দর্শন করিতে নিতান্ত স্পৃহান্বিত আছেন। বিশেষতঃ গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথ, আপনার গুণগ্রাম শ্রবণে সাতিশয় আগ্রহ হইয়া সাক্ষাৎ করণার্থ স্বয়ং অত্র রাজধানীতে আগমনে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু নিরুপায় গন্ধর্ব্ব নগরস্থ স্ত্রীপুমান্ বাল বৃদ্ধ সকলের ইহ রাজধানী আগমন অযোগ্য বিধায়, গন্ধর্ব্বরাজ এক সমারোহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই উপক্রমে আপনাকে আমন্ত্রণ পত্র দ্বারা তথা লণ্ডনপূর্ব্বক আপনাদিগের

অভিলাষ পুরণ করিবেন। অতএব গন্ধর্ব্বরাজ গোলোক-নাথ, আমাকে গন্ধর্ব্বসেনা সমভিব্যাহারে আপনার সন্নি-হিতে প্রেরণ করিয়াছেন; এবং আমিও তথায় সভাজন সমক্ষে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছি। অতএব শিষ্যের গৌরব ও গন্ধর্ব্বরাজের সম্মান রক্ষার্থ আপনাকে গন্ধর্ব্ব নগরে গমন করিতে হইবে। প্রভো! মদীয় বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে যে অভিপ্রায় হয় প্রতিবিধান করুন্। সুদীনের বাক্যাব-সানে গুণার্ণব, গন্ধর্ব্বনগর দর্শনে নিতান্ত লোলুপ হই-লেন। এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ দ্বারা আশু শুভ-প্রদ সুযাত্রিক সময় পরদিবস নিরুপিত করিয়া প্রধান অমাত্যের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। তদনন্তর, মহিষী ক্ষণপ্রভার ও বিদ্যুল্লতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সহসা প্রাণবল্লভের আগমনে রাজমহিলাদ্বয়, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া, মহারাজ! অত্রাসনে উপবেশন করুন; এইরূপ প্রণয়রস সংযুক্তবাক্য সুধাবর্ষণে জিজ্ঞাসা করিলেন নাথ! অদ্য আপনার প্রফুল্ল মুখপদ্ম দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, চঞ্চল বায়ু সঞ্চালনে মানসপদ্মের আন্দোলিত হইতেছে; কেন? কোন চিন্তানীরে নিমগ্ন আছেন কি? ধরানাথ রাজ্ঞী প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হওতঃ কহিলেন, হে প্রেয়সীদ্বয়! আমার অপত্যস্নেহভাজন শিষ্য গন্ধর্ব্বনন্দন সুদীন, অদ্য গন্ধর্ব্বরাজের আমন্ত্রণ পত্রিকা লইয়া আগমন

করিয়াছেন ; অতএব, সেই যজ্ঞোপলক্ষে আগামি কল্য আমাকে গন্ধর্ব্ব নগরীতে গমন করিতে হইবেক ; এতন্নিমিত্তে কএক দিবস যে, বিচ্ছেদ ঘটনা হইবে তাহা অসহ্য বোধে চিত্ত একেবারে সমীর সঞ্চালিত সলিল হিল্লোলে সচঞ্চল সরোজ সদৃশ আন্দোলিত হইতেছে। সহসা, প্রাণেশ গুণার্ণবের গন্ধর্ব্ব নগরী গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজরাজ্ঞীদ্বয় অতিশয় কাতরান্বিত হইলেন। অধিরাজ, উভয় পত্নীরই অধীরতা দেখিয়া সদালাপে ও কৌশলযুক্ত বিবিধ বাক্যে প্রবন্ধ * প্ররচনা দ্বারা অশেষ আশ্বাস প্রদানে সান্ত্বনা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সুদীন সমভিব্যাহারে, কুরঙ্গ গমন কুরঙ্গারোহণে গন্ধর্ব্ব নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে২ সুদীনকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুদীন ! আমি মানবজাতি, গন্ধর্ব্বাধিপতি আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক দর্শনার্থ এতাদৃক্ কৌতুহলাক্রান্ত চিত্ত হইলেন, যে, কেবল আমার দর্শন নিমিত্ত মহাসমারোহ যজ্ঞ আরব্ধ করিয়া আমন্ত্রণ করিলেন ! কি আশ্চর্য্য ! বিশেষতঃ ইতপূর্ব্বে, কোন সময়ে আমার সহিত কখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। অতএব এই চিত্তোদ্ভ্রান্তকর আশ্চর্য্য ব্যাপারের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যার্থ অনুসন্ধানার্থ স্বভাবতঃ চঞ্চল মন সচলবৃত্তি অবলম্বন করতঃ সেই সর্ব্ব সন্তাপহারক সর্ব্বতঃ শিবপ্রদ শিবময়ের চিন্তা হইতে বিরত হইতেছে। ভাল, বল দেখি ? তিনি কি যজ্ঞ আরব্ধ করি-

* সন্দর্ভ।

য়াছেন ? সুদীন, করপুটে কহিল, হে মহাত্মন্ রাজর্ষে! গন্ধর্ব্বরাজ গৃহমেধযজ্ঞ করিবেন, এবং সেই কৃতারম্ভ যজ্ঞের আপনিই পূর্ণকর্ত্তা, অতএব, হে মহাভাগ! আপনি সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইলেই, গন্ধর্ব্বরাজ মহাসমারোহসূচক কথিত যজ্ঞের সমাধান পূর্ব্বক আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিবেন। সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত গুণার্ণব, সবিস্ময় চিত্তে কহিলেন, চতুর! তবে কি বিবাহ যজ্ঞের সম্বন্ধে আমার আহ্বান হইয়াছে ? আমি তোমার বাক্ চতুরতার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অতিশয় ভ্রান্তি সঙ্কুলবর্ত্মে পতিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। অতএব আমার অনুরোধ রক্ষার্থ স্বীয় চতুরতাভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক গুপ্ত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া ত্বরায় সন্দিগ্ধ চিত্তের সংশয়চ্ছেদ কর।

সুদীন গুণার্ণবের আজ্ঞা রক্ষার্থ হৃদয়স্থভাব প্রকাশোচিত বিবেচনায়, সকারণ গৃহমেধযজ্ঞের মর্ম্মার্থ উৎকলিকাকুলমনা মহারাজের সমীপে অবিকল বিস্তার রূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে অবনীনাথ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম অনুগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করতঃ আমি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া মহিমার্ণবের অপারমহিমা ও গুণনিকর প্রায় সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতাম; এবং ঐ পবিত্রকর মোহনমূর্ত্তি অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করণ মানসে একদিন একখানি চিত্রফলকে প্রতিমূর্ত্তি লিখন করিতে আরম্ভ করিলাম; এবং প্রতিদিন প্রায় সাবকাশ প্রাপ্ত হইলেই নির্জ্জনস্থানে গিয়া একাগ্রমনা হইয়া তুলিকা ধারণ

পূর্ব্বক সেই আলেখ্যকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। এমতে বহু পরিশ্রমে বহুদিবসের পর সম্পূর্ণ রূপ লিখন সমাপ্ত হইলে; এক দিবস আমি সস্পৃহ লোচনে চিত্রপট নিরীক্ষণ করিতেছি ইত্যবসরে গন্ধর্ব্ব রাজকন্যা ত্রিপুরা, গোপনভাবে আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি যে, কোন সময়ে সেই নির্জ্জন স্থলে আসিয়া আমার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিত্রিতপ্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাহা আমি কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিনাই। কারণ মনোহরণীয় প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে বিশুদ্ধ অবয়বের রূপাতিশয়তা ও সুকুমারতা এবং আপনার সচ্চরিত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ভাবোন্মত্ত হওতঃ কেবল উহা-রই প্রতি আসক্ত ছিলাম। অপিচ, ঐ চিত্রপট প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছিলাম, হে মানবমনে! আপনিই ধন্য, এবং পুণ্যশ্লোক স্বরূপ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কারণ এই জগতস্থ রূপবান্ ও গুণীজনের আপনি গর্ব্ব খর্ব্বকারি স্বরূপ। এবং সদাশয়তাও সুশীলতা প্রভৃতিদ্বারা এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। জন্মগুলে জন্মগ্রহণ স্বীকার করিয়া যে প্রকার গুণে মানবদেহের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, আপনি সেই সমস্ত গুণের আকর স্বরূপ হইয়া বসুমতীকে বিদ্বানপুত্র প্রসবত্রী বলিয়া তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। অতএব আপ-নিই ধন্য এবং সেই পরীরাজতনয়া ক্ষণপ্রভাও ধন্যা। যিনি কুমারসদৃশ আপনার সেই মনোহররূপ ও সারল্য

একথার মাত্র দর্শন করিয়া স্বামিত্বে বরণ করতঃ প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন। আহা! তাদৃশ রূপমাধুর্য্য না হই-লেই কি দর্শনমাত্রে কেহ কখন চিরজীবনেরমত বিক্রীত হয়? হে সৌন্দর্য্যাকর! আমি আপনারমূর্ত্তি অজ্ঞানতঃ চিত্রিত করিয়া কেবল অবমাননা করিয়াছি, সে জন্য ক্ষমা করিবেন। আমার এবম্বিধ প্রশংসাপর বাক্যা-বসানে অকস্মাৎ পশ্চাৎদিকে সন্তাপসূচক একটী শব্দ হইল। ধ্বনি শ্রুতগোচর হইবামাত্রে সচকিতভাবে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখি, যে, গন্ধর্ব্বরাজতনয়া ত্রিপুরা-সুন্দরী, ধরাতলে পতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা আছেন। আহ্বান ও নিরীক্ষণ দ্বারায় মুর্চ্ছাক্রান্ত অনুভূত হইলে, সভয়হৃদয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁহার অচৈতন্য ভাবের প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অনন্তর বহুমত যত্নে সুচিরকালপরে সেই দর্শন মনোমোহিনী কিঞ্চিৎ চেতন প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী আসনে উপবিষ্টা হইলে, সবিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম; হে মৃগেক্ষণে! তোমার ঈদৃশ স্বভাবের পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাবান্তর হইল কেন? তখন, লজ্জানম্রমুখী আমার প্রশ্নের কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া কেবল করুণস্বরে আমাকে কহিলেন, তুমি আমার জীবনহর্ত্তা; এই বলিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম রোষপ্রকাশ করিয়া মল্লিখিত চিত্রফলখানী গ্রহণ করতঃ মদীয় ভবন পরিত্যাগানন্তর স্বীয়বাসে প্রস্থান করিলেন। আমার ক্লেশোৎপাদিত চিত্রপট লওয়ায় যদিচ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্রোধোদয় হইয়াছিল

বটে; কিন্তু পরে তাহার অস্ত হইয়া গেল। অর্থাৎ তদ্বিপরীতে কোন কথাই উল্লেখ করিতে সক্ষম হইলাম না; কারণ একেত রাজতনয়া তাহে যুবতী, কি জানি যদি কোন অনিষ্ট উৎপাদন করেন; এই আশঙ্কায়, সুতরাং প্রাণতুল্য তুলিজনিত চিত্রপটধনে বঞ্চিত হইয়াও মুকেরন্যায় ব্যবহার করিলাম অর্থাৎ কোন বাক্যপ্রয়োগ না করিয়া কেবল তখন চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ স্থিরনয়নে কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান থাকিলাম। অনন্তর, দিবসত্রয় অতীত হইলে, একদা এক জন গন্ধর্ব্বস্ত্রীর সহিত কোন কথোপকথন প্রয়োজনে রাজমার্গে দণ্ডায়মান আছি, এমন সময় রাজভবন হইতে, একজন প্রত্যাগামি প্রজাজনের প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম, যে, রাজবাটীতে মহাবিপদুপস্থিত! অমনি ব্যগ্রতা পুরঃসর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! রাজালয়ে কি বিপদ সংঘটন হইয়াছে? কেন, দৈত্যজেতা মহারাজের বিপক্ষে কি কোন গতায়ু ব্যক্তি অস্ত্রধারণ করিয়াছে? না কি কোন কারণবশতঃ গন্ধর্ব্বাধিপতি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রলয়কালের ন্যায়, মহান কোলাহল উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আমার এইরূপ বাক্যাবসানে তিনি উত্তর করিলেন, সুদীন! অপর কি, রাজবিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে ইন্দ্রও কি সহসা সাহস অবলম্বন করিতে পারেন? অতএব সমরোদ্যম নহে। গন্ধর্ব্বরাজের তনয়া, ত্রিপুরাসুন্দরী তিনি নিদান পীড়াক্রান্তা হইয়াছেন। বোধ হয়, এ অনির্দ্দেশ্য

রোগ হইতে মুক্ত না হইয়া তিনি অচিরাৎ দেহলীলা সম্বরণ করিবেন। দেখিলাম, সর্ব্বক্ষণ মূর্চ্ছা, ও প্রলাপ-বিশিষ্ট বাক্যের বশীভূতা হইয়া সময় অতিবাহিত এবং চৈতন্যপ্রাপ্তে, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করি-তেছেন এবং সেই সুধাংশুবদনা মুহুর্মুহুঃ যন্ত্রণায় অধীরা হইয়া ধরাকে পরাশয্যাজ্ঞানে তদুপরি অবলুণ্ঠিত আছেন; সুতরাং একমাত্র সন্ততি গোলোকনাথ সন্ততি বাৎসল্য স্নেহ প্রযুক্ত, হাঃ! হতোস্মি! এই বলিয়া অনবরত সন্তাপ করিতেছেন।

বক্তার প্রমুখাৎ এই ভীষণ, বারিদবিরহিত বজ্রপাতের ন্যায় বাক্য শ্রবণে, উচ্চ ভূমিতে পাদবিক্ষেপকারী পতনোন্মুখী পথিকের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রাজান্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক, সেই অন্তঃপুরস্থ রোগগ্রস্তা রাজকুমারীর অধিষ্ঠান গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মহারাজ ও রাজ্ঞী এবং অপরাপর আত্মীয়বর্গ, চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া বিন্দু বিন্দু বারিধারাবৎ বিনম্রমস্তকে, শোক প্রকাশক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ নয়নবারি বর্ষণ করিতেছেন। এমন কি, তাহাদিগের শোক সন্তপ্ত অবস্থা দর্শন করিয়া অতি কঠিন পাষাণ কলেবর হইতেও বোধ হয়, স্বেদবিন্দু নির্গমনচ্ছলে সেই জড়পদার্থদিগেরও রোদন প্রতীয়মান করিতে থাকে। অতএব সচেতন ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দয়ার্দ্রীভূত চিত্তে যে, করুণোপস্থিত হইবে তাহার সংশয় কি? সে যাহাহউক আমি সেই রোগিনীকে দর্শন করিবারজন্য দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া

অনুমানে এইরূপ নিরূপিত করিলাম, যে, স্মেরাননা ত্রিপুরাসুন্দরী কেবল অনঙ্গবাণে প্রপীড়িত হওতঃ অত্যন্ত কাতরান্বিতা হইয়াছেন; বিশেষতঃ অজ্ঞাতযৌবনা বালা, লজ্জাভয়ে মনোভাব গোপন করাতে, যন্ত্রণা আরও অধিক প্রবল হইয়া তাঁহার মানসকে কলুষিত করিয়া ক্রমে গুরুতর মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছে। অনন্তর রাজ-তনয়া বহুক্ষণের পর নয়নোন্মীলিত করতঃ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। আমি তাঁহার আদেশা-নুসারে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপবেশন করিলাম এবং আমি উপবেশন করিলে, আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক, আপন মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কেবল যুগলনেত্র হইতে অবি-শ্রান্ত বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ এই চমৎ-কারভাবের কোন অভিপ্রায় অনুভব করিতে না পারিয়া সচঞ্চল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। সুদীন! ইহার কারণ কি? আমি, তখন তাঁহার অন্তর্গতভাব সঙ্গোপন করতঃ কহিলাম। দর্শকগণ! কৈ, আমিত ইহার মনোগত গোপনীয়ভাবের কোন ভাবই অনুভব করিতে পারিলাম না। আমার বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই দগ্ধমদনের শরদগ্ধহৃদয়া রাজতনয়া, স্বীয়ললাটে করাঘাত করিয়া কবরী হইতে মহামূল্যমণি নিষ্ক্রান্ত করতঃ আমার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তৎ-কালে সঙ্কেত দ্বারা তাঁহার উপস্থিতভাব গোপন করিতে নিষেধ করিলে, চতুরাবালা মৌনাবলম্বনে থাকিয়া

অতিসত্বরে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। আমি তাঁহার পীড়ার মূলকারণ, অর্থাৎ কাহার প্রতি আসক্তা হইয়া এরূপ ঘটনা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াও সংশয় চ্ছেদ জন্য তাঁহার নিজমুখ হইতে শ্রবণ পূর্ব্বক সংশয় চ্ছেদ করণ মানসে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। পুনরায় যুবতী, চেতন প্রাপ্ত হইলে, গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথে কহিলাম, মহারাজ। আমি বিশেষ অনুসন্ধানপর হইয়া এই দেহশোষক রোগের কারণ অন্বেষণ করিব; এবং যাহাতে এদারুণরোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব; কিন্তু একবার সকলকে এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে। আমার ব্যবস্থামতে মহারাজ প্রভৃতি সমস্ত দর্শন কারিগণ, তৎক্ষণাৎ পীড়িতাকে একাকিনী রাখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া বলিলাম, হে চারুচন্দ্রাননে! রাজনন্দিনি! মল্লিখিত চিত্রিতপট কি তোমার বিষম রোগের কারণ? যদি তাহা হয়, তবে চিত্রপট দর্শনে এত উৎকণ্ঠিতা হইলে কি হইবে? কারণ, তুমি যাহার উদ্দেশে প্রাণমন সমর্পণ করিতে উদ্যতা হইয়া এত ব্যাকুলিতা হইয়াছ, তিনিত ইহার বিন্দুমাত্র অবগত নহেন; অতএব বৃথা আশার আশ্রিত হইয়া আপনার কৃত প্রজ্জলিত অগ্নিতে বৃথাদগ্ধ হইতেছ কেন? বিশেষতঃ তিনি পরীরাজকন্যা ক্ষণপ্রভা ব্যতীত অন্যান্য রমণীকে পরিণয় করা দূরে থাকুক, মুখাবলোকন করিতেও ইচ্ছা

করেন না। অতএব এদুরাশা পরিত্যাগ কর। যাঁহার সহিত স্বপ্নেও দর্শন হইবার সম্ভাবনা নাই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলে কি হইবে? তিনি সর্ব্বসিদ্ধ নগরব্যতীত কদাচ অন্যত্রগমন করিবে না। অতএব অচিরাৎ এমিথ্যা আশাবৃক্ষের সমূলোৎপাটন কর। আর তোমার কি কোন বিবেচনা নাই? একবারে উন্মত্তা হইয়াছ? সদসৎ বিবেচনা সকল বিসর্জ্জন করিয়া কি, লজ্জাহীনা কুলটা-দিগের পদবীতে পদার্পণ করিতে চেষ্টা করিতেছ? আর আমাকে মানবমণি সঙ্কেতানুসারে আনাইবার নিমিত্ত কবরীরমণি অর্পণ করায়, তোমার পার্শ্ববর্ত্তি দর্শকগণের মনে, তৎকালীন যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। ছি! ছি! চপলে! তুমি একবারে আর্য্যধর্ম্ম উলঙ্ঘন করিয়া জনসমাজে কেবল হাস্যাস্পদ হইলে। তোমার মত এমনপ্রগল্‌ভা স্বভাবা অনুঢ়াত, আমার কখন নয়ন গোচর হয় নাই। সদ্বিবেচক দেহিগণ, একথা শুনিলে তিরস্কারচ্ছলে, যে, কত প্রকার বাক্যবিন্যাস দ্বারা নির্ম্মল রাজকুলে দোষারোপ করিবে তাহা বর্ণনাতীত। অতএব এবিষয় একবার পর্য্যালোচনা করিলে না; বিশেষতঃ তোমার এ অসম্ভব বিরহ অবস্থা গন্ধর্ব্বরাজ শ্রবণ করিলে, আহুতি প্রদত্ত হুতাশনের ন্যায় প্রবল কোপে যে কত প্রকার তিরস্কারবাক্য সকল প্রয়োগ করিবেন তাহা বলিতে পারি না। হয়ত স্বীয়কুলমর্য্যাদা রক্ষাকরণ নিমিত্ত রাগান্ধ হইয়া তোমার প্রাণপর্য্যন্তও

সংহার করিতে পারেন; অতএব হে সুশীলে! ধৈর্য্য আশ্রয় পূর্ব্বক সচঞ্চলমনকে প্রবোধ প্রদান কর। এবং কুলক্রমাগত ধর্ম্মের সম্মান সংস্থাপন করিয়া আপন সুশীলতা প্রকাশ কর। জনসমাজে তোমার বহুবিধ গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হইত। ছি! ছি! অদ্য সেই সকল প্রশংসাকারিগণ, তোমার গুণসমূহে দোষারোপ পূর্ব্বক হয়ত নিন্দনীয় মধ্যে পরিগণিত করিতেছেন।

আমার এবম্প্রকার হিতোপদেশবাক্য শ্রবণে, তব প্রেমলালসিকা গন্ধর্ব্বরাজতনয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমার হস্তদ্বয় স্বকরে গ্রহণ করিয়া কহিলেন। সুদীন! আমি যুবতী, বিশেষতঃ স্বভাবত লজ্জাশীলা অবলাজাতি হইয়াও যখন, লজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে সকল বিশ্বাস করতঃ প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহারে অবিকল ব্যক্ত করিলাম; তখন আমাকে আর তিরস্কার করা উচিৎ হয় না। কারণ, অজ্ঞানান্ধ সন্নিধানে সদুপদেশ স্বরূপ সম্মার্গের গুণকীর্ত্তনে কি ফল দর্শিবে? যাহাহউক, আমি এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। যদ্দ্বারা আমার প্রাণরক্ষা হয়, তাহার বিশেষ উদ্যোগকর। নচেৎ স্ত্রীহত্যাপাতকে, তোমার পরিলিপ্ত হইতে হইবেক, এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়া দীননয়নে রোদন করিতে২ শয্যার অধোভাগ হইতে, সেই আমার চিত্রিত প্রকৃতির অভিন্ন প্রতিমূর্ত্তি বহির্গত করিয়া তৎপ্রতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন। হে উদারচরিত্র মানবমণে! এ

প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নিতান্ত তোমাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। অতএব হে মহিমাসাগর! রমণীমানদ! আপনি সুরসিক, সুবিজ্ঞ, আপনার সদ্বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন। এতাবন্মাত্র বাক্য নিঃসরণ করিয়া প্রায় মৃত্যুপতির পথানুবর্ত্তিনী হইয়া তদবধি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। যখন আমার এবম্প্রকার হিতকর প্রবোধবাক্যে তাহার কোন প্রতিকার না দর্শিয়া বরং বিপরীত ফলপ্রদান করিল, অর্থাৎ অবলাগণের স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়সঙ্গিনীরন্যায় সখ্যভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অবিকল অন্তর্ভাব পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এবং বিলাপকরণ কালীন বিকারপ্রাপ্ত রোগিরন্যায় ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ বাক্য সকল প্রয়োগ করতঃ মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলে, তখন বিবেচনা করিলাম যে, আমিই তাহার রোগোৎপত্তিকারণের মূলকারণ। কারণ, আমি চিত্রপটে মূর্ত্তি প্রকাশ না করিলেত আর এরূপ ঘটিত না? চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির প্রকৃতমূর্ত্তি সেই জনমনোহারক সর্ব্বগুণাভরণ বিভূষিত রাজচূড়ামণি গুণার্ণব রূপ মহৌষধ সংসেবন ভিন্ন মর্ম্মভেদকরোগ উপশমের উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে বিবেচনা করিলাম যে, ইহা গন্ধর্ব্বরাজ সমীপে সঙ্গোপন করা অবিধেয়। কারণ, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অতএব তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া অগত্যা তাহার সমীপে গমন করিয়া কহিলাম;

রাজ্যেশ্বর! আপনার আত্মজা ত্রিপুরাসুন্দরীর মানস সঙ্কল্পিত দয়িতবিরহে মানসরাজীব, সূর্য্যবিরহিণী সূর্য্যমণিরন্যায় মুদিত হইতেছে। অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে আমার লিখিত মানবমণির প্রতিমূর্ত্তি অলক্ষভাবে লক্ষঃ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করতঃ তদ্বিরহ দহনে অবিরত দাহন হইতেছেন। বিশেষতঃ চিত্রপটের কারণ স্বরূপ, সেই অন্তর্গত দয়িতের দর্শনেচ্ছা বিষয়ে নিরাশা হইয়াই ক্রমে নিতান্ত পীড়াক্রান্তা হইতেছেন। এবং তদ্বিষয়ে কেবল আপনার অনুমতি অপেক্ষা করিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতেছেন। হে গুরো! আমার এই সকল বাক্যাবলি শ্রবণে, কিঞ্চিৎকাল গন্ধর্ব্বেশ্বর, বাক্যহীনভাবে থাকিয়া কহিলেন। সুদীন! ভাল, ইতঃপূর্ব্বে, এমন অনেক গন্ধর্ব্বকুলোদ্ভব অনূঢ়া * বালিকাগণত স্বীয় মনোমত মানবকেও স্বামিত্বে বরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাহারা কলঙ্কাঙ্কে অঙ্কিত না হইয়া এই সংসারে বরং পূজ-নীয়াই হইয়াছেন। কেন, তুমি কি তা জাননা? আমার শ্যালক গন্ধর্ব্বরাজ শিরোমণি চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরী ও হংসধ্বজ দুহিতা মহাশ্বেতা প্রভৃতি বহুল গন্ধর্ব্ব কুলকন্যাগণ মানবে ভর্তৃত্ব বরণ করিয়াও অতীব যশো-ভাজনা হইয়াছেন। অতএব মতি মতীদুহিতাকে স্বাভিলাষিত পতিহইতে নিরস্ত করিলে পরিণামে বিপদ সংঘটনা সম্ভব; কিন্তু সেই মানব শ্রেষ্ঠ গুণার্ণবত

* অবিবাহীতা।

এ বিষয়ের অনুমাত্রও জ্ঞাত নহেন। বিশেষতঃ ক্ষণপ্রভা প্রণয় পাশবদ্ধ সেই চতুরচূড়ামণি পরিণয় বিষয়ের বিন্দুমাত্র বিদিত হইলে আর কদাচ গন্ধর্ব্বনগর আগমন করিয়া অস্মদাদির অভিলাষ পূরণ করিবেন না। অতএব তোমায় আমার শপথ, প্রাণান্তেও এ সমাচার তাঁহাকে অবগত করিও না; কেবল যজ্ঞোপলক্ষ প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ সুবিদিত করিবে। আমাদিগের সৌভাগ্য বলে, যদি অত্রস্থলে শুভাগমন করেন; তবে তখন, স্ত্রীহত্যাদি হওনের কারণ বিদিত করিয়া অনুরোধ করিব। বোধ হয়, তাহাতে, সেই দয়ার্দ্র চিত্তে, অবশ্যই দয়ার উদ্রেক হইতে পারিবে; এই হেতু আমি তোমায় অনুনয়ের সহিত বলিতেছি; আমার অনুরোধ রক্ষা, ও বালা ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রাণরক্ষা, এবং তোমার শিষ্যত্ব গৌরব রক্ষা, এই তিন বিষয় রক্ষার নিমিত্ত, সেই রাজাধিরাজ গুণার্ণবে আনয়ন করিতে রীতিমত উপহার ও চতুরঙ্গিণী সেনাগণ লইয়া গমন কর। হে গুরো! আমি স্ত্রীহত্যা হওনাশঙ্কায় বিশেষতঃ রাজসম্মান রক্ষা না করিলে বিপদ ঘটনা সম্ভব; এই অনুমানে, তাঁহার মতের বিপরীত ব্যবহার করিনাই; অর্থাৎ আপনার অপত্য সদৃশ স্নেহভাজন সুদীন, কেবল কৃপা আপনার পাত্রী বলিয়া তৎকালীন আপনাকে গন্ধর্ব্ব নগরে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। এক্ষণে আমার যাহা বক্তব্য ছিল সে সমস্ত বর্ণিত হইল। অতঃপর আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। অপিচ, হে গুরো! যে এই

বাক্যনুপানুরোধে আমার চাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়া যে কি বলিব এক্ষণে অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক সেই অপরাধ হইতে আমায় মুক্ত করিবেন। আর আপনি কিঞ্চিৎ সত্বর হইয়া উপস্থিত হইবার চেষ্টা করুন্; কারণ তথায় স্ত্রীহত্যা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। বোধ হয়, আমার আগমনাবধি এই দিবসত্রয়ের মধ্যেই, অন্য অমঙ্গল ঘটিতে পারে। অধিরাজ গুণার্ণব, সুদীন প্রমুখাৎ গন্ধর্ব্বরাজতনয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর অবস্থা শ্রবণ করণানন্তর সুদীনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; সুদীন! আমি আর ঘোটকোপরি অবস্থান করিতে শক্য হইতেছি না, সহসা আমার হৃদয়ে অসম্ভব ও অনির্ব্বচনীয় কোন ভাবের উদয় হওয়ায়, যেন, ক্রমে প্রাণবায়ু দেহকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব ত্বরায় ধারণ কর; অঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিল। অনুমান হয় অতি সত্বরে এ দেহভূমি তিরস্কার করিয়া প্রাণ, অন্য দেহকে আশ্রয় করিবে। সুদীন! ধর, ধর, আমি বিকলেন্দ্রিয় হইলাম; হে জগদীশ্বর! স্বীয় মহীয়সী মহিমা প্রকাশ করিয়া এই ভবসাগরোদ্ভব অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা কৃতান্তের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন্। নাথ! ভাবি জঠর যন্ত্রণা অপসার করুন্ ও অবিদ্যা পরবশোমানসসঙ্কল্পার্জ্জিত সুকৃতি দুষ্কৃতি কর্ম্মসমূহ ভোগের সহিত প্রণষ্ট করতঃ জীবত্ব উপাধি সংহার করুন্। হে প্রভো! করুণাবিতরণে স্বীয় তেজোভাগ গ্রহণ করুন্। ওঁ তৎসৎ এবমুক্ত পর-মেশ্বরে বহুবিধ স্তুতি করিতে করিতে যখন গুণার্ণব, মৃত-

বন্দেহে ঘোটক হইতে এককালীন ভূতল শয্যায় প্রপতিত হইলেন; তখন সুদীন প্রভৃতি সৈন্যগণ, সকলে হাহাকার রবে চীৎকার করিয়া উঠিল বিশেষতঃ সুদীন, অসহ্য শোকাবেগ সম্বরণে অধীর হইয়া হতোস্মিঃ ইত্যাকার আর্ত্তনাদে অতীব রোদনপরায়ণ হইলেন। হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ কি হইল! মহারাজ! এই দেখিতে২ নয়নপথের অদৃশ্য হওতঃ কোথায় প্রস্থান করিলেন। বসুমতী যে অদ্য প্রিয়পতি শূন্যা হইলেন। যেরূপ, জগৎ প্রকাশক প্রভাকর স্বীয় প্রভা অপসারিত করিলে, বিশ্বস্থ সমস্ত তৈজস পদর্থাই স্বকারণ রহিত হইয়া কেবল তমোময় পদার্থমাত্র প্রতীয়মান হয়; হে প্রভাশালিন্ মহারাজ। অদ্য সেইরূপ আপনার অভাবে প্রজাপুঞ্জও প্রভাশূন্য হইল। হে অবনীশ্বর! অদ্য অবনী আপনাকে অনাথা বোধে প্রগাঢ়শোকে নিমগ্ন হইয়া নিস্তব্ধা হইলেন। আহা! আহা! কি আশ্চর্য্য ধরণী বিলুণ্ঠিত ধরাপতির অমরোপম কলেবরে প্রখর প্রভাকর কর স্পর্শাশঙ্কায়, বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণশীল মেঘমালা ছত্রধারণী হইয়া নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে? এবং ধূমযোনি আচ্ছাদিত বসুমতী সতী তমোভূতা হওয়ায় বোধ হয়, মহান শোকাবেগ সম্বরণে অসহিষ্ণু হইয়া এইস্থলে বিবর্ণা হইলেন। হে প্রজানাথ! অধুনা জ্ঞান ও বিদ্যা আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে যোগ্যাধারস্থ বোধে আনন্দ অনুভব করিবে। হায়! হায়!

ত্বদেক গতিমাত্র মহিষী ক্ষণপ্রভার গতি কি হইবে? হা মন্দভাগিনি ক্ষণপ্রভে! তুমি এতদিনের পর শিরোভূষণ বিহীনা হইলেন? আহা! আপনি যাঁহার প্রণয়িনী হওনাবধি, অশেষ ক্লেশ ও যন্ত্রণায় যন্ত্রণাবোধ না করিয়া বরং প্রেমসিন্ধুতে সরস প্রবন্ধশাখা সংযুক্ত সৌহৃদ্য তরু দ্বারা সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন; তিনি অদ্য সেই বহু যত্নসাধিত সেতুভগ্ন করিয়া স্রোতবাহি জীবনের ন্যায় আপনার জীবনশূন্য করিয়া পলায়িত হইলেন। হে গুরো গুণার্ণব! কি অপরাধে সকলকে শোকতাপে তাপিত করিতেছেন? একবার গাত্রোত্থান করুন, আর আমি গুরুবিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিনা। হা দুর্ভগে গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনি ত্রিপুরে! তোমার নিমিত্তই এ দুর্নিমিত্ত সংঘটন হইল। হায় হায়! কি হইল। হে বিমল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মপথ দর্শক! তোমাব্যতীত জীবন আর দেহে অবস্থান করিতে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও স্পৃহা করিতেছে না; অতএব এক্ষণে শ্রীপাদপঙ্কজে ঝটিতি স্থানদান করুন্। প্রলাপ প্রাপ্ত রোগীর ন্যায়, এবম্প্রকার বহুমত বিলাপ করিতে করিতে সুদীন, সুদীর্ঘকাল বসুধাতলে নিপতিত হওতঃ অচেতনভাবে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

সঙ্গস্থিত সমস্ত গন্ধর্ব্ব বাহিনীগণ, পথমধ্যে পুনর্ব্বার মহান্ বিপদুপস্থিত দেখিয়া, উদ্ভ্রান্তচিত্তে, চিত্রিত পদার্থপ্রায় স্থিরনয়নে পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান সংঘটিত শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দিনমণি

ভাতি মহারাজ গুণার্ণব ও গন্ধর্ব্বনন্দন সুদীনের মৃতকল্প দেহদ্বয়কে পরিবেষ্টন করিয়া চক্রব্যূহেরন্যায় সকলে অবস্থান করিতে লাগিল। আহা! পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কার্য্যকৌশল! তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা শক্তি না থাকিলে প্রায় সর্ব্বদা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নতা জন্য বিপৎহ্রদে পতিত হইতে হয়। কি আশ্চর্য্য? সেই দিবস অরণ্য মধ্যে প্রাণিমাত্রেরই কাহারো চেতনা ছিল না। এইরূপে, সেই কান্তারমার্গে সকলেই শোকাচ্ছন্নভাবে কালযাপন করিয়া পরদিন প্রাতে গন্ধর্ব্ব সৈন্যগণ চেতনা প্রতিলাভ করিল। তন্মধ্যে কএকজন সুবিজ্ঞ প্রধান সেনাধ্যক্ষ একবাক্য হইয়া পরামর্শ স্থিরতাপূর্ব্বক একজন বার্ত্তাবহকে সর্ব্বসিদ্ধনগরে ও অপর জনকে গন্ধর্ব্বস্বামী গোলকনাথ সমীপে এই উপস্থিত সংবাদ প্রেরণ করিয়া অনুমতি প্রতীক্ষায় ভস্মাচ্ছাদিত অনলসদৃশ তেজঃপুঞ্জ দেহদ্বয়কে রক্ষা করণার্থ সকলে সতর্কভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। এদিকে মানব মণির আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ নিরীক্ষণকারি গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথ সর্ব্বদা উৎকলিকাকুল চিত্তে, কালযাপন করতঃ অমাত্যবর্গ ও সভাসদগণের প্রতি কহিতে লাগিলেন। সুধীর সুদীন, রাজাধিরাজ গুণার্ণব মানমণির আনয়নজন্য অদ্য দিবসচতুষ্টয় হইল গমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপিও তিনি প্রত্যাগত হইবেন না। এই নিমিত্ত আমার অনুমান হয় তথায় কোন অনিষ্ট সংঘটনা হইয়া থাকিবে; নচেৎ বার্ত্তাবহ দ্বারা সংবাদ প্রাপ্তবিষয়ে বঞ্চিৎ

থাকিলাম কেন? আমি এমন কি সৌভাগ্যসমন্বিত পুরুষ, যে রাজর্ষি গুণার্ণবে আত্মজা সমর্পণ করিয়া পরমপরিতোষ লাভ করিব? সে দুরাশা দূরেথাকুক, এক্ষণে আমার ত্রিপূরা ধন্যাকন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী, বোধ হয়, অনতিকাল বিলম্বেই করাল কাল কবলে পতিত হইবেন তাহার সংশয় নাই। গন্ধর্ব্বনাথ, এবম্প্রকার আক্ষেপবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন ইত্যবসরে বিক্রমকেশরী নামা একজন বার্ত্তাবহ অতীব খিন্নমনে সভাস্থলে সমাগত হইয়া রাজ নিয়মানুসারে বিনম্র মস্তকে প্রণাম করিয়া অনবরত নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সহসা,আগন্তুক বার্ত্তাবহের নেত্র হইতে বারিবিন্দু পতিত হওয়া ও অধরার্দ্ধ স্ফুরিত বাক্য কথনেচ্ছাভাব সন্দর্শন করিয়া সকলে মহাভীত হইল ; কারণ, এতাদৃশ শোকভাবাপন্ন ব্যক্তির বদন হইতে না জানি কি শেলসম হৃদ্বিদারকবাক্য বিনির্গত হইবেক ; এই আশঙ্কায় সকলে সন্ত্রাসিত হইয়া ক্ষণকাল বাক্যহীনভাবে বার্ত্তাবহের ম্রিয়মান মুখভাগে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া রহিল। বার্ত্তাবহ, আপন অভিষিক্তপদের প্রতি সহস্র সহস্র তিরস্কার করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল। আহা! এই সর্ব্ব গুণাধার গুনার্ণবের মৃত্যু বিবরণ কি প্রকারে বর্ণন করিব? কিন্তু কি করি, যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যবসায় নিয়োজিত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি তখন,আমার পক্ষে উহা অযোগ্য হইলেও ব্যক্তকরা অবশ্য কর্ত্তব্য ; যেহেতু পরবৃত্তিভোগী পরাধীন পুরুষদিগের সুসাধ্যাসাধ্য

বিবেচনা না করিয়া বরং স্বীয়বৃত্তি অনুসারে নিয়োজিত কার্য্যের সমাধান করাই শ্রেয়স্কর। অতএব, এই অবক্তব্য সংবাদ প্রকাশ করা অবশ্যকর্ত্তব্য হইল, ইত্যাদি সমালোচনা করিয়া বাষ্প বিগলিতবদনে কণ্ঠাবরোধ স্বরে কহিল, মহারাজ! মানবমণি, মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; এবং সুদীনও তাঁহার শোকরূপ ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া বিরহবিষে আচ্ছন্নতা হেতু, ধরাশয্যা অবলম্বন করতঃ মুদিতনয়নে সেই কাননমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! সংস্কারপ্রদানাম্নী বনান্তরাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ এতদুর নিকটবর্ত্তী হইয়াও দুর্ভাগ্য দরিদ্র জনে হস্ত সংগৃহীত রত্ন প্রতারিত প্রায়, আমাদিগের দুর্ভাগ্য গন্ধর্ব্ব গণে বঞ্চনা পূর্ব্বক সেই মানবমণি অন্তর্হিত হইয়াছেন!

অকস্মাৎ, দূতপ্রমুখাৎ বজ্রপাৎসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকোন্মত্ততাপ্রযুক্ত সামান্য জনের সদৃশ গন্ধর্ব্ব পতি গোলকনাথ, সিংহাসন পরিত্যাগ পুরঃসর বিলাপ করিতে করিতে সেই অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হা দুর্ভাগ্যবতি ত্রিপুরে! তোমার নিমিত্তেই রাজচন্দ্র হরণ করিয়া আমি রাহু সদৃশ করাল কবলে কবলীকৃত করিলাম। হায় বিধাতঃ! কলঙ্কাঙ্ক স্থাপনের আর আধার না পাইয়া আমাতেই সমস্ত সমর্পণ করিয়া মানসসম্পূর্ণ করিলেন। হায়! হায়! স্বার্থ পরলোকের ন্যায়, মিথ্যা চতুরতা প্রকাশ পুরঃসর

সেই মহিমার্ণবে আনয়নে কৃতযত্ন হইয়া কেবল জগন্মণ্ডলে কলঙ্কেরভাজন হইলাম। যদি আমি, তাঁহাকে আনিতে চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ ঘটিত না। অতএব, আমিই এ অনিষ্টের মুলীভূত তাহার কোন সন্দেহ নাই। হা বিধাতঃ! তুমি কি আমাকে চিরজীবনের নিমিত্ত জনসমাজে কেবল বঞ্চক ও রাজ্ঞী পরীরাজ কুমরীর জীবনসর্ব্বস্বাপহারক বলিয়া বিখ্যাত করিলে। রে প্রমত্ত মনঃ! তোমাকে ধিক্! তুমি কোন প্রকার হিতকর বাক্যাদি দ্বারা প্রবোধ না মানিয়া অবশেষে কি এই অনিষ্টকর কার্য্য সম্পাদন মানসে স্বার্থ সাধন পন্থায় পদার্পণ করিয়াছিলে? ইত্যাদি শোকসূচক কারুণ্যোক্তি প্রয়োগ করিতে করিতে গন্ধর্ব্বনাথ, সেই মানবমণির অঙ্গপ্রভা দর্শনেচ্ছু হইয়া বনভূমিতে প্রবেশ পুরঃসরঃ ক্রমে নিকটাবর্ত্তী হইলেন। এবং তাঁহার সভাসদ প্রভৃতি আবাল বৃদ্ধযুবা সকলেই অশেষগুণশালি ও সুকুমারমূর্ত্তি সর্ব্বপ্রিয় গুণার্ণবের, তৎকাল সঙ্ঘটিত অবস্থা ও অঙ্গসৌষ্টব দর্শনার্থ গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথের অনুগমন হইয়া বনমধ্যে তেজোময় কলেবর দর্শন করিল। সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্বগণ পরস্পর বলিতে লাগিল। এই অনুপমকান্তি বিলোক করিয়া বোধ হয়, উদয় পর্ব্বত সমুদিত সূর্য্য গমনকালে পথমধ্যে, সহসা এই মনোরমণীয় নির্জ্জন বন শোভা তাহার নয়নপথের পথবর্ত্তিনী হওয়ায়, দর্শন লালসায় রথ হইতে অবতীর্ণ হওতঃ সাতিশয় নিদ্রাতে

আবিষ্ট হইয়া এই ঈষদ্বায়ু সঞ্চালিত বনস্পতি মূলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যোদয়কালে অর্দ্ধ বিকসিত কমলিনী সদৃশ, এই কমনীয় বদন লাবণ্যছটা প্রকাশ হওয়ায় বোধ হয়, প্রাপ্ত সমাধি যোগিরন্যায় কোন মানসসঙ্কল্প সাধন নিমিত্ত সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়া, বিমূঢ় প্রাণিগণে যোগবলে বিমোহিত করতঃ অন্তরে অপার আত্মানন্দ অনুভবকরতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্যচ্ছলে পৃথিবী শয়নে শয়ান রহিয়াছেন। এবম্বিধ রাজতনয়ের অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে সম্ভাষণ বিরহি গন্ধর্ব্বগণ, প্রভূত শোক সংক্ষুব্ধ চিত্তে কেবল পুনঃ পুনঃ সেই নিরূপম কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর সকলে আক্ষেপ করিতেছেন; ঈদৃশ সময়ে গন্ধর্ব্বনন্দন সুদীন, সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহানন্দ প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন। আমি মূর্চ্ছাবস্থায় থাকিয়া স্বপ্নোপম কোন সিদ্ধ পুরুষ কর্ত্তৃক রাজর্ষি গুণার্ণবের মোহপ্রাপ্তের কারণ অবগত হইলাম। গুরু লীলা সম্বরণ করেন নাই; দৈবানুগ্রহে জ্ঞান বিষয়ক কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচন করিতেছেন। যাহা শ্রবণে, জগতীস্থ বিমলচিত্ত প্রাণীমাত্রেরই পর্য্যালোচনায় বিশেষ উপকার দর্শিবে। এবং যাহার একাংশ মাত্র সুনিয়মানুসারে সময় যাপন করিলে, মুক্তি প্রাপনেচ্ছুক জীবগণে অনায়াসে মায়াপাশ বন্ধন হইতে বিনিমুক্তি হইতে পারিবে। যাহা হউক্ আমী কল্য মধ্যাহ্নকালে গুণসিন্ধু গুণার্ণব, পূর্ব্ববৎ চেতনপ্রাপ্তে, স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য

নিষ্পাদন করিবেন। সুদীনে বদন বিনির্গত আশ্বাসামৃত বাক্য বিন্দু বর্ষণে, তৃষিত চাতক যেমন আকাশ বারি পানে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ শূন্যচেতা নররাজচন্দ্রের সম্ভাষণসুধা পিপাসু গন্ধর্ব্বগণ, আশ্বাসানন্দ জলধরের আশ্রিত হইয়া সকলে সে দিবস পরমেশ্বরের গুণানু· কীর্ত্তনে অতি বাহিত করিলেন। কিন্তু, প্রপীড়িতা ত্রিপুরা সুন্দরীর জন্য কেহ একবার মাত্র চিন্তাও করিল না।

এদিকে দূত, সর্ব্বসিদ্ধ নগরে, অমরাবতীস্থ সুরপ· তির সুধর্ম্মা সভা সদৃশী শোভনীয় সভায় উপস্থিত হইয়া, শূন্য রাজসিংহাসনের অনতিদূরে সুখাসনে সমাসীনপ্রিয়· বর নামক প্রধান অমাত্যকে প্রণতিপূর্ব্বক, ধারা বিগলিত নয়নে কহিতে লাগিল। মহাশয়! আমি যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছি তাহা অনিষ্পাদ্য হইলেও নিষ্পাদন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অর্থাৎ অতি নিদারুণ সম্বাদ হইলেও সুতরাং আমাকে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। মানবমণি গুণার্ণব, গন্ধর্ব্ব নগরে গমন করিতে করিতে দুর্দ্দৈব বশতঃ পথমধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অকস্মাৎ, দূতমুখে শত বজ্রপাৎ সদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ হা মহারাজ! ইত্যাকার শব্দে সকলে আর্ত্ত-নাদ্ করিতে লাগিল। সভামণ্ডলে মহান্ ক্রন্দনের কোলাহল উত্থিত হওয়ায়, পতিপ্রাণা ক্ষণপ্রভা সহসা শোক প্রকাশক রোদন ধ্বনির কারণ বিদিতহওন জন্য, চঞ্চল চরণে গবাক্ষ দ্বারে উপস্থিত হইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক কর্ণপাতে, স্বীয় হৃদয়বল্লভের অশুভ সংবাদ অব-

গত হওতঃ তৎক্ষণাৎ ছিন্ন তরুর ন্যায় এককালীন পতিত হইয়া দণ্ড মধ্যাহত ভূজঙ্গিনী সদৃশী অস্থিরাঙ্গে ইতস্ততঃ হইয়া পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অহো! সেই নির্দ্দয় চতুরবিধাতার অলৌকিককার্য্যকৌশলের যে অনুসন্ধান করে, যক্ষ রক্ষ মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণি সমূহের মধ্যে কাহারও এমন ক্ষমতা নাই। কি আশ্চর্য্য! তিনি যে, কখন কাহাকে কিরূপ অবস্থায় প্রতিপন্ন করিবেন, কি করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাহা জীবমাত্রের কাহারই জানিবার বিষয় নহে। দেখ রাজবালা ক্ষণপ্রভাকে, প্রেমবৃক্ষের বীজবপন অবধি অশেষ ক্লেশ সহ্য করাইয়াও সেই নিদারুণ বিধাতা তথাপি সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে অপার দুঃখ ও শোক-তরঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় মানস সুসিদ্ধ করিলেন। আহা! নবযুবতী ক্ষণপ্রভা সতী, বসুমতীকে ক্রোড় দিয়া যখন ছিন্ন পশু সদৃশ ব্যবহার করিয়া নিজ কান্তের না-মোচ্চারণ পূর্ব্বক করুণস্বরে বিচ্ছেদ বিধুরতা, পুরস্থ সক-লকে জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বলিব কি, তখন তরু শাখাস্থিত পক্ষীকুল পর্য্যন্ত-ও শ্রবণাসহিষ্ণু হইয়া নিজ নিজ নীড় পরিত্যক্ত হওতঃ অন্যান্য রাজ্যে গমন করিতে লাগিল। অতএব, সেই অবলা রাজমহিলার অপরিসীম শোকের বিষয় আর কি বর্ণনা করিব। হে দেবি পর্ব্বতরা-জতনয়ে! বোধ হয়, সহস্রবদনবিশিষ্ট শেষ আগমন করিয়া ও বক্তৃতা দ্বারা এ বিষয়ে শেষ করিতে সক্ষম নহেন। সে যাহা হউক, ইদানীং প্রধানা রাজ্ঞী ক্ষণপ্রভা,

এইরূপ ভয়ঙ্কর শোকাবেগ সহ্য করণে অশক্ত হইয়া ক্ষণেং মূর্চ্ছা ও কখন কখন নিমিত্ত চেতনলাভ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে পুনঃ প্রলয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুচিরকাল একবারে বাহ্যেন্দ্রিয়াদির স্পন্দন শূন্য হইয়া রহিলেন। ক্ষণপ্রভাকে কেবল প্রতিপন্নকারি দৈবকর্ত্তৃক তাদৃশ দুঃসহ নববৈধব্যযন্ত্রণা অনুভব করিতে হইল। আহা! সতী, চেতনা প্রাপ্তে পতিশোকে অধীরা হইয়া হে জীবিতেশ্বর! তুমি অধিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিলে? এবম্বিধ করুণা রসাভিষিক্তস্বরে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বিহ্বলা হওতঃ পৃথিবী আলিঙ্গনে ধূল্যবলুণ্ঠন ধূসরস্তনী ও আলুলায়িতকেশী রাজ্ঞী, সকল পুরজনে সমদুঃখে দুঃখিত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে নাথ! তোমার যে রূপাতিশয্যশালিমূর্ত্তি বিলাসিগণের উপমা স্থল স্বরূপ ছিল; সেই শরীর বিগত জীবন হইয়া অধুনা অরণ্য মধ্যে পতিত রহিয়াছে। হা ঈদৃশ! অকল্যাণকর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না? বোধ হয়, স্ত্রীলোকের হৃদয় পাষাণাপেক্ষাও কঠিন্। অহে! আশ্রিত নলিনীদল পরিত্যাগ করণান্তর ভগ্নসেতু স্রোতবাহি জলসমূহের ন্যায়, প্রেমনীরস্থ সৌহৃদ্য সেতু ক্ষত করিয়া তবাধীন জীবিতা ক্ষণপ্রভাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিলে? হে প্রিয়! আমা কর্ত্তৃক কখনত তব সম্বন্ধে কোন প্রতিকুলাচরিত হয় নাই, তবে কেন প্রেমাধীনী-প্রতি বিমুখ হইলে? নাথ! পূর্ব্বে যে বলিতে তুমি

আমার হৃদয়লাসিনী; বোধ হয় সে কেবল আমার মনোরঞ্জনার্থ চাতুরিবাক্য প্রয়োগ করিতে, মাত্র। নচেৎ তুমি মৃত ও ক্ষণপ্রভা জীবিতা রহিল কেন? হে পরলোক-গামিন্ প্রিয়তম! ভাল আমিই যেন, তোমার পথে অনুগামিনী হইলাম; কিন্তু তোমার প্রেমাশ্রিতঅন্য যুবতীগণেরত, সুখাশা অদ্যাবধি বিলীন হইল। কারণ, ত্বদেক সমাশ্রিতা নবযৌবনশালিনী কামিনীগণের যামিনী বিলাসে তোমাভিন্ন অন্য পুমান্প্রতি আসক্ত হওয়া কদাপি সম্ভবে না। হে কান্ত! যাবৎকাল তুমি স্বর্গীয় কামিনীগণ কর্ত্তৃক লভ্য না হও, তাবৎ পতঙ্গ বৃত্তিরন্যায় অনল পথাবলম্বন করণানন্তর পুনর্ব্বার তোমার অঙ্কশায়িনী হইব! হে রমণীরমণ! যদিচ তব পথাবলম্বিনী হই, তথাপি এতাদৃশ সৌন্দর্য্যসমন্বিত পতি বিয়োগিনী হইয়া এখনপর্য্যন্ত ও অকিঞ্চিৎকর দেহভার বহন করাও জনসমাজে কেবল নিন্দনীয়া হওয়া মাত্র। অতএব ত্বরায় প্রজ্বলিত অনলাভ্যন্তরে দেহ সমর্পণ করিয়া তব বিরহানল জনিত জ্বালা শীতল করি। প্রাণবল্লভ বিচ্ছেদে প্রাণপরিত্যাগই কল্যাণকর হইয়াছে। ওরে পরিচারিকাগণ! ত্বরায় চিতাকুণ্ডের আয়োজন করিয়া ক্ষণপ্রভার প্রতি, প্রত্যক্ষরূপে স্নেহের অভিজ্ঞান প্রদর্শন কর। মহিষী, এইরূপ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পরিচারি-কাগণকে জীবনবিনাশ কারণ চিতা সুসজ্জিত করিতে পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। এদিকে সমস্ত গুণগণের আকর স্বরূপ গুণার্ণবের অমঙ্গল সংবাদ

শ্রবণে, সর্ব্বসিদ্ধ নগরীস্থ প্রাণীমাত্রেই শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

ক্ষণপ্রভা, পুনর্ব্বার সপত্নী বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। প্রিয়তমে ভগিনি! আর আমাদিগের বৃথা কালহরণের প্রয়োজন কি? যদিস্যাৎ পরিচারিণীগণ এ সময়ে আমাদিগকে অনাথা জ্ঞান করিয়া অনুমতি প্রতিপালন করিল না; তবে এস আপনারাই আপনাদিগের জ্বালা নিবারণের উদ্যোগ করি। রাজ্ঞী শোকোন্মত্তা হইয়া সমশোকানুবর্ত্তিনী প্রিয় সপত্নী বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া বারম্বার এইরূপ হৃদ্বিদারকবাক্যসকল বিন্যাসকরিয়া শেষে আপনাদিগের দেহাবসান করিবার নিমিত্ত আপনারাই চিতাকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর, কুণ্ডমধ্যে রাশি রাশি কাষ্ঠ সকল নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অনল প্রদান করিবামাত্র তৎকালে এমনি বোধ হইয়াছিল, যেন বৈশ্বানর স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া প্রলয়কালের ন্যায় দিগ্দাহন মানসে ক্রমশঃ স্বীয় অঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কুণ্ডস্থ অনলরাশি হইতে ঊর্দ্ধগামি সধূমশিখা সকল শতধা হইয়া যখন নভোমণ্ডলপর্য্যন্ত ব্যাপন করিয়া ফেলিল; এবং শিখান্তর্গত বিস্ফুলিঙ্গ সকল যখন দশদিক্ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল; তখন রাজমহিলাদ্বয় জগদীশ্বরকে বহুবিধ প্রণতিনতি পূর্ব্বক, প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বীয় স্বীয় শরীরকে সমর্পণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা

উক্ত মানসে কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিতেছেন; এমন সাক্ষাৎ শশিশেখর সময়ে সদৃশ ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক ও জটা-বল্কলধারী এক যোগিবর, সহসা সেই স্থানে সমাগত হইয়া যুগল হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক রাজকুল বধূদ্বয়কে প্রথমতঃ অতি গম্ভীরস্বরে নিবারণ পূর্ব্বক পরে মধুর হাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন। পুত্রিকে ক্ষণপ্রভে! সলভবৃত্তি আশ্রয় করিয়া কমল সদৃশ কোমল রুচির অঙ্গকে,সপত্নী সমভিব্যাহারিণী হইয়া কি কারণ প্রোদ্দীপ্ত হুতাশন মধ্যে আহুতি প্রদানে উন্মুখিন্ হইতেছ? তুমি যাঁহার মরণ নিশ্চয় জ্ঞানে আত্মনাশে উদ্যতা হইয়াছ, সেই প্রভুত গুণশালি গুণার্ণব জীবিত আছেন; প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম করিয়া পরমকরুণাকর পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রসাদে যোগমায়ার অপূর্ব্বকৌশলসকল দর্শন করিতেছেন; সত্বরে গাত্রোত্থান করিবেন। অতএব, তুমি এত ব্যাকুলিতা হইও না। তুমি বিদ্যুল্লতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গন্ধর্ব্বনগরী গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মহারাজ গোলকনাথের কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরীকে স্বয়ং নিজকান্তের করে সমর্পণ করিবে; নচেৎ স্ত্রীহত্যা হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ সুদীন কর্ত্তৃক অধিরাজের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শনাবধি গন্ধর্ব্ব-তনয়া নিতান্ত বিরহ বিধুরা হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে; এবং তজ্জন্যই গন্ধর্ব্বাধিপতি সবিশেষ চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক মহীপালকে তথায় লইয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু, পথমধ্যে সেই অপূর্ব্বব্যাপার সংঘটনা হইয়াছে।

আমি নিশ্চিত অবগত আছি যে, শুদ্ধান্তঃকরণ সমন্বিত সত্যনিষ্ঠ রাজতনয়, তোমার অনুমতিব্যতীত তাহাকে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। এই জন্যই বলিতেছি যে, তুমি দৈবানুরোধে আত্মকান্তকে অনুরোধ করিবে; অর্থাৎ যাহাতে যুবরাজ, বিচ্ছেদজ্বরপ্রপীড়িতা ত্রিপুরার পাণি- গ্রহণ বিষয়ে স্বীকার করেন তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিতা হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র গমন কর, এস্থানে আর বাগাড়ম্বর বৃথামাত্র। চল আমার এই বিমান গমন শক্য সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সুলভে কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে। এই বলিয়া সূর্য্য- রথ সদৃশ জ্যোতিঃ সমন্বিত এক দৈব উপস্থিত ব্যোমযানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত উভয় রাজ্ঞীকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন।

ক্ষণপ্রভা, পবিত্রমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীর অদ্ভূত দৈবশক্তি অবলোকন করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, পটহ নির্ঘোষ দ্বারা স্বনগরী মধ্যে, এই কুশলময়ীবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া তাপস নির্দ্দিষ্টে বিমানোপরি সসপত্নী হইয়া আরূঢ়া হইলেন। যোগিরাজ, রাজাঙ্গনাদ্বয়কে স্বীয় আকাশযানে আরোপণকরত প্রভূত তেজোরাশির ন্যায় স্বয়ং যোগপ্রভাবে অনায়াসে ক্রমশঃ অম্বরপথে উদ্গামী হইয়া অচিরকাল মধ্যে নগরীস্থ সমস্ত দর্শকগণের নয়নপথের অদৃশ্য হইলেন। এবং অয়স্কান্তমণি দ্বারা যদ্রূপ অয়ঃখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়;

তদ্রূপ অসীমযোগপ্রভযোগিপুরুষের অনুযায়ী হইয়া মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সিংহাসনও অদৃশ্য হইল। পরে গন্ধর্ব্ব-নগরীতে উপনীতহইয়া রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুরকর্ম্মচারিগণ এবং প্রজাপুঞ্জ প্রভৃতি প্রতিহারিগণ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অতএব প্রজাজনশূন্য রাজধানী দর্শন করিয়া আপনাদিগের আনেতা সেই কালত্রয়দর্শিযোগিপুরুষকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন্। হে ভগবন্ ভূত ভবিষ্যদ্বাদিন্! এই অত্যদ্ভূতব্যাপার দৃষ্টকরিয়া আমাদিগের চিত্র যেন বারিধিবিচির ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে; অতএব হে প্রভো! অনুগৃহীতা অবলাদ্বয়কে কৃপা বিতরণে ইহার কারণ বিজ্ঞাপন করুন্। তাপস, রাজকুল ললনা ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতার এবম্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন। অয়ি ভীরু স্বভাবে ক্ষণপ্রভে! অকারণ চিন্তা করিও না, আমি ইহার তাৎপর্য্য অবগতি করাইতেছি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। গন্ধর্ব্বনগর বাসিগণ, গুণার্ণবের জীবন-পরিত্যাগ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকলে আপন বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই গুণধাম মহারাজ-বিরাজিত-কান্তার মধ্যে গমন করিয়াছে; অধিক কি, মৃতকল্পাদেহারাজনন্দিনীর সমীপে তাঁহার সহচরীগণ ব্যতীত অপর একজন রক্ষকমাত্রও নাই। ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতা এইমত যোগিরাজ-বদন-বিনির্গত সুধাভিষিক্ত ক্যাবশ্রবণ করিতে করিতে তৎসমভিব্যাহারিণী হওতঃ রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি-

লেন মনোহর রূপিণী কামিনী, অচৈতন্যাবস্থায় অরবিন্দ পর্ণ সংস্তরে অষ্টজন সখী পরিবেষ্টিতা হইয়া পতিতা আছেন। তাদৃশী অবস্থাপন্না সেই যুবতীকে ঈক্ষণ করিলে বোধ হয়, তদ্দর্শনজনিত-শোক অতি পাষাণ হৃদয়কেও বিদারণ করিয়া ফেলে। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; অয়িভগিনি বিদ্যুল্লতিকে! আহা আমাদিগের হৃদয়বল্লভের কি রূপমাধুর্য্য, যাহা একবারমাত্র ঈক্ষণ করতঃ আত্মসমর্পণ করিয়া চির জীবনের মত সেই পাদপদ্মে বিক্রীত হইয়াছি। বিশেষতঃ এই রুচিরাঙ্গী কুরঙ্গনয়না রাজকুমারী, যাঁহার প্রতিমূর্ত্তিমাত্র দর্শন করিয়া স্বীয় শরীরপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, অতএব সেই রমণীরমণকে ধন্য। যাহাহউক, এক্ষণে চল ত্বরায় ইহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া সকলের অভিলাষ পূর্ণ করি। ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতার এইমত কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে ব্রহ্মচারী, অন্তঃপুরস্থা বিরহজ্বর প্রপীড়িতা মোহপরায়ণা গন্ধর্ব্বরাজতনয়ার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। আহা! তাপসদিগের কি তপঃ প্রভাব! তাদৃশী অবস্থাপন্না সেই অবলা মহাতপা যোগীর পবিত্রকর করস্পৃষ্ট হইবামাত্র যেন, প্রসুপ্তাবস্থা হইতে জাগরিতেরন্যায় সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। তাঁহার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত দেখিয়া গুণার্ণব শরীরার্দ্ধভাজা-ক্ষণপ্রভা, সপত্নী পালিতা নিশাচর বিদ্যুল্লতাকে কহিলেন। প্রাণাধিকে! এক্ষণে গন্ধর্ব্বরাজ কুমারী সংজ্ঞা প্রতিলাভ করিয়াছেন।

অতএব চল, আমরা ইহাকে আমাদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া প্রিয়তম সন্নিকর্ষে প্রয়ান করি; এই বলিয়া তাহার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

এদিকে ত্রিপুরা গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে, আপনার প্রিয়সহচরীগণ ব্যতিরেকে আর কেহ পৌরা-ঙ্গনাগণ নিকটে নাই; কেবল অতিরিক্ত অপরিচিত অচল তড়িদ্বৎ নবীনা যুবতীদ্বয়, এবং সহস্র রশ্মির প্রায় তেজঃপুঞ্জ এক পুমান্শ্রেষ্ঠ অভিমুখে অবস্থান করিতেছেন। তাহাতে অতীব বিস্মিত বদনে যোগীর প্রতি প্রথমতঃ কিয়ৎকাল অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। অনন্তর তপোনিধি তাঁহার এই-রূপ বিস্ময়াপন্ন অবস্থা দর্শন করিয়া সস্নেহ বচনে কহি-লেন, অয়ি গন্ধর্ব্বরাজ পুত্রিকে! বিস্মিত হইবার আবশ্যক নাই, ইনি মানবমণি মহারাজের অর্দ্ধাঙ্গহারিণীপরী-রাজকুল সমুজ্জ্বলকারিণীক্ষণপ্রভা, আর ইনি ইহাঁর অনু-চরী রক্ষোরাজ পরিবর্দ্ধিতারাজদুহিতা বিদ্যুল্লতা, অর্থাৎ গুণার্ণবের দ্বিতীয় সিমন্তিনী। ইহাঁরা আপন প্রোষিত পতির তত্ত্বাবধারণ করিতে আসিয়া তোমার প্রতি সানুকুল হওতঃ অর্থাৎ তোমাকে আত্মসঙ্গিনী করিবার মানসে এতদুর পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; তুমি অতিমাত্র ত্বরা করিয়া ইহাদের অনুগামিনী হওতঃ গন্ধর্ব্বগণ পরিবেষ্টিত আপন প্রিয়জন সমীপে গমন কর। ত্রিপুরা, যোগিরাজ কর্ত্তৃক ক্ষণপ্রভা প্রভৃতির পরিচয় প্রাপ্তমাত্রে তাঁহা-

দিগের উভয়কে প্রণাম করিলেন, এবং বিনীত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার পিতা মাতা প্রভৃতি পৌরজনেরা কোথায়? ক্ষণপ্রভা কহিলেন মধুরভাষিনি! চল এই সিংহাসনে সমাসীনা হইয়া গমন করিতে২ সমস্তবিষয় তোমায় সবিশেষ শ্রবণ করাইতেছি; চিন্তা নাই, তোমায় অন্যত্র লইয়া যাইব না; যে স্থানে সেই গুণশালি গুণার্ণব ও তোমার পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজনেরা এবং সমস্ত গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছেন আমরা সেই স্থানেই গমন করিব। এইরূপ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ যোগিদত্ত সিংহাসনে সমাসীন হওতঃ বিবিধবাক্যপ্রসঙ্গে অনুকুল অমিত তেজা যোগিবরের অনুগামিনী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে, গন্ধর্ব্বগণ সুশোভিত অরণ্যমধ্যে গুণার্ণব, ঈশ্বরেচ্ছায় সহসা গাত্রোত্থান করতঃ সুদীনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। তখন সুদীন, গুরু পাদপদ্মে অভিবাদন করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথের সবিশেষ পরিচয় দিলেন। সুদীনের প্রমুখাৎ গন্ধর্ব্বাধিপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া গুণার্ণব, গোলকনাথের সহিত সদালাপন দ্বারা তাঁহার চিত্তকে পরম পরিতোষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বেশ্বর গোলকনাথ, এবং সুদীন প্রভৃতি সমস্ত গন্ধর্ব্বগণ গুণার্ণবের মুখমণ্ডল প্রতি দৃষ্টি করতঃ আনন্দে গদ্গদ হইয়া কহিলেন। মহাভাগ! মনোহভিলাষ পরিপূর্ণ করুন্। রাজমন্ত্রি গুণার্ণব গন্ধর্ব্ব-নগরবাসিগণের যদি এই সাধারণ জনগণ সমীপে

আপনার দৈব সমাধি প্রাপ্ত বিবরণ কথিতব্য হয়, তবে অনুকূল হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরণ পূর্ব্বক অস্মদাদির প্রার্থনানুমতে অতি পবিত্র লোকপাবনকর অনুত্তম যোগ-প্রসঙ্গ সবিস্তরে বর্ণনা করিতে লাগিলেন যাহা শ্রবণমাত্রে সবাসনা দুর্নিবার সংসারযন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত হইয়া নিত্য অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ লাভহইয়াথাকে। গন্ধর্ব্বরাজ প্রভৃতি সকলে, মানবমণির প্রমুখাৎ অপূর্ব্ব যোগাদি-প্রসঙ্গ, এবং মধুরবাক্য সকল শ্রবণে, তাঁহারা আপনারদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া স্বীয় স্বীয় মধুর আলাপন দ্বারায় আনন্দার্ণবে ভাসমান আছেন; ঈদৃশ সময়ে গন্ধর্ব্বনগরী হইতে সমাসীনা কামিনীত্রয়কে অবলোকনকরিয়া পরস্পর কেহ নিশ্চয় করিতে নাপারিয়া অবশেষে সকলে আকাশপথে উর্দ্ধদৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাদের সমীপাগমন-পর্য্যন্ত কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিদ্বিলম্বে দূরদৃষ্ট রমণীত্রয় ক্রমে নিকটস্থ হইলে, গন্ধর্ব্বনন্দন সুদীন, ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতা সমভিব্যাহারে ত্রিপুরাসুন্দরীকে দর্শনকরিয়া প্রথমত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদনন্তর, সকলে সম্বোধন করিয়া মহারাজ গুণার্ণবের, মহিলাদ্বয়ের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অশেষ গুণব্যাখ্যা করণানন্তর, আপনি অতিসত্বর পুরোগামী হইলেন। এবং তাঁহা-দিগের নিকট উপনীতহইয়া প্রথমতঃ গুরুপত্নীদ্বয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও গন্ধর্ব্বভূপালবংশসম্ভবা যুবতী ত্রিপুরাকে, সম্মানসূচক বাক্যে সম্বোধন করিয়া পরে

তাঁহাদের সকলকে অগ্রবর্ত্তিনী করতঃ সেই জনসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে আসিয়া পুনরায় সকলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতা সভায় আগমনানন্তর কান্ত গুণার্ণবের চরণবন্দনাদি করতঃ তাঁহার আজ্ঞানুসারে উভয়েই তদাসনে উপবিষ্টা হইলেন। এবং ত্রিপুরাও তদনুসারে স্বীয় পিতা মাতা ও আর্য্যগণকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন। পরন্তু, অরণ্য সভাস্থগণ, একাকৃতি রমণীত্রয়ের অলৌকিক রূপলাবণ্য ও সুশীলতা সন্দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপ্রভা, প্রিয়পতি গুণার্ণবকে সম্বোধন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন আর্য্য সহৃদয় গন্ধর্ব্বরাজের মন্তব্যবিষয় অর্থাৎ আপনি তৎকর্ত্তৃক যে কল্পনায় এখানে আনীত হইয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া তদীয় নন্দিনী ত্রিপুরাকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছি; অনুগ্রহসহকারে ভবদীয় প্রণয়বারি পিপাসু-চাতকিনী-কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দোৎপাদন করুণ। গুণার্ণব প্রাণসমা প্রধানা-প্রিয়সী ক্ষণপ্রভার বাক্যাবসানে কহিলেন, প্রিয়ে! পরিণয় বিষয়ে আর আমায় অনুরোধ করিওনা। কারণ, ক্ষণভঙ্গুর পঞ্চভূত সমুৎপন্ন নিরয়ময় শরীরে অধিক রমণীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা উচিৎ নয়, যেহেতু একের বিনাশে অনেকেই অনাথা হয়। এ বিধায় এতদ্বিষয়ে কদাচ সম্মত নহি; অতএব হে সুমুখি! আর তুমি আমায় পুনঃ২ উদ্বাহার্থে অনুরোধ করিও না;

ক্ষান্ত হও। কারণ, পণ্ডিতাভিমান প্রকাশভয়ে তোমাকে বারম্বার প্রত্যনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি তবে যে, সুশীলা বিদ্যুল্লতার পাণিগ্রহণ করা, সে কেবল বিষমসঙ্কটেরসময়ে আত্মরক্ষারকারণ তাহার পাণি-গ্রহণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলাম। তথাপি তদ্বিষয়ে তোমার অনুমতির অপেক্ষা করিয়াছিলাম। এই বলিয়া ক্ষণপ্র-ভার হস্তধারণপুর্ব্বক সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মহিষী ক্ষণপ্রভা, হৃদয়বল্লভের বিবাহবিষয়ে নিতান্ত অসম্মতি বুঝিতেপারিয়া দৈব প্রেরিত পবিত্রমূর্ত্তি যোগিরাজ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজধানীতে আগমনাবধি ত্রিপুরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ পর্য্যন্ত সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। প্রিয়তমা বদনসুধাকরক্ষরিত--বাক্য--পীযুষরাশি শ্রবণরন্ধ্রে পান করিয়া নরনাথ প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরে রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রাণাধিকে! সেই তপো-ধন এক্ষণে কোথায় গমন করিলেন? এ হতভাগ্যের প্রতি কি সদয় হইয়া পুনঃ দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিবেন না? ক্ষণপ্রভা কহিলেন নাথ! আমাদিগের অগ্রগামী সেই যোগিবর, আমরা এই অরণ্যমধ্যে আসিয়া সমবেত হইলে তিনি এককালে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া, যে, কোথায় অন্তর্হিত হইলেন; তাহার কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারি-লাম না। কি আশ্চর্য্য! সেই মহাত্মা অন্তর্হিত হইবামাত্র তাঁহার প্রদত্ত ব্যোমযানও ক্ষণকালমধ্যে কোথায়

প্রলীন হইল তাহাও নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, সেই অসীম প্রভাবশালি মহর্ষির অনুবর্ত্তি হইয়া থাকিবে। আহা! "নচদৈবাৎ পরংবলং,, এই শাস্ত্র সম্মত মহাজনকথিত--বাক্য অদ্য প্রত্যক্ষরূপে সপ্রমাণ হইল; অতএব হে প্রিয়তম! দৈবানুরোধ রক্ষা ও নিতান্ত আপনার বশম্বদা চরণাশ্রিত কামিনীর অনুনয় রক্ষা, গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথের সম্মান রক্ষা, ভবদীয় প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী ত্রিপুরার প্রাণরক্ষা, এবং অপত্যস্নেহভাজন শিষ্য সুদীনের শিষ্যত্ব গৌরবরক্ষা এইকয়েক বিষয়ের অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত ত্রিপুরার পাণিগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করুন্। তখন প্রিয়তমার এতাদৃশ সানুনয়বাক্য শ্রবণকরিয়া নরেশনন্দন, ঈষদ্ধাস্য বদনে কহিলেন, অয়ি প্রাজ্ঞে! যাবজ্জীবন আমি তোমার বাক্যকে কখনই অন্যথা করিতে প্রার্থী হইব না। অদ্য তোমার বাক্য সাদরপূর্ব্বক রক্ষা করিব। এই বলিয়া মহিষীর বিকসিত মুখমণ্ডলের প্রতি তির্য্যকনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ক্ষণপ্রভা, অমনি সেই সুযোগ্য সময় প্রাপ্ত হইয়া অতি সত্বর ত্রিপুরার হস্তধারণপূর্ব্বক প্রাণেশের হস্তে সমর্পণ করিলেন; এবং গন্ধর্ব্বরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। পিতঃ! এক্ষণে কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনে আপনি তৎপর হউন্। গোলকনাথ, স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় ক্ষণপ্রভাকে ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া জ্ঞাতি বান্ধবপ্রভৃতি সমস্ত প্রজাপুঞ্জের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া সর্ব্বগুণসম্পন্ন জামাতাকে এবং কন্যা ত্রিতয়কে

এক অপূর্ব্বরথে আরোপণ করিয়া তাঁহাদের অনুগামী হওত সকলে গন্ধর্ব্বনগরাভিমুখে পরমহর্ষোৎফুল চিত্তে মহান্ কোলাহল নিনাদ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজধানী মধ্যে উপনীত হইয়া গন্ধর্ব্বনাথ, বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন করিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক উদ্বাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন; এবং প্রিয়তম জামাতাকে মণিময়সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া অনিমিষলোচনে তাঁহার প্রিয়দর্শনমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। আহা! বোধ হয়, যেন তাঁহার আনন্দসিন্ধু হইতে ভাবতরঙ্গ সকল বাষ্পচ্ছলে নয়ন তটে উচ্ছলিত হইয়া পুনরায় অধোধারায় বাহিত হইতে লাগিল। অপিচ, সর্ব্বসিদ্ধ নগরাধিপতি গুণার্ণবকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল যে গন্ধর্ব্বনাথ গোলকনাথেরই আহ্লাদসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল এমন নহে, অর্থাৎ গন্ধর্ব্বনগরস্থ সমস্ত প্রজাপুঞ্জ, স্ত্রী, পুমান্ সকলেই আনন্দার্ণবে ভাসমান হইয়াছিল।

অনন্তর, গুণার্ণব গন্ধর্ব্বনগরীতে রমণী ত্রিতয় সহিত সদাতন সন্তোষচিত্তে প্রায় একমাসকাল অতিবাহন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন; ইত্যবকাশে একদা, সর্ব্বসিদ্ধ নগরী হইতে একজন বার্ত্তাবহ একখানি মুকুলিত পত্রিকাহস্তে দীনভাবে গন্ধর্ব্বরাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তঃপুরস্থ অধিরাজ গুণার্ণব, কর্ম্মকরী প্রমুখাৎ এই সংবাদ শ্রবণকরিয়া অতীবব্যগ্রমনা হইয়া দূতের নিকট আগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ তাহাকে স্বরাজ্যের কুশ-

লজিজ্ঞাসা করিলেন। দূত, বহুলদিবসেরপর আপনা-দিগের রাজ্যেশ্বরকে দর্শনকরতঃ বাস্পাবরুদ্ধকণ্ঠে প্রথমতঃ ক্ষণকাল তাঁহার মুখারবিন্দের প্রতি অনিমিষ-লোচনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিল। পরে বসুধা বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক, কহিল মহারাজ! আপনার দীর্ঘকাল গন্ধর্ব্বলোকে অবস্থানজন্য সর্ব্বসিদ্ধনগরে আর সেরূপ রাজশ্রী দৃষ্ট হয়না। আর পূর্ব্বেরন্যায় উপবনস্থ তরুশাখোপরি বনপ্রিয়গণের কুজনধ্বনিও প্রজাগণালয়ে মৃদঙ্গধ্বনি শ্রোতৃগণের শ্রুতিগোচর হয় না। রাজভবনস্থ সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে অপ্সর্ কুলজাত কুরঙ্গনয়না কামিনী-গণেরন্যায় নর্ত্তকীগণের আর নৃত্যাদি হয় না। মহেন্দ্র-কল্প রাজসভাতে আর নৃত্যগীত বাদ্যাদি বা রহস্যকারি-গণের রহস্যাদি শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না। সূর্য্য ধরণীতে আর সেরূপ রশ্মিপ্রদান করেন না, মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াগিয়াছেন। নগরীতে চৌর্য্যাদির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাগণ, রাজবিরহে আবাল, যুবা, বৃদ্ধপর্য্যন্ত স্ত্রীপুমান্ সকলেই প্রায় অহর্নিশ রোরুদ্যমান আছে। বলিব কি রাজ্যেশ্বর! সদাতন সেই সর্ব্বসিদ্ধ নগরীতে আর ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্টহয়না। দ্বিজগণ, লোভীহইয়া শূদ্রাদির দান পরিগ্রহ করিতে উপক্রমণ করিয়াছেন। সাধুগণ, ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসত্যকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হইতেছেন, ও পতিব্রতপরায়ণা সাধ্বীকুল কামিনীগণ, পাতিব্রত্যরূপধর্ম্মময়সেতুকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক

বেশ্যাগণের ব্যভিচারআচারকে শ্রেয়স্করবোধে সেই পদবীতে পাদবিক্ষেপ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। প্রিয়তমা ভার্য্যাসকল পরমপ্রেমাস্পদ স্বরূপ পতি-সহিত অহরহ কলহ করিতেছে। পিতা, ক্রোধের বশীভুত হইয়া পরমস্নেহভাজন প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ম্বদ পুত্রকে একবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছেন। রাজপুরুষগণ দুর্ব্বৃত্তি অবলম্বন পুর্ব্বক ছলে প্রজাগণের ধনশোষণ করিয়া আপন আপন ধনাগার পুর্ণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনার অবিদ্যমানতাজন্য রাজ্যে এত-দূরপর্য্যন্ত অমঙ্গল সঙ্ঘটন হইয়া উঠিয়াছে। যে, তাহা বর্ণাবলিদ্বারা বর্ণনা করিয়া সীমা করাযায় না। অতএব মহারাজ! আর এস্থানে বিলম্ব করিবেন না, ত্বরায় স্বরাজ্যে যাত্রা করুন্; নচেৎ রাজ্যমধ্যে সংপূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল ঘটিয়া উঠিবে। আমার যাহা বক্তব্য বলি-লাম, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয় সেইরূপ করিবেন। আমি একজন সামান্য দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত দাস হইয়া আর অধিক কি কহিব। কারণ, তাহাতে কেবল প্রাগল্‌ভ্য প্রকাশ করামাত্র।

মহারাজ! আর এক বিষয়ে আমি অপরাধী হই-য়াছি, অতএব আমায় ক্ষমা করুন্। অর্থাৎ বহুদিব সাবধি ঐ মনোহরমুর্ত্তি দর্শন করি নাই বলিয়া দর্শন-মাত্রে অতীব আনন্দে সকল বিস্মৃত হইয়াছিলাম। অমাত্যবর এই পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছেন; এই বলিয়া অতি কাতরভাবে রাজহস্তে লিপি সমর্পণ করিল।

নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ গুণার্ণব, বার্ত্তাবহের প্রমুখাৎ স্বরাজ্যের এতাদৃশী অমঙ্গলময়ীবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ও অমাত্য প্রেরিত পত্রিকা উন্মোচনে দূতের কথনানুযায়ী অকুশল সংবাদ পাঠ করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতীব উন্মনা হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করতঃ স্বীয় ললনা-ত্রয়কে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজমহি-লাগণ দয়িতমুখে এই অশুভসমাচার শ্রুত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ স্বদেশ গমন করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। নৃপেশনন্দন গুণার্ণব, মহিলাগণের মনোমতভাব বিদিত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজের সমীপে স্বরাজ্য গমন জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গন্ধর্ব্বশিরোমণি গোলকনাথ, প্রথমতঃ প্রিয়তম জামাতার মুখে বিদায় প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভাবিবিরহ স্মরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া অগত্যা স্বীকার করিলেন ; এবং অসংখ্য রত্নাদি যৌতুক প্রদান পূর্ব্বক কতিপয় দল সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া আত্মজা ও জামাতাকে বিদায় করিলেন।। মহা-রাজ গুণার্ণব, গন্ধর্ব্বনগরী হইতে যাত্রা করিয়া মহিলাত্রয় সমভিব্যাহারে অতিমাত্র সত্বর গমনে সর্ব্বসিদ্ধ নগরী রাজধানীতে উপনীত হইলেন। প্রজাগণ, রাজ্যের জীবন স্বরূপ রাজ্যেশ্বর রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন দেখিয়া, রাজানুরাগ প্রদর্শন নিমিত্ত সকলে মহান্ কোলাহল ধ্বনিপূর্ব্বক পুরবর্ত্তিন্ হইল আনন্দে গদ্গদ হইয়া বেণু, বীণা, পণবাদি লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণ অতি প্রমোদচিত্তে মনোরম নৃত্য করিয়া

জনগণের চিত্ত সংমোদন করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ, সচিবগণের নিদেশানুসারে রাজবর্ত্মের উভয়পার্শ্বে কদলীরাজি সন্নিবেশিত হইল। এবং চূতপ্রবাল সংযুক্ত কমল পুরিত কলস সকল রক্ষিত হইল। নগরীমধ্যে, সর্ব্বত্র ভেরী নির্ঘোষিত হইতে লাগিল। মহারাজ, আপনার প্রতি প্রজাগণের এতাদৃশ অনুরাগ দর্শন করিয়া চিত্তে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর, অঙ্গনাত্রিতয়কে শিবিকায় অরোহণ করাইয়া স্বয়ং প্রধান সচিবের সহিত কথোপকথন দ্বারা পদব্রজে পুর্য্যাভিমুখে গমন করিলেন। এবং প্রধান প্রধান প্রজা সকলও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। পরে নরনাথ, স্বীয়ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া অতীব উল্লাসচিত্তে সকলের সহিত সদালাপে সেই দিবাকে অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া আপনার কিছুদিন রাজ্যে অনবস্থানজন্য যে সমস্ত বিশৃঙ্খল ঘটিয়া উঠিয়াছিল নৃপকুমার, অনায়াসে অতি স্বল্পদিবস মধ্যে পুর্ব্বের ন্যায় সে সকল সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিলেন।
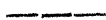
উপসংহার।

পরন্তু, নররায় গুণার্ণব, স্বীয়বাহুবলে ক্রমশঃ সাগর পর্য্যন্ত মহীতল করতল করতঃ সার্ব্বভৌমপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি, এতদ্দূরপর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন যে, তৎকালীন সমস্ত অবনীমণ্ডলের অসীমবলশালিরাজগণ, প্রায় ভগবানবাসুদেবের অপরিসীম কৃপাভাজন রাজচক্রবর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়কালে স্বীয়২ রাজ্যসম্বন্ধীয় করপ্রদিৎসু ভুপাল বর্গের ন্যায়, উপহারান্বিত হইয়া তাঁহার দ্বারদেশে সাধারণ দাসতুল্য সদাতন আজ্ঞাধীনঅনুচর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতএব, সেই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অধিরাজের রাজ্যাধিপত্যের কথা কি বর্ণনা করিব, বোধ হয়, যেন মর্ত্ত্যভূমি মধ্যে অমর নগরাধিপতি শচিপতির সহিত সম্পদবিনিময়ে বসুন্ধরৈশ্বর্য্যভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ, প্রায় বর্ষ সহস্রৈক মনোরমা মহিলা ত্রিতয়ের সহিত প্রভূত আনন্দে শত্রুশূন্যসিংহাসনাসীন হওত কালবিহরণ করিলেন। অনন্তর প্রাগুক্ত রাক্ষসদেহ বিনির্ম্মুক্ত প্রভাতকালীন মিহিরসদৃশ তপস্তেজা বিজ্ঞান বিশারদমহর্ষি জৈমিনির

প্রধান শিষ্য শঙ্কর নামা তাপস যুবা, কটিতটে কৃষ্ণা-জিন্ পরিবেষ্টিত, দণ্ডকমণ্ডলুপাণিহইয়া নারায়ণ ইত্যা-কার পরব্রহ্ম প্রতিপাদক শব্দ উচ্চারণ করতঃ সহসা সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিমান্ নৃপ-চূড়ামণি, অকস্মাৎ প্রাগদৃষ্ট নবীন যোগেশকে সন্দর্শন করিয়া অতীব ব্যগ্রতা পুরঃসর সিংহাসন হইতে গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক আহ্লাদে পরিপূরিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত নেত্রে গদ্গদ্ভাবে কহিতে লাগিলেন। মহা-ভাগ! তপোবনস্থ সমস্ত তাপসগণ সর্ব্বপ্রকার অনাময়ে কালযাপন করিতেছেনত? এবং আপনার তপস্যাদি নিরুৎকণ্ঠাভাবে নির্ব্বাহ হইতেছেত? যোগিন্! কেমন, সেই সর্ব্বজনবরেণ্য, সর্ব্বজ্ঞ সামবেদবাদী; মহাত্মা, জৈমিনি শারীরিক বা মানসিক মালিন্য বিরহিত হইয়া সময় অতিবর্ত্তন করিতেছেনত? না, দুরাত্মা যজ্ঞদ্বেষ্টা-গণ, যজ্ঞীয়হবিঃ সকল অপচয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে? না বোধ করি সেই মহা তপঃপ্রভাবশালি হব্যবাহন সদৃশ তেজোময় যোগিশ্রেষ্ঠের, দুর্ব্বিনীত রাক্ষসগণ কোন বিঘ্ন করিতে সক্ষম হইতে পারিবেক না; কারণ, তিনি অতীব তেজস্বী। এবং যখন কিঞ্চিন্মাত্র কোপের সঞ্চার হইলেই অমনি তৎক্ষণাৎ যাহার প্রতিলোমকূপ হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ স্ফুলিঙ্গ প্রমুখ বহ্নি সকল নির্গত হইয়া দিগ্দাহন করিতে উন্মুখ হইতে থাকে; তখন ষড়্বর্গ পরাজিত অজিতাত্মা জীবগণ, শলভের ন্যায় কি সাহস অবলম্বন করিয়া প্রোদ্দীপ্ত পাবকবৎ তাঁহার পুরোবর্ত্তী

হইতে পারিবে? না; কখনই এরূপ সম্ভব হইতে পারে না। অতএব, সেই লোকপাবনকর মহর্ষির সর্ব্বত শিবভাবে সময়াতিবাহিত হইতেছে তাহার সংশয় নাই। যাহাহউক্ ব্রহ্মন্! হব্যকব্য দ্রব্যাদির্ত কোন প্রকারে অভাব হয় নাই, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনাদিগের অভিলষিত কার্য্যসম্পাদনার্থ নিয়তই প্রস্তুত আছি। কারণ, আপনাদিগের তপ ও যজ্ঞপ্রভাবে বারিদ সমূহের যথানিয়মে বারিবর্ষণে প্রজাপুঞ্জ, প্রচুর শস্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখসম্ভোগে দিবস অতিবাহিত করিতে পারিবে। অতএব অভিপ্রেত বিষয় সত্বর প্রকাশ করতঃ আজ্ঞাবহজনে কৃতার্থ করুন্।

নবীন তাপস, রাজশিরোমণির মধুর কণ্ঠোত্থিত স্বরসমন্বিত অনুনয়গর্ভ সম্ভাষণ শ্রবণে, অতীব হর্ষোৎফুল্ল নয়নে তাঁহার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন। রাজর্ষে! এক্ষণে পরমকরুণাকর বিশ্বপাতার প্রসাদে সর্ব্বত্র কুশল। তপোবনবাসি ঋষিগণ, নির্ব্বিঘ্নে জাতবেদসকে সাজ্য সমিৎ প্রদানে আত্মাত্ম মানস পরিশোধন করিতেছেন, সে জন্য লোকপালকের কোনপ্রকার উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইবার আবশ্যক নাই। আর আপনার অনুগ্রহবলে সংপ্রতি যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে, মহারাজের চিরবিরাজিত রাজলক্ষ্মী সর্ব্বত স্থিরভাবে আছেন, বোধ করি অধুনা অরাতিমণ্ডল আপনার দণ্ডকে কালদণ্ড জ্ঞানকরিয়া মস্তক অবনমন করিয়া রহিয়াছে তাহার সংশয় নাই। কারণ, ভবাদৃশ নীতিজ্ঞ কৃতবিদ্য

প্রভৃত প্রভাবশালি ভূপতিদিগের, কোন প্রকারে বিপ-
দুৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। গুণার্ণব, প্রশান্তমূর্ত্তি যোগি-
বরের বাক্যাবসানে করপুটে অতি বিনীতভাবে কহিলেন
আপনাদিগের কৃপাকটাক্ষে এক্ষণে সিংহাসন, কণ্টকশূন্য-
হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে, সে জন্য কোন চিন্তা নাই।
সম্প্রতি আপনার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিয়া আমার
শ্রবণেপ্সু মানসকে পরিতৃপ্ত করুন্। নরপাল চূড়ামণির
এইরূপ মধুররসাভিষিক্ত বাক্যাবশেষে ঈষৎহাস্যবদনে
যোগিবর, নৃপতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন।
মহারাজ! আমি পূর্ব্বে যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনার
নিকট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম; অদ্য, সেই সুহৃদ্বর
সাগর সংজ্ঞক কন্দর্পশরাকৃষ্ট দ্বিতীয় তাপসতনয়ের
অবশিষ্ঠ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত
হইব অতএব, আপনার মহিষীত্রিতয়কে মমান্তিকে
আহ্বান করতঃ সস্ত্রীভাবে সুখাসনে সমাসীন হইয়া
আশ্চর্য্যকর সংবাদ শ্রবণ করুন্। সেই অদ্ভূত বিবরণ
শ্রবণস্পৃহ রাজকুলতিলক গুণার্ণব, সুকুমারমূর্ত্তি তাপস
কুমারের করুণারসভাষিক্তবাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া
অতিশয় ব্যগ্রতাপুরঃসর অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ঠ হইয়া
দেখিলেন, মহিলাগণ সকলেই একাসনে উপবিষ্ট হওতঃ
স্বীয়২ সঙ্গিনী সপক্ষতায় দ্যুতক্রীড়ামোদে পরস্পর
মহান্ হাস পরিহাস করিতেছেন। ঈদৃশসময়ে মহা-
রাজ, পরমসন্তোষচিত্তে রমণীমণ্ডলে উপনীত হইলেন।
আহা! তথা যেন, তারকাগণ পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার

উদয় হইল। রাজ্ঞীগণ নিজ পতিকে সহসা অন্তঃপুর মধ্যে সমায়াত অবলোকন করিয়া সন্ত্রাসিত মরালকুলের-ন্যায় সচকিতভাবে সঙ্গিনী সহযোগিনী হইয়া সকলেই এককালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মানা থাকিলেন। নরনাথ মহিষীগণের এবম্প্রকার শীলতাচার সন্দর্শন করিয়া এতাদৃশী গুণবতী যুবতীগণের হৃদয়েশ জ্ঞানে আপনাকে ধন্যবোধ করিলেন। আহা! ভারতবর্ষে নীতিবিশারদ, দীর্ঘদর্শি সর্ব্বগুণসম্পন্ন নৃপতিগণ যে, সেই বিশ্বপালক ভগবান সম্বন্ধীয় ষড়ৈশ্বর্য্যের কিয়দংশ পরিগৃহীত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহার সংশয় কি, কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপপ্রভাব ভিন্ন সর্ব্বজন সম্বন্ধে সমভাবে প্রিয় হইয়া সমুদ্রাবধি এই সর্ব্বসহার আধিপত্য গ্রহণ করত সর্ব্বলোকের প্রসাসিতা হওয়া, কদাপি সম্ভবে না। মহারাজ ইদানীং স্মিতবদন বিগলিত সুধাময় বাক্য সম্ভাষণে কহিলেন। অয়ি প্রিয়সীগণ!! আর সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক নাই: কৃত ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে, আমার অকালে স্ত্রীসমাজে উপস্থিত হইবার কারণ শ্রবণ কর। পূর্ব্ব পরিচিত নবীন যোগিবরের সকাশে যাইবার জন্য সকলে সত্বর সুসজ্জিত হইয়া আমার পথানুসারিণী হও। অদ্য সেই মহাপুরুষ রাজসভাগত হইয়াছেন। প্রিয়তম দয়িতের বদনরাজিব হইতে এইরূপ বাক্যরূপ মধুর রসরাশি ক্ষরিত হইলে, রাজ্ঞীত্রয় মধ্যে বিদ্যুদ্বরণী বিদ্যুল্লতা কহিলেন। নাথ! কি বলিলেন, আমাদিগের

কি পূর্ব্বাবলোকিত সেই সূর্য্যপ্রভ পরিব্রাজক পুরুষ রাজ-সভায় সমাগত হইয়াছেন। আহা নাথ! আপনার বদনারবিন্দ বিগলিত বাক্যাবলি পীযুষরাশি শ্রবণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, হৃদয়স্থ আনন্দসিন্ধুকে উচ্ছলিত করিয়া তুলিল। অতএব হে প্রিয়তম! চলুন, বনবাসি ঋষি-কুমার সন্দর্শনে আমাদিগের পঞ্চীকৃত ভূতময় কলে-বরকে পরিশোধিত করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিব। এই রূপ কথোপকথনানন্তর সকলেই সুসজ্জিত হইয়া তাপসতনয়কে দ্বিতীয় বৃহন্দস্থ এক গোপন স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক সেই স্থানে সভা করিয়া সকলেই পৃথক পৃথক্ দর্ভময়াসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর, সুকুমারমূর্ত্তি তাপসকুমার, মৃদুল মধুর স্বরে কহিলেন, প্রজাপতে! তবে অনন্য চিত্তবৃত্তি হওতঃ বক্ষ্যমান প্রস্তাবে অভিনিবেশ করুন্। এই বলিয়া কথিতব্য বিষয়ের উপক্রমণ করিলেন। আমি আপ-নার নিকট বিদায় হইয়া যাইতে যাইতে পথমধ্যে অশেষ চিন্তানীরে নিমগ্ন হইলাম; ভাবিলাম, হায়! ভগবান্ জৈমিনি যোগপ্রভাবে সকল বিষয়ই অবগত আছেন; অতএব আমি কি প্রকারে তাঁহার সন্নিকৃষ্টে গমন করিব। এবং গুরু জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি উত্তর করিব। এইরূপ পূর্ব্বকৃতসংঘটন বিষয় মনে উদ্ভা-বিত হইয়া প্রথমতঃ ত্রাসে শরীর বেপমান হইতে লাগিল। পরে লজ্জা যেন, চরণকে বারম্বার বিচরণ করিতে প্রতিষেধ করিতে লাগিল; কিন্তু কি করি, বহুল দিবস

গুরু হইতে বিপ্রযুক্ত হইয়া বিপুল কলুষ ভোগ করিলাম, অতএব আর বিচ্ছিন্নভাবে থাকা বিধেয় নহে। এইরূপ বিবিধ প্রকার সমালোচনা করিয়া অগত্যা সলজ্জবদনে অবাক্‌শিরাঃ হইয়া মহর্ষির নিকট উপনীত হওত অতীব দীনভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। কিন্তু মহারাজ! কালত্রয়দর্শি মুনিবর শিষ্যের লজ্জাগত ও সশঙ্কিতভাব অবলোকন করিয়া সেই প্রাণসম সহচর সংঘটিত প্রসঙ্গের উল্লেখ মাত্র না করিয়া কেবল সস্নেহ সম্বোধনে কহিলেন বৎস শঙ্কর! দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসে তোমার বুদ্ধি ধারণাশীলা হইয়াছে; অতএব এক্ষণে, তুমি কিয়ৎকাল জ্ঞানের পরিপাক নিমিত্ত সমাধি যোগাবলম্বন করিয়া আত্মানন্দ অনুভব কর। এতাবন্মাত্র বাক্য নিঃসরণ করতঃ আমাকে প্রিয় সম্ভাষণে বিদায় প্রদান করিলেন। আমি গুরুর করুণা পূরিত বাক্যে কৃতার্থমন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ বিবিক্ত স্থানে প্রয়াণপূর্ব্বক ধ্যানযোগ আশ্রয় করিয়া সেই ভগবান্ বাসুদেবের চরণযুগল চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনন্তর, পূর্ব্ব দিবসে আমার সমাধি দৈববশতঃ ভঙ্গ হওয়ায় জ্ঞানদপ্রদ গুরু জৈমিনির অন্তিকে উপনীত হইলাম। কিন্তু, আমার উপস্থিত হইবার পরে, তাহার অনতি চিরকাল মধ্যেই দেখিলাম সকল মহাতপাগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, কেহ বা মুণ্ডনশিরাঃ, কেহ বা জটাধারী কেহ বা শ্মশ্রূাদি সমস্ত কেশধারী, অর্থাৎ এবম্প্রকার নানা বেশ সমাযুক্ত ঋষিমণ্ডলী, ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র ও হুতাবশিষ্ট

ভস্ম সমেত আজ্যে অঙ্কিত হইয়া, নারায়ণ ইত্যকার তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণ পুরঃসর অস্মদীয় গুরুর আশ্রমাভিমুখে সমায়াত হইলেন। তপোনিধি সকলের আগমনমাত্র ভগবান্ জৈমিনি, তৎক্ষণাৎ সশিষ্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথা ন্যায়ানুগত তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া উপবেশনার্থে দর্ভময়াসন প্রদান করিলেন। তাপসগণ, অতীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে মহর্ষি জৈমিনিকে প্রতিপূজাপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট দর্ভাসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী গুরু, তাঁহাদিগের সকলকে সগৌরব বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ভো মহর্ষিগণ। আপনারা মদীয় সকাশে ইতঃপূর্ব্বে যে, সেই সাগরনামা দ্বিতীয় প্রমত্ত তাপসযুবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন; তাহার অবশিষ্টভাগ যাহা কথিতব্য আছে তাহা অদ্য বলিতে প্রস্তুত আছি অনন্যচেতা হওত শ্রবণ রন্ধ্রে স্থান প্রদান করুন্।

প্রসঙ্গারম্ভঃ।

সহচর ব্রহ্মর্ষিকুমার কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শঙ্কর, বহু প্রয়াসসাধ্য তপোঽর্জ্জিত বপুঃ পরিত্যাগ করিয়া শাপ নির্দ্দিষ্ট রজনীচর প্রাপ্ত হইলে, বিষম কুসুম শরের শরাকৃষ্টচেতা আজ্ঞানান্ধসাগর, প্রিয়সহচরের স্পন্দ-হীন কলেবর দৃষ্ট করিয়া, তখন হায় কি হইল! হায় কি হইল! সহসা প্রিয়বয়স্য এরূপ হইয়া পড়িলেন কেন? ইহার যে কোন কারণ অনুধাবন করিতে পারি-তেছি না। এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওতঃ কিয়ৎক্ষণ গণ্ডদেশে সব্যহস্ত অর্পণ করতঃ স্থাণুর-ন্যায় বসিয়া রহিল। আহা! দুরন্ত পঞ্চশরের কি শরপ্রভাব। আজন্ম সহসংবর্দ্ধিত প্রাণতুল্য বন্ধুর সহিত যে, চিরবিয়োগ সংঘটন হইল, তাহা তখন পর্য্যন্তও সেই মোহকারিণী পুংশ্চলী প্রণয়াকাঙ্ক্ষীসাগর, অনুভব করিতে পারিল না। কিন্তু যখন, ক্রমশঃ সাগরের মন্মথ শায়ক সংবিদ্ধচিত্তের, গুরূপদিষ্ট সৎসন্দর্ভ পর্য্যা-লোচনারূপ ভেষজ সেবনে কিঞ্চিন্মাত্র বেদনা উপশান্ত হইয়া জ্ঞানরূপ সুখসূর্য্য উদিত হইতে লাগিল। তখন, সখার সুকুমার শরীর, পাংশু বিলুণ্ঠিত অবলোকন করিয়া, আর শোকোপহত চিত্তের বৈকল্য কোনক্রমে

সম্বরণ করিতে সক্ষম হইল না। একবারে আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া কহিল, সখে! হরিচন্দন কুসুম কাননজ কণ্টকদ্রুমেরন্যায় এই কামোপহতচেতাঃ পবিত্র ব্রহ্মর্ষি কুলকণ্টকের স্খলিত বাক্যে কি অভিমানী হইয়া ঈদৃক্ কুসুমময় বপুঃ পৃথিবীতে পাতিত করিয়া রাখিয়াছ? না, আমার দুরাচার অনার্য্যসেবিত কার্য্য সমালোচনা করতঃ আমাকে সাতিশয় ঘৃণিতবোধে বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইলে? সাধুমর্য্যাদা অনভিজ্ঞ অপরাধিজনের অপরাধ ক্ষমা কর। ক্ষিপ্র, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্তপ্তচিত্তকে সুধাময় বাক্যদানে সুশীতল কর। সখে! কথার উত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? হা হতবিধে! এই কি তোমার সুবিধি হইল। এইরূপ আক্ষেপ করিয়া সাগর, পরশুছিন্ন ভূরুহেরন্যায় বসুধাতলে যুগপন্নিপতিত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল। সুদীর্ঘকালান্তর চেতনা প্রতিলাভ করিয়া, অতি বিষণ্নবদনে শোকার্ত্ত হইয়া কুলকামিনীর ন্যায় মৃদুলস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ভো মহর্ষিমণ্ডল! তৎকালীন প্রিয়সহচর শোকার্ত্ত সাগরের কারুণ্য রোদনধ্বনি রাজবর্ত্মগম্যমান শ্রোতৃব্যূহের কর্ণকুহরে এমনি সুশ্রাব্য হইয়া প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; যেন নববিকসিত নলিনীদল, কোন প্রমত্তমাতঙ্গ কর্ত্তৃক বিদলিত হওয়ায় নবীন বিরহী মধুব্রত সাতিশয় কাতর হইয়া শোকসূচক সুললিত কলনাদে কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতেছে। সে যাহাহউক, ইদানীং সেই প্রাগুক্ত রমণীমণ্ডলের অগ্রগণ্যা সুকুমার কমলকেশরাবতংসিকা

পুংশ্চলীদ্বয়, কিয়ৎক্ষণ অন্তর্হিতভাবে থাকিয়া স্ত্রীজাতির স্বতঃশিক্ষিত হাব ভাব প্রকাশ করিতে করিতে, পুনরপি মন্থরগতিতে সখিশোকাগ্নি সন্দগ্ধ বিপলমান সাগরের সমীপবর্ত্তিনী হইল। অহো! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে, ইহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে প্রণয় লালসায় কামার্ত্ত হইয়া একবারে তাপস ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ অনার্য্য সেবিতকণ্টকাকীর্ণ পদবীতে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; সেই যুবা এক্ষণে, সেই ভূষণ ভূষিতা যুবজন মনোহারিণী নিতম্বিনীদ্বয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়াও তাহাদিগের প্রতি একবার কটাক্ষ নিক্ষেপও করিল না অহো রে অনার্য্যকন্দর্প! ইত্যাকার আক্ষেপসূচক বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর ভগবান জৈমিনি করুণা পরিপূরিত নয়নে বাষ্প মোচন করিতে করিতে কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভাবাশ্রয় করিয়া রহিলেন।

তপোনিধি সকল, মহর্ষি জৈমিনির শোক ভাবাপন্ন মুখপদ্ম সন্দর্শন করিয়া ক্ষণমাত্র সকলেই তদনুসারী হইয়া কহিলেন, মহর্ষি? অশোচ্য বিষয়কে স্মরণ করিয়া ভবাদৃশ জিতাত্ম তত্ত্বদর্শিরাও যদি এতাদৃশ শোকাভিভুত হয়েন; তাহাহইলে প্রজ্ঞাহীন অপ্রসন্নমনা তামসগণের চিত্তকে যে, শোক ও মোহাদিতে আচ্ছন্ন করিবে তাহার বক্তব্য কি? সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনার অমৃতক্ষরিত বাক্যদ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষভাগ বিবরণ করিয়া, অস্মদাদির শ্রবণোৎসুচিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। মাহাত্মা জৈমিনি, ঋষিমণ্ডলীর এবমুক্ত বিনয় গর্ভবচনে

সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় কথিতপ্রসঙ্গের অনুক্রমণ করিলেন অনন্তর, সেই চারুনিতম্ব নিতম্বিনীদ্বয়, রমণীমোহন তাপসযুবার শোকাকৃষ্ট চিত্ত দেখিয়া, সুহাস্যবদনে মৃদু মধুর ধ্বনিতে কহিলেক, প্রিয়দর্শন! আপনি এতাদৃশী কামিনী কুলনাশক সুকুমার মূর্ত্তিধারণ করিয়া, কি একটা অস্পৃশ্য শবদেহকে স্পর্শ করতঃ রোরুদ্যমান হইয়া দীনভাবে সাতিশয় খিন্নমনে অবস্থান করিতেছেন আসুন, ইহার অদূরবর্ত্তি ত্রিদশ তরঙ্গিনী তীরে একমঞ্জু কুঞ্জকানন আছে, যে কাননের কদম্ব প্রভৃতি কুসুম নিচয়ের পরিমল আঘ্রাত হইয়া পান্থগণ বাণসংবিদ্ধ কুরঙ্গ কদম্বের ন্যায় মুগ্ধচেতা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে যে কাননে, সুরভি সময়ে সৌরভাকুল ষটপদকুল, দলবদ্ধ হইয়া ললিত কুসুম কলিকাকে দলন মানসে গুণ গুণ শব্দে তাড্যমান তন্ত্রীর ন্যায় কলনাদ নিঃসরণ করে। চলুন, শীঘ্র সেই বিজন বিপিন মধ্যে গমন পূর্ব্বক আপনাকে অস্মদাদির প্রসূনময় যৌবনরথে সারথি করিয়া অদ্য আমরা সেই অজেয় রতিপতিকে পরাজয় করিব। যেই মাত্র ঈদৃশ সাধুবিগর্হিত অশ্রাব্য বাক্য সকল সেই বন্ধু বিয়োগজনিতশোকসন্তপ্ত সাগরের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; অমনি তৎক্ষণাৎ, যেমন প্রসুপ্ত মহাব্যাল কোন দুর্ভাগ্য গতায়ুর্জ্জন কর্ত্তৃক তাড়নায় প্রবোধনানন্তর ধৃতফণ হইয়া একবারে গর্জ্জন করিয়া উঠে। সেইরূপ প্রিয়তম বয়স্যের বিচ্ছেদসাগরে নিমগ্নসাগর, ক্রোধে বিস্ফুরিতাধর হইয়া অধর দংশন করিতে

লাগিল। তখন বোধ হইল যেন, বন্ধুর বিরহজনিত ও উপস্থিত ক্রোধজনিত অগ্নিনিচয় সমষ্টি হইয়া তাহার দৃষ্টিপথ দিয়া করুণরূপে, এবং প্রতিলোমকূপ হইতে স্ফুলিঙ্গরূপে বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। এমন কি, তৎকালীন সেই নবীন তাপসের ভয়াবহ মূর্ত্তিদর্শনে বোধ হয়, অমরকুলও প্রাণভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে সচেষ্টিত হইয়াছিল। ইহাতে ভীরুস্বভাবা অবলাজাতি, যে সেই প্রলয়কালীয় যুগপদুদিত দ্বাদশ তপন প্রতিকাশ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রাসে বেপমান কলেবরা হইবে সে বিষয়ে সংশয় কি? কিন্তু, সেই ভয়াতুরা বামলোচনাগণের মুহুর্মুহুঃ বেপথুঃ ও স্বেদবারি নির্গত দেখিয়াও তথাপি ক্রোধাকুলচেতা তাপস যুবা, আপনার রিপুপরাক্রান্ত চিত্তকে ক্ষান্ত করিতে পারিল না। তিতীক্ষা করা দূরে থাকুক বরং ক্রমশঃ ক্রোধের উত্তেজনা করিয়া রক্তোৎপলসম আরক্তনয়নে, তাহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, রে মন্দভাগিনী কুহকিনীদ্বয়! তোরা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে সমিৎপ্রদান পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্? ভাল, যেমন কার্য্য করিলি তেমনি প্রতিফল ভোগ কর। যাও অচিরাৎ পুরুষ মোহিনীরূপবিহীন হইয়া রঙ্গন দেশস্থ উপারণ্যে শিলাময়ী হইয়া মনুষ্য পরিমাণে এক সহস্রবর্ষ অবস্থান কর। কিন্তু মধ্যে মধ্যে পর্ব্বদিবস হইলে শর্ব্বরীসময়ে স্বীয় স্বীয়রূপ ও চেতনপ্রাপ্ত হইবি; এই বলিয়া অবলাদ্বয়কে কালস্বরূপ শাপাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

অনন্তর, অবলাগণের প্রাণাবসান করিয়া ক্রোধমনা সাগরের যখন সত্ত্বগুণের উদয় হইল, তখন অবধ্যা স্ত্রীজাতি বধজন্য প্রথমতঃ তাহার চিত্তে কিঞ্চিৎ করুণোদয় হইল। পরে, পুনরায় মোহকলিল আসিয়া তাহার চিত্তকে আবৃত করিয়া ফেলিল। একারণ, বিবিধ প্রকার চিন্তা পারাবারে পতিত হইয়া কলুষীকৃত বুদ্ধিবশতঃ হিতাহিত বিবেচনা বিষয়ে অশক্য বিধায় কেবল তৎকালে, আপনার বুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়া ভুয়ো ভুয়ঃ ধিক্কার দিতে লাগিল; রে দুর্মেধে! তোমার, কি আব্রাহ্মণ্য কালাবধি গুরু পরিচর্য্যা এবং অভ্যস্তযোগ প্রভাবে এইরূপ নৈর্ম্মল্য জন্মিয়াছিল? যদ্দ্বারা কেবল জগন্মণ্ডলের প্রজাক্ষয়কারিণী বলিয়া মানবমণ্ডলীতে পরিগণিত হইলে। আহা! আমায়ধিক! হা! আমার চিত্তএতাদৃশ অস্বর্গ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, যে আমি দুর্লভ ব্রহ্মর্ষিকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া নৃশংস স্বভাবাপন্ন নিশাদ জাতিদিগের ন্যায়, হিংসাবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক ইহলোকে পুণ্যবতী বসুমতীকে অপূতা, ও পরিণামে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তমোময় নিরয় নিলয়ের দ্বার পরিমোচন করিলাম। হায়! যেমন অসৌভাগ্যবান্ বণিকের অর্ণবযান সমস্তসিন্ধু অতিবাহন পূর্ব্বক কুলে নীত হইলে, সহসা প্রবলবাত্যা সমুপ্থিত হইয়া সেই কুল প্রাপ্ত বহুরত্নপূর্ণ-অর্ণবপোতকে একবারে অগাধসলিলে সম্মজ্জন করিয়া অবশেষে ধনে প্রাণে বণিককে বিনাশ করিয়া ফেলে। সেইরূপ, গুরু চরণরূপ কূলসংলগ্ন হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ

সহসা মানসাকাশে ঘোরতর মায়ামেঘ সমুদিত হইয়া প্রবল বিকার বায়ুকে উত্থাপন করতঃ কুহকিনী কামিনী-গণের ভাবরূপ তরঙ্গমালায়, বহুদিবস যোগ প্রয়াসো-পার্জ্জিত জ্ঞানরত্ন পরিপূরিত তনুতরণীকে নির্ভর গভীর ভবসাগরনীরে নিমজ্জন করিয়া একবারে আমাকে সমূলে বিনাশ করিল। এইরূপে আপনাকে অতি ঘৃণীত বোধে যুবা সাগর ভূয়োভূয়ঃ তিরস্কার করতঃ অবশেষে সখি বিচ্ছেদ শোকানলে সন্দগ্ধ হইয়া জিজীবিষা * পরিত্যক্ত হইয়া বাষ্পাকুল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেক, আর আমার এ প্রভূত পাপ পঙ্কিল রাশির ভারবহন করিবার নিমিত্ত মাংসপিণ্ডময় কলেবরকে রক্ষা করিবার কোন আবশ্যক নাই। যাহা হউক্, অবশ্যম্ভাবি কার্য্যকে নিম্ন পথাভিমুখি স্রোতজলেরন্যায় কেহ নিবা-রণ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব আমার ভাগ্যে পরি-ণামে যাহা হইবার হইবে, কিন্তু আমি সখার বিয়োগা-নলে দহ্যমান কলেবরকে রক্ষা করিতে কখনই শক্য হইব না। নিশ্চিতরূপে প্রতিজ্ঞাত হইলাম অদ্যই, কলুষ ভারাক্রান্ত শরীরকে প্রজ্বলিত যোগাগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়া সখার বিচ্ছেদ হুতাশনকে নির্ব্বাপণ করিব। এবম্বিধ মনে মনে বিতর্ক করিয়া সেই স্থানে যোগাসন করণানন্তর অনন্যচিত্তবৃত্তি হইয়া সমাধিজাগ্নি প্রোদ্দী-পন পূর্ব্বক ক্ষণমাত্রে স্বীয় শরীরকে ভস্মরাশি করিয়া ফেলিল। কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন সময়ে সহচর ও স্ত্রীহত্যা

---

* জীবিত থাকিবার ইচ্ছা।

জন্য পাপস্পৃষ্ট হইয়া সাগর, পরমেশ্বর চিন্তায় পরাঙ্মুখ হওতঃ বিষয়ভোগ লালসা করিয়াছিল, এইহেতু চন্দ্র বংশীয় পবিত্রকর নামক নরনাথ নিলয়ে শরীর পরিগ্রহ করিল। তবে যে মহদৈশ্বর্য্যশালি ভূপালবংশে জন্মলাভ হইল তাহার কারণ, কৌমার কালাবধি অতিমাত্র নিষ্ঠা-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া সনাতন ধর্ম্মরূপ কল্পদ্রু-মের আলবালে বহুল প্রয়াসে ভক্তিবারি প্রসেক করি-ছিল। ইদানীং সাগর পূর্ব্ব সৌভাগ্য বশতঃ সেই কল্প-পাদপ সকাশে আপনার অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ রাজাঙ্গজ হইয়া মহদৈশ্বর্য্য ভোগের অধিকারী হইল।

হে মহর্ষিমণ্ডল! ইহার মধ্যে, আর এক অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি সকলে অনন্যচেতা হইয়া অবধান করুন্। সুরসেনক দেশবাসি নারায়ণাঙ্গজ নামা এক ভূমিপতি ছিলেন। তিনি ধনলুব্ধ বঞ্চক ধর্ম্মধ্বজি সচিববর্গের প্রতারণা বাগুরায় পতিত হইয়া ক্রমশঃ রাজ্যাদি সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। অপিচ, ঐ কৃতঘ্ন অতীব দুষ্ট রাজামাত্যগণ কর্ত্তৃক অব-শেষে স্বীয় রাজধানী হইতেও নিরাকৃত হইয়া সেই অপ-হৃত রাজ্যভূপতি, প্রাণসম প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী এবং প্রাণা-ধিকা অনূঢ়া আত্মজা তিনটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিভৃত নিশীথ সময়ে গূঢ় দ্বারদেশ দিয়া বহিঃসৃত হই-লেন। হে তাপসমণ্ডল! লোকপাল হইয়াও সেই অসূর্য্য-স্পশ্যা ভুবনরমণি রমণী, ও বালিকা দুহিতাত্রিতয়কে অনুচারিণী করিয়া অতীব শঙ্কিত চিত্তে সংগোপনীয়

পন্থাশ্রয় পূর্ব্বক গহন কাননাভিমুখে উপয়ান করিলেন। আহা ; আত্মকৃত কর্ম্মজফল সকলকে ইচ্ছা না করিলেও দেহভূৎ সম্বন্ধে অবশতঃ আসিয়াও উপস্থিত হয়।

সে যাহাউক্, অনন্তর রাজ্যনিরস্ত ভূপতি, ক্রমশঃ কান্তার পথে আগমন করিয়া পরে অস্মদীয় এই আশ্রমে উপনীত হওতঃ সরিৎ তীরস্থ স্নিগ্ধচ্ছায় তমালতরুতলে একপর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফলমূলাহারী হওতঃ কালাতিপাত করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। তদনন্তর, যোগ বুভুৎসু হইয়া সময়ে সময়ে তত্ত্বদর্শি ঋষিগণ সমাজে আগমন পূর্ব্বক ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ করতঃ আপনাকে কৃতার্থমন্য হইতেন! অপিচ, সেই ক্ষীণ প্রারব্ধকর্ম্মা রাজর্ষি সাধু-সঙ্গ প্রাপ্ত হওতঃ নিরন্তর অধ্যাত্ম বিদ্যার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরিশেষে সর্ব্বভূতে সমদর্শিত্ব লাভ করিয়া সদা প্রশান্তমনা হওতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং রাজমহিষীও পাতিব্রত্যধর্ম্ম সংশ্রয় করতঃ অনন্যবৃত্তি হইয়া প্রিয়পতির পরিচর্য্যা ও প্রাণসমা কন্যা তিনটীর প্রতিপালন করিয়া সদা স্বচ্ছন্দচিত্তে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শশিকলার ন্যায় দৈনন্দিন পরি-বর্দ্ধমানা রাজকন্যাত্রয়ের কালক্রমে কুট্মলভাবকে অন্তর্ধান করতঃ যৌবন প্রসুন প্রস্ফুটিত হইয়া ভুবন-মোহিনী শোভাধারণ করিল। রাজ্ঞী, অলৌকিকরূপা আত্মজাত্রয়কে প্রাপ্তযৌবনা প্রেক্ষণ করিয়া সদা সশঙ্কিত ও চিন্তার্ণবে নিমগ্না রহিলেন। এ দিকে, হিমন্ত কালা-বসানে উষ্ণরশ্মি অষ্টবাজি সংযোজিত স্যন্দনে আরূঢ়

হইয়া দক্ষিণদিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুবের পালিত দিশাতে গমন করিলে, যেমন কোন লম্পট পুরুষ, পতি-পরায়ণা প্রিয়তমাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক কোন কুৎসিৎ শরীর বিশিষ্ট পুরুষকর্ত্তৃক রক্ষিত নায়িকার নিকট গমন করিলে সেই দাক্ষিণ্যবতী নায়িকার দুঃখজনিত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ হয়, সেইরূপ দক্ষিণাচল, দিননাথ বিরহে দুঃখিত হইয়া মন্দ মন্দ গন্ধবহকে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। বনস্পতি সকল পূর্ব্ববেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাজ বসন্ত কর্ত্তৃক নবীন চারুপল্লব ভূষণে ভূষিত হইল; এবং কিংশুক, মালিকা প্রভৃতি কুসুম কদম্ব বিকসিত হইয়া তপোবনের কি আশ্চর্য্য কান্তিবর্দ্ধন করিল। অশোক অমনি ঈর্ষা পরবশ হইয়া শিশু সূর্য্যেরন্যায় শোকনাশক লোহিত লাবণ্য ধারণ পূর্ব্বক প্রস্ফুটিত হইল। সদ্য সমুদ্গত প্রবালরূপ চারুপক্ষ বিশিষ্ট নবীন চূতকুসুমবাণে, যেন বসন্ত কর্ত্তৃক ক্ষুধাকুল মধুপকুল কুসুমবাণের নামাঙ্কিতের ন্যায় সন্নিবেশিত হইল। এ দিকে চূতাঙ্কুর আস্বাদনে কষায়িতকণ্ঠ পুংস্কোকিলগণ, অভিনব মনজ্ঞ প্রবাল ভূষিত বিটপে বসিয়া কলকূজন পূর্ব্বক যেন মনস্বিনী-দিগের মান নিরসনার্থ পঞ্চশরের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমন কি বোধ হয়, পুষ্পধন্বা পৃষ্ঠে পঞ্চশর আবরক তূণীর এবং বামকরে কুসুমময় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত ধরণী শাসন করিয়া অবশেষে তপোবনে মূর্ত্তিমান হওতঃ তাপসগণকে সন্ধান কবিবার মানসে প্রত্যালীঢ় চরণে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আহা! একে

বসন্তকালের ঈদৃক্ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, তাহে আবার রাজকন্যাত্রয় নবোদিত যৌবনা, তাহে অবলাজাতির স্বভাবতঃ লজ্জাহেতু পিতা মাতার নিকট কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের মনেতে নিত্য নিত্য নবীনভাবের উদয় হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে, এক দিবস পূর্ব্বোক্ত যুবাসাগর ফলাহরণ নিমিত্ত তপোবনবাসি রাজর্ষির কুটীর সমীপে গমন করায়, সহসা ঐ রাজ কুল সমুৎপন্না জগৎ মনোহরা কামিনীত্রিতয়ের নয়নপথবর্ত্তী হইল। একে, কন্যাত্রিতয় প্রথম যৌবনা, দ্বিতীয় অনূঢ়া, তাহে যুবাসাগর অতি প্রিয়ম্বদ ও সকলেরই প্রিয়দর্শন ছিল; সুতরাং তাহার সেই সুকুমার মূর্ত্তি দর্শন এবং পরিচয়চ্ছলে অতি মৃদুল প্রণয়গর্ভবাক্য শ্রবণমাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ বাষ্পকণ্ঠাবরুদ্ধা হইয়া কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া কন্যাত্রয় ক্ষিতিতলে পতিত হইল। অনন্তর, সাগর, ভাবীবিপৎ ঘটনা সম্ভব, বিচার করতঃ মনকে প্রত্যাহৃত পূর্ব্বক সেইস্থান হইতে সত্বর স্বীয় আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিল।

এ দিকে কন্যাত্রয় সংজ্ঞা প্রতিলাভ করণানন্তর, মনোহর যুবাকে পুনর্দ্দর্শনে বঞ্চিত হইয়া সুতরাং মৃতকল্প দেহে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তদনন্তর, সাগরের এই প্রস্তাবিত শঙ্কট উপস্থিত হওয়ায়, জনশ্রুতিতে এই নিদারুণ হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণে রাজসুতাগণ, অবিলম্বে ত্যক্ত দেহ সাগরের পুনর্জ্জাত কলেবরকে পতিকামনা

ক্ষরিয়া তপোবনস্থ কামদা সরসীতে সকলেই শরীর উৎসর্গ করতঃ স্ব স্ব কর্ম্ম এবং চরমস্থ চিন্তানুসারে দুই জন পরীপাল ও নরপাল কুলে, একজন গন্ধর্ব্বরাজ কুলে পুনরায় দেহধারণ করিল। পরে, কালক্রমে যোগ্যবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজদেহধারি সাগরের সহিত আশ্চর্য্য সংযোজনায় যোজিত ও পরিণয় কার্য্যাদি অভিনিষ্পত্তি হওনানন্তর এক্ষণে পরমসুখে সকলে রাজভূতি ভোগে কালহরণ করিতেছে। হে মহারাজ গুণার্ণব! মহর্ষি জৈমিনি ঋষিমণ্ডলীতে এইরূপ বিস্তাররূপে উপাখ্যান বর্ণন করিয়া অবশেষে, আমার মুখমণ্ডলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন। বৎস শঙ্কর! তুমি এক্ষণে প্রিয়সাগরের সমীপে গমন কর, এবং তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া রাজভোগের বাসনা নিরসন করাইয়া পুনরায় অস্মদীয় আশ্রমে আনয়ন কর। সাবধান, যেন আবার কোন মহাবিপদসমুদ্রে পতিত না হয়। আমি তোমাদিগের প্রত্যাগমন কালাবধি অতি চঞ্চল চিত্তে অবস্থিতি করিলাম। অতএব যাও, আর কালবিলম্ব করিও না।

সখে! গুরু আমাকে এই সমস্ত বাক্য কহিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ পূর্ব্বক অভিমানে অশ্রুপূর্ণাকুল নেত্রে কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। অধিরাজ গুণার্ণব, ঋষিতনয় শঙ্করের মুখে সখ্যভাব সম্বোধন শ্রবণ এবং মুখের ভাব দর্শন করিয়া প্রথমতঃ যেন, ইতঃপূর্ব্বে ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি এইমত ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু অশেষত চিন্তা

করতঃ ভ্রমবশতঃ কোন বিষয়ের নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরিশেষে তরঙ্গস্থ তরীরন্যায় আন্দোলিত চিত্তে বিবরণ শ্রবণেপ্সু হইয়া কহিলেন; হে যুবকতপোনিধে! আমাকে আপনি সখা বলিয়া পরে অবাঙ্মুখিন রহিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য শীঘ্র বিবৃত করিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করুন। তাপস যুবা ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনিই আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয়সহচর সাগর; ও আপনার সিমন্তিনীগণও সেই তপোবনস্থ রাজকুমারীত্রয়; এবং সেই রঙ্গনদেশস্থ উপারণ্যে যে শৈলময়ী মূর্ত্তিদ্বয় দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, সে সেই ভবদীয় কোপানল সংদগ্ধা স্বর্গর্ব্বেশ্যাদ্বয়। অতএব চলুন, অদ্য সেই শাপ সন্তাপিতা পাষাণময়ী কামিনীদ্বয়ের শাপ বিমোচন করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গধামে প্রেরণ পূর্ব্বক বহু কালন্তে গুরু জৈমিনির পাদপদ্মে উভয় একত্র হওতঃ প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইব। সখে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। নরনাথ গুণার্ণব, এবম্বিধ বিস্ময়কর বিবরণ শ্রবণ করিয়া সহসাপূর্ব্বজন্মস্থ সমস্ত বিষয় স্মৃতিপথে প্রত্যক্ষরূপে উদয় হওয়ায়, প্রথমতঃ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে, কহিলেন সখে এসকল দৈবকৃত ঘটনা বিবেচনা করিয়া অধীন জনের অপরাধ মার্জ্জনা কর। শরণাগত জনের প্রতি অনুকুল হইয়া অনুকম্পারূপ আলিঙ্গন প্রদানকর আহা! এদুর্ব্বিনীতের জন্য কি পর্য্যন্ত না কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল! এইরূপ বলিতে বলিতে, মহানানন্দ

সাগরে ভাসমান হইয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সখার সহিত দীর্ঘকাল বিরহের পর আলিঙ্গন করিলেন ও বার-ম্বার পূর্ব্বদোষ মার্জ্জনা নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, স্বীয় প্রিয়সীগণে হাস্য বদনে কহি লেন! হে প্রাণাধিকা সকল। দেখ অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন উদয়; এক্ষণে চল সকলে স্বর্লোকে যাত্রা করি। আর এ অনিত্য রাজ্যভোগে আবশ্যক নাই। মহিলাগণ, অমনি পতিরমতানুযায়িনী হইয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন; প্রিয়তম! এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পতিসমভিব্যাহারিণী হইব; কিন্তু নাথ! যেন আপনার পৌর্ব্ব ঋষিদেহ প্রাপ্ত হইয়া অধীনীগণকে পরি ত্যাগ করিবেন না। ইহা আমাদের প্রতীতার্থে অগ্রে অঙ্গীকার করুন, তবে শান্ত হইতে পারিব। নরেশ, ভার্য্যাগণের প্রণয়াধিক্য দেখিয়া বন্ধুর মতানুসারে অগত্যা স্বীকার হইলেন তৎপরে বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া প্রধান সচিবকে ও আত্মীয়গণকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া তাপসাশ্রমে গমন করিবেন এই বার্ত্তা স্ব রাজ্যে ভেরীদ্বারা ঘোষণা করিয়া দিলেন। প্রজাগণ প্রজানু-রঞ্জন মহারাজ গুণার্ণবের রাজলীলা সম্বরণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সকলে শোকে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। পরে সুতরাং সকলকেই ক্ষান্ত হইতে হইল। প্রজাবর্গের ক্রন্দ-নেরধ্বনি নিবারণ হইল বটে, কিন্তু তাদের প্রিয়রাজ বিচ্ছেদে অনিবার নয়নাশ্রু বিগলিত হইয়া সর্ব্বসঙ্ক নগরীকে আর্দ্রীভূত করিতে ক্ষান্ত হইলনা। তৎপরে

নৃপতনয়, অবিলম্বে স্বজন বন্ধুবর্গের ও অমাত্যবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়সীগণকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া প্রধানামাত্যের প্রতি ভুমণ্ডলেরভার সম-র্পণ করতঃ প্রিয়সখার সহিত শ্রীহরিস্মরণ পূর্ব্বক রাজ-ভবন হইতে বহিঃসৃত হইলেন। অনন্তর সেই রঙ্গমদেশস্থ উপারণ্যে উপনীত হইয়া শৈলময়ী কামিনীদ্বয়কে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন। ও আপনিও সস্ত্রীকে রাজ-দেহ পরিত্যক্ত হইয়া তেজোময় ব্রহ্মর্ষিদেহ ধারণ করি-লেন। এবং যুবতীত্রয়ও পূর্ব্ববৎ তাপসকন্যার শরীর পরি গ্রহ করিলেক। যখন এইরূপ সকলেরই পৌর্ব্ব দেহলব্ধ হইল, তখন সকলেই আহ্লাদে পরিপুরিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্ব স্ব লোকে যাত্রা করিল।

অতএব প্রিয়ে! পর্ব্বত রাজতনয়ে! তুমি যাহা দেখিয়া জানিবার নিমিত্ত চঞ্চলা হইয়াছিলে, তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখ ঐ তাপসকুমার সাগর, পত্নীত্রয় সমভিব্যাহারে, নবীন তপস্বী জ্ঞানপ্রবীণ শঙ্করনামা সহচরকে অগ্রগামী করিয়া প্রোদ্দীপ্ত পাবকেরন্যায়, মহর্ষি জৈমিনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছে এবং ঐ সেই স্বর্গবেশ্যাদ্বয় শাপবিমুক্তা হইয়া মহেন্দ্রলোকে গমন করিতেছে। এই পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া ভগবান্ জগদ্গুরু বিরূপাক্ষ বিরাম হইলেন। জগন্মাতাও অপূর্ব্ব লোকপবিত্রকর আখ্যায়িকা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভগবান ত্রিলোচনকে প্রণাম পূর্ব্বক সর্ব্বানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

কোন্ দিনে কেমনে, গত কর দিনে,
ভাব দেখি মনে হয়ে ভাবান্তর।
কোন্ দিনে কেমনে, রবে ধরাসনে,
দেহ প্রাণে হবে ভাবে ভাবান্তর॥
মিছে মায়া ভাবে, মরিতেছ ভেবে,
ভবভাবে হয়ে ভাবে ভাবন্তর।
কামনাহীন মনে, প্রণব স্মরণে,
হয় জ্ঞানোদয় যায় ভাবান্তর॥

সম্পূর্ণম্।